এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২ অর্থবছর

প্রকাশকাল
অনলাইন
২৯ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রধান উপদেষ্টা
সেখ মোহাম্মদ মহসিন
প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা
মোঃ আহসান হাবিব
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

সমন্বয়ক
মোঃ শাহ আলমগীর
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন ইউনিট (পিএমই)
এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
মোঃ আহসান হাবিব

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ ফয়সাল ভুইয়া
ক্রাফটসম্যান কর্পোরেশন
craftsmanletter@gmail.com
৫৪, ফকিরাপুল, ঢাকা ১০০০

এলজিইডির মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের সহায়তায় প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত

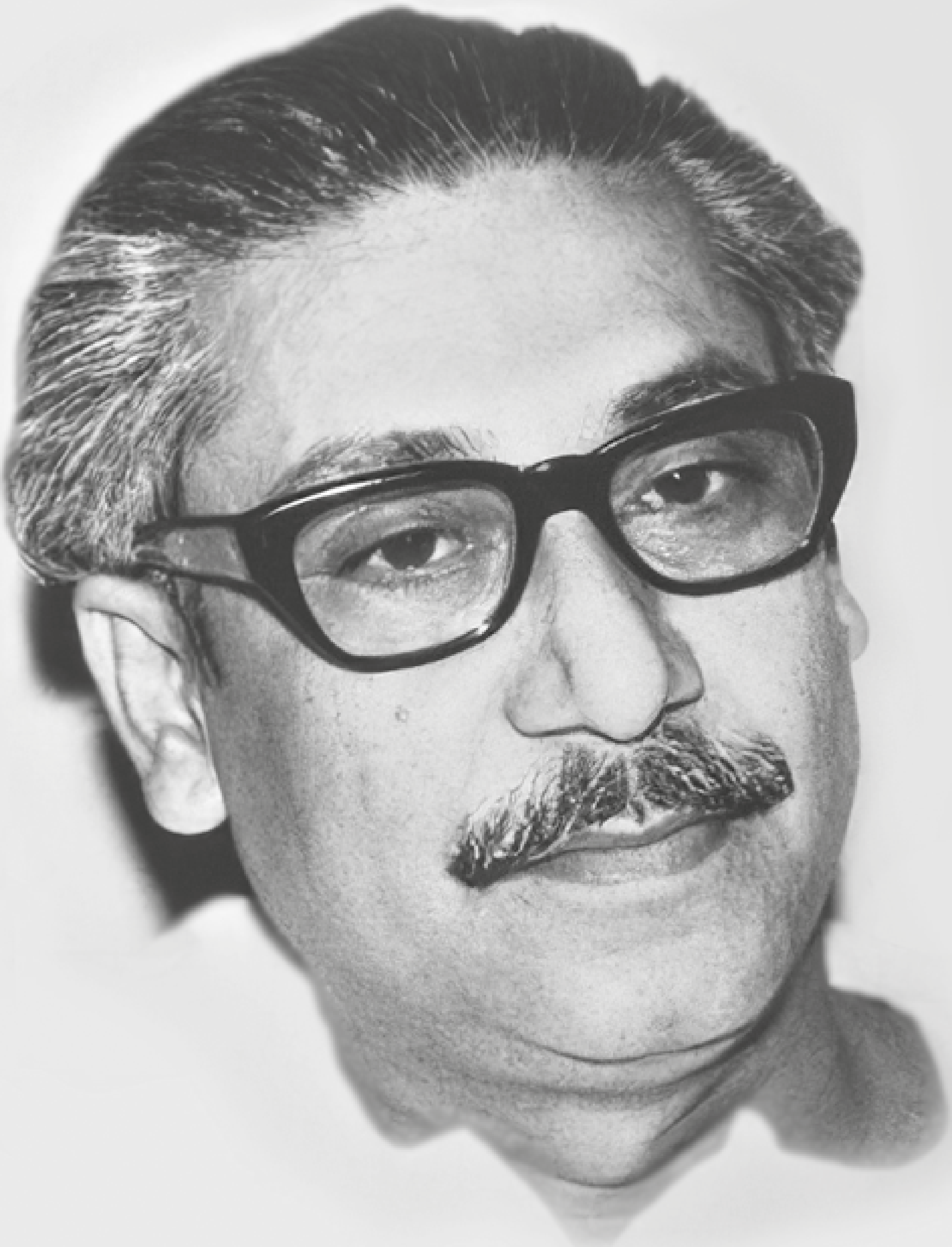

এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।

বাঙালি জাতি এখন বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলছে, আগামীতেও মাথা উঁচু
করে চলবে, সেটাই হবে আমাদের আজকের দিনের প্রতিজ্ঞা।

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

Minister
Ministry of Local Government,
Rural Development and Co-Operatives

বাণী

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

Secretary
Local Government Division
Ministry of Local Government,
Rural Development and Co-Operatives

বাণী

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী

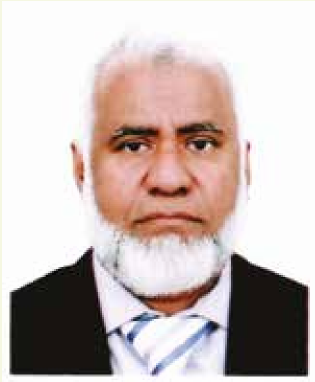

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির যাত্রা তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্খিত 'সোনার বাংলা' গড়তে এলজিইডি বদ্ধপরিকর। সদ্য পঞ্চাশ উত্তীর্ণ বাংলাদেশের অগ্রগতি আজ বিশ্বব্যাপি প্রসংশনীয়। সেদিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ- সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে বর্তমান সরকারের দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে।

দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এলজিইডির একদল দক্ষ, প্রশিক্ষিত, মেধাবী প্রকৌশলী নিরলস পরিশ্রম ও সততার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে আসছে। সরকারের বৃহত্তম প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান এলজিইডির কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এলজিইডি ইতোমধ্যে সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে অংশ নিয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি বাস্তবায়নের সঙ্গে এলজিইডি সরাসরি সম্পৃক্ত। এগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যবিলোপ ও ক্ষুধামুক্তি অন্যতম। এছাড়াও, প্রাথমিক শিক্ষা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন, কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের নেপথ্যে এলজিইডির ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রসংগত উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যা এই কর্মসূচির নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

স্থানীয় পর্যায়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস এলজিইডির কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। যার প্রভাব দেশের আর্থ-সামাজিক সূচকে দৃশ্যমান। এলজিইডি নিরলস পরিশ্রম করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এলজিইডি বর্তমানে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে।

প্রতিবছরের মতো এবারও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো। এই প্রকাশনার মাধ্যমে বিগত অর্থবছরে এলজিইডির কার্যক্রম বাস্তবায়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সবার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সেখ মোহাম্মদ মহসিন

প্রধান প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

সূচিপত্র

অধ্যায়-০১

প্রসঙ্গ এলজিইডি

এলজিইডি পরিচিতি ---------- ০২
অভিলক্ষ্য ---------- ০৩
রূপকল্প ---------- ০৩
অধিক্ষেত্র ---------- ০৩
এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম ---------- ০৪
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ---------- ০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা ---------- ০৪
এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম ---------- ০৬
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর ---------- ০৬
নগর উন্নয়ন সেক্টর ---------- ০৭
পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর ---------- ০৮
অগ্রযাত্রা: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও ---------- ০৯

অধ্যায়-০২

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা

বাস্তবায়নে এলজিইডি ---------- ১২
রূপকল্প ২০৪১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ---------- ১২
৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) ---------- ১২
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ---------- ১৩
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ---------- ১৭

অধ্যায়-০৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২১-২০২২ ---------- ২০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ ---------- ২০
২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন ---------- ২১
২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি ---------- ২২
২০২১-২০২২ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ---------- ২২
বিগত ১৩ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ---------- ২৩
নতুন প্রকল্প ---------- ২৩

অধ্যায়-০৪

২০২১-২০২২ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন ---------- ২৬
নগর উন্নয়ন-২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন ---------- ৩০
পানি সম্পদ উন্নয়ন-২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন ---------- ৩৬
গত ১৩ বছরে এলজিইডির অর্জন ---------- ৩৮

অধ্যায়-০৫

ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

ভূমিকা---------- ৪২
প্রশাসনিক ইউনিট---------- ৪৩
পরিকল্পনা ইউনিট ---------- ৪৫
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট---------- ৪৮
আইসিটি ইউনিট ---------- ৫১
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট---------- ৫৫
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট---------- ৫৮
প্রশিক্ষণ ইউনিট ---------- ৬০
ডিজাইন ইউনিট ---------- ৬২
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট ---------- ৬৪
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ---------- ৬৬
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ---------- ৬৯

অধ্যায়-০৬

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ---------- ৭২
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়---------- ৭৩
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়---------- ৭৪
ভূমি মন্ত্রণালয় ---------- ৭৪
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ---------- ৭৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়---------- ৭৫
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় ---------- ৭৬
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ---------- ৭৭
পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় ---------- ৭৮

অধ্যায়-০৭

এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম ---------- ৮০
পার্বত্য অঞ্চল ---------- ৮১
হাওর অঞ্চল---------- ৮২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম ---------- ৮৫
বরেন্দ্র অঞ্চল ---------- ৮৬
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল ---------- ৮৭
দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি ---------- ৮৮

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি ---- ৯০
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ---- ৯০
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ ---- ৯০
কারিগরি সহয়তা প্রকল্প: জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ---- ৯১
দিবাযত্ন কেন্দ্র ---- ৯১
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন ---- ৯২
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২২ ---- ৯৩
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর ---- ৯৪
নগর উন্নয়ন সেক্টর ---- ৯৬
পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর ---- ৯৮
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২২ ---- ১০০
প্রকল্পের নাম ---- ১০২

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) ---- ১০৪
“Research on the Reuse of Reclaimed Construction Materials in LGED’s Roads” শীর্ষক গবেষণা --- ১০৫
ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) ---- ১০৬
জেন্ডার মার্কার বিষয়ক কর্মশালা ---- ১০৬

অধ্যায়-১০

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ---- ১০৮
সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস ---- ১০৮
পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক ---- ১০৯
জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প ---- ১১০

অধ্যায়-১১

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস ---- ১১২
এফআইএমএস ---- ১১২
জিআইএস পোর্টাল ---- ১১২
স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ ---- ১১২
আইডিআইএস ---- ১১২
জিআরআইএস ---- ১১৩
রেগুলার সার্ভে মডিউল ---- ১১৩
ডেমেজড সার্ভে মডিউল ---- ১১৩
অন্যান্য কার্যক্রম ---- ১১৩

অধ্যায়-১২

সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি

আমার গ্রাম-আমার শহর ---------- ১১৬
'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়ন সমীক্ষা ---------- ১১৬
''আমার গ্রাম-আমার শহর'' কর্মসূচি বাস্তবায়নে - স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নির্দেশ ---------- ১১৮
'আমার গ্রাম-আমার শহর' কারিগরি সহায়তা প্রকল্প আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা ---------- ১১৮
স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অফিস পরিদর্শন ---------- ১১৮
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ---------- ১১৯

অধ্যায়-১৩

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি ---------- ১২২
এআইআইবি ---------- ১২২
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ---------- ১২২
মিশন ---------- ১২৩
পরিদর্শন ---------- ১২৪

অধ্যায়-১৪

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার ---------- ১২৬
বার্ষিক প্রতিবেদন ---------- ১২৬
এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ---------- ১২৭
অন্যান্য প্রকাশনা ---------- ১২৭
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার ---------- ১২৭

অধ্যায়-১৫

বিবিধ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন ---------- ১৩০
মেলায় অংশগ্রহণ ---------- ১৩৩
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন ---------- ১৩৪
স্বীকৃতি ও অর্জন ---------- ১৩৫
বিশ্বমহামারি করোনা ভাইরাস ---------- ১৩৫

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৩৮
পরিশিষ্ট-খ: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৪৪
পরিশিষ্ট গ: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৪৫
পরিশিষ্ট-ঘ: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা ---------- ১৪৬
পরিশিষ্ট-ঙ: সহযোগীতায় ---------- ১৪৭

অধ্যায় ১

প্রসঙ্গ এলজিইডি

এলজিইডি পরিচিতি ---------- ০২
অভিলক্ষ্য ---------- ০৩
রূপকল্প ---------- ০৩
অধিক্ষেত্র ---------- ০৩
এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম ---------- ০৪
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ---------- ০৪
বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা ---------- ০৪
এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম ---------- ০৬
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর ---------- ০৬
নগর উন্নয়ন সেক্টর ---------- ০৭
পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর ---------- ০৮
অগ্রযাত্রা: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও ---------- ০৯

এলজিইডি পরিচিতি

গ্রামীণ জনপদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সেচ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম মূলত গত শতাব্দির ৬০ এর দশকের প্রারম্ভে শুরু হয়, যার মূল ভিত্তি ছিল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা কর্তৃক উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়ন মডেল, যা "কুমিল্লা মডেল" নামে বিশেষভাবে পরিচিত। এই মডেলে প্রস্তাবিত ৪টি কর্মসূচি হচ্ছে-

১. পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (আরডবিউপি)
২. থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)
৩. থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) এবং
৪. দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা (টিটিসিএ)।

এই ৪টি অঙ্গের মধ্যে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (আরডবিউপি)-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল-

(ক) ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টিসহ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং

(খ) পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ।

ষাটের দশকের শুরুতেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'পল্লীপূর্ত কর্মসূচি' বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ে 'পূর্ত কর্মসূচি সেল' ও পরে 'পূর্ত কর্মসূচি উইং' গঠন করা হয়। এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে এলজিইবি বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর অর্থাৎ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয়।

স্বাধীনতার পর এদেশে পল্লি উন্নয়ন বলতে মূলত কৃষি উন্নয়নকে বোঝাতো। কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে ছিল সবুজ বিপ্লব, ভূমি সংস্কার, সমবায় নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কর্মসূচি এবং ছোটখাটো সেচ কর্মসূচি। যদিও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা শুরু হয় ১৯৬৩-১৯৬৪ সালে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে; কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় পরিকল্পনার আওতায় এই কার্যক্রম শুরু হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা ও নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) এর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। এ-পরিকল্পনায় গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার উন্নয়ন এবং রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮০-এর দশকের শুরুতে পল্লি উন্নয়নের মূল প্রভাবক হিসেবে পল্লি সড়ক উন্নয়নকে গুরুত্বের সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একইসঙ্গে যে সকল গ্রামীণ হাট বাজারের ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ১৪০৮টি গ্রামীণ হাট বাজারকে গ্রোথসেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করে গেজেট প্রকাশিত হয়। এসব গ্রোথসেন্টার ও অন্যান্য হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থাপিত সংযোগের ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়কগুলোকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলো হচ্ছে- ফিডার সড়ক, আর-১ সড়ক, আর-২ সড়ক ও আর-৩ সড়ক।

১৯৮৮ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ফরিদপুর জেলায় সাউথওয়েস্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় দুইটি সড়কের সড়কবাঁধ (এমবেঙ্কমেন্ট) এলজিইবি এর মাধ্যমে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় পাইলট হিসেবে নির্মাণে সম্মত হয়। পাইলট কাজের সাফল্যের ভিত্তিতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি 'স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস'-এর আওতায় গ্রোথসেন্টার কানেক্টিং রোড (জিসিসিআর) কর্মসূচি নিয়ে আসে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল মাটির কাজের মাধ্যমে গ্রোথসেন্টার সংযোগকারী সড়কের উন্নয়ন। এই কর্মসূচি গ্রহণের আগ পর্যন্ত জেলা পরিষদের মালিকানাধীন কিছু সংখ্যক সড়ক ব্যতীত গ্রামীণ সড়কগুলো ছিল অপ্রশস্ত, কিছু ক্ষেত্রে খুবই সরু এবং কিছু ক্ষেত্রে শুধু মাটির আইল। কোনো রকমের জমি অধিগ্রহণ ছাড়া কেবলমাত্র জনগণকে সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে মাটির কাজ দ্বারা এসব সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা ছিল সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। জিসিসিআর কর্মসূচির মাধ্যমে সড়কের উপরিভাগ ২৪ ফুট চওড়া করে মাটির সড়ক নির্মাণ করা হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত চলমান এই কার্যক্রমে প্রায় ৩০ হাজার কিলোমিটার সড়ক এবং ১২ হাজার মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 'গ্রোথসেন্টার কানেক্টিং রোড' কর্মসূচিই প্রথম কর্মসূচি, যার মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে দেশের সকল গ্রোথসেন্টারকে ২৪ ফুট প্রস্থের এমবেঙ্কমেন্ট দ্বারা জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

এদিকে ১৯৯৫ সালে কেয়ার বাংলাদেশ পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ এর আওতায় ইউএসএআইডি কর্তৃক বরাদ্দকৃত খাদ্য সহায়তায় 'ইন্টিগ্রেটেড ফুড ফর ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এর মাধ্যমে ১৯৯৫-২০০০ সময়কালে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদকে ১৮ ফুট প্রস্থের সড়ক দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৬০ হাজার কিলোমিটার মাটির সড়ক নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এলজিইডির আওতাধীন সড়কের দৈর্ঘ্য (পাকা ও কাঁচা মাটির সড়ক মিলে) সাড়ে তিন লক্ষ কিলোমিটারের ওপরে। এ বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে কোনো ধরণের জমি অধিগ্রহণ ছাড়াই জনগণের দানে। বিশ্বব্যাপী জনঅংশগ্রহণে এতো বড় সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার নজির বোধ হয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মূলত এ দুটি কর্মসূচিই দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক-এর পরিকল্পিত 'ব্যাক বোন' তৈরি করেছে।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্র্যাটেজি স্টাডিতে' ইতোপূর্বে ঘোষিত ১৪০৮ টির পরিবর্তে ২১০০ টি গ্রোথসেন্টারকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। একই স্টাডিতে সড়কের শ্রেণি পুনর্বিন্যাস ও এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। এতে সড়কগুলো সাতটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত, যার মধ্যে পল্লি এলাকার ফিডার রোড টাইপ-বি, রুরাল রোড ক্লাস-১ (আর-১),

রুরাল রোড ক্লাস-২ (আর-২) এবং রুরাল রোড ক্লাস-৩ (আর-৩), এই চারটি শ্রেণির সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিলো এলজিইডির ওপর। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে সড়কসমূহ ছয়টি শ্রেণিতে পুনর্বিন্যাস করে এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এলজিইডি উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (গ্রাম সড়ক-এ ও ২ কি.মি. পর্যন্ত গ্রাম সড়ক-বি) এর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এসব সড়কের ওপর ১৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘের সেতু নির্মাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতির পিতা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের যে রূপরেখা দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আজ তা অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে উন্নয়নশীল বিশ্বের রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহে পল্লি অবকাঠামোয় বিনিয়োগ অনেক বেড়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এসডিজি'র টার্গেট ৯.১-এর একটি সূচক হলো 'সব মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের দুই কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত'। দেশের কিছু হাওর, দ্বীপাঞ্চল এবং দুর্গম পাহাড়ি জনপদ ছাড়া প্রায় সব উপজেলায় এ সূচকের মান শতভাগ। বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় দেখা গেছে, দেশব্যাপী এ সূচকের গড় মান প্রায় ৮৮ শতাংশ, যা উন্নয়নশীল অধিকাংশ দেশের চেয়ে বেশি। আশা করা যায়, এ সূচকে বাংলাদেশ সহজেই এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে।

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে প্রান্তিক নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এসব সড়ক উন্নয়নের ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার কমেছে। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের প্রবেশগম্যতা বেড়েছে। গ্রোথসেন্টার উন্নয়নের ফলে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের বাজারজাত করা সহজতর হয়েছে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে, বেড়েছে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম। এসব কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে, ফলে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে।

এলজিইডি স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্যহ্রাসসহ পল্লি ও নগর উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত নির্মাণ করছে, যা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির ভূমিকা আজ বিশ্ব স্বীকৃত। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এলজিইডি ১৯৮৫ সাল থেকে নগর এবং ১৯৯৫ সাল থেকে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এলজিইডির এই কার্যক্রম শহরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা যেমন বৃদ্ধি করছে, পাশাপাশি দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

অভিলক্ষ্য

কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; আর্থসামাজিক উন্নয়ন; স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ; দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করা।

রূপকল্প

এলজিইডি পেশাগতভাবে যোগ্য, দক্ষ এবং কার্যকর সরকারি সংস্থা হিসেবে নিম্নবর্ণিত আন্তঃসম্পর্কিত পরিপূরক কার্যক্রম সম্পাদনে অবদান রাখবে:

- পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমূহ যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পরিবহন, বাজার এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ বিষয়ক অবকাঠামোসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সহায়তা এবং স্থানীয় উপকারভোগী ও কমিউনিটিকে সহযোগিতা প্রদান।

অধিক্ষেত্র

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডির কাজের অধিক্ষেত্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অধিক্ষেত্রের আওতায় রয়েছে পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

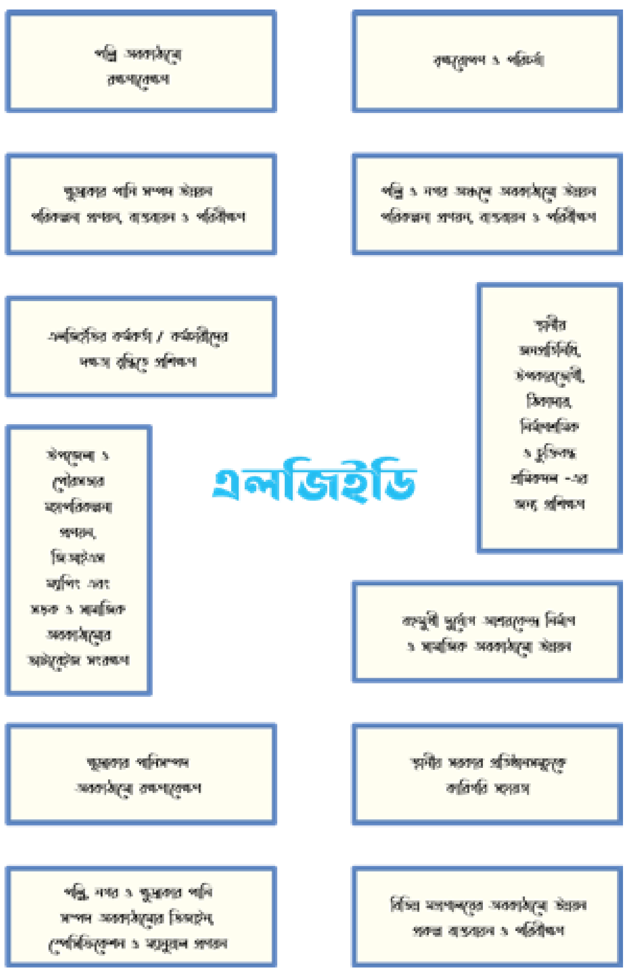

এলজিইডির প্রধান কার্যক্রম

এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে তা নিচে উল্লেখ করা হলো। নিজস্ব অধিক্ষেত্রের কাজ বাস্তবায়ন ছাড়াও এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহয়তা দিয়ে থাকে। উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডি জেন্ডার সমতা, পরিবেশ সুরক্ষা ও গবেষণার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করতেও এলজিইডির রয়েছে বিশেষ পদক্ষেপ।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ বিকেন্দ্রীকৃত সরকারি প্রকৌশল অধিদপ্তর। এর মোট জনবলের ৯৭.৬২ শতাংশ মাঠপর্যায়ে কাজ করে। ২০১৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর অনুমোদিত সর্বশেষ সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে এলজিইডি সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪; এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ১,৬৭২টি, দ্বিতীয় শ্রেণির পদ ২,২৮৯টি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭,৩৮৪টি ও ২,০৪৯টি।

রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও-এ এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় অবস্থিত, যেখানে মোট জনবল সংখ্যা ৩১৯। সদর দপ্তরে ৭ জন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং ১৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রয়েছেন।

দেশের ৮টি বিভাগে রয়েছে বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়। এসব কার্যালয়ে জনবল সংখ্যা ১৪। এলজিইডির কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, উন্নয়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, সঠিক মাননিয়ন্ত্রণ ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য সারাদেশকে ২০টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি অঞ্চলে রয়েছেন একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরের জনবল সংখ্যা ১৫।

এলজিইডির মূল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে। দেশের প্রতিটি জেলায় রয়েছে ৩২-৩৪ জনবল বিশিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে ২১ জনবল বিশিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়।

মোট জনবলের হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে জনবল শতকরা ৭৬.৯৪ ভাগ, জেলা পর্যায়ে শতকরা ১৬.১০ ভাগ, অঞ্চল ও বিভাগে শতকরা ৩.০৬ ভাগ এবং সদর দপ্তরে শতকরা ২.৩৮ ভাগ।

এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামোতে ২০৪টি (১.৫২%) ডেপুটেশন-রিজার্ভ পদ রয়েছে, যার আওতায় ৬১টি জেলা পরিষদে ১৮৩ জন ও ৩টি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২১ জন নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), সহকারী প্রকৌশলী(পুর), উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং কার্য-সহকারী/সার্ভেয়ার প্রেষণে পদায়ন করা হয়।

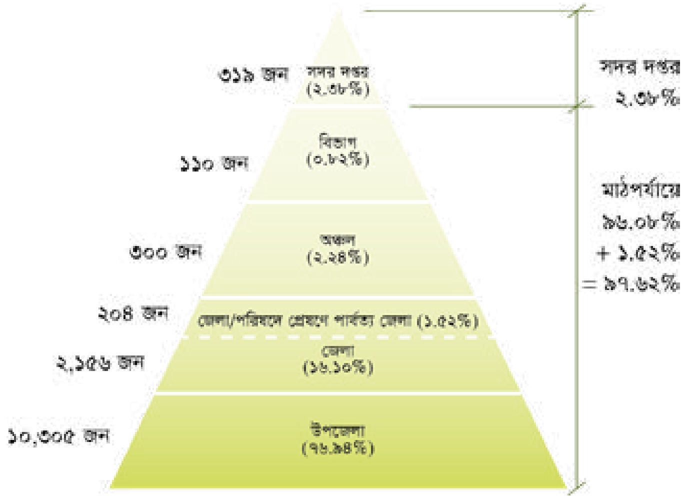

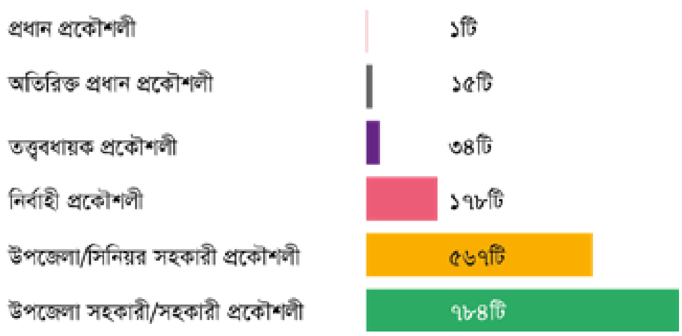

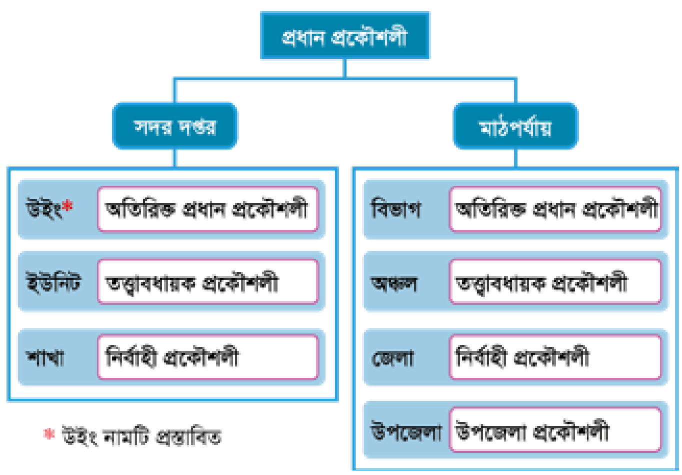

বিভাগীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরের আওতাধীন এলাকা

এলজিইডির কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। সারাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের মানসম্মত অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজন স্তরভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো। এই বাস্তবতায় সময়মত মানসম্মত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগকে একাধিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের আওতায় একাধিক জেলার সমন্বয়ে মোট ২০টি অঞ্চল গঠন করা হয়েছে।

বিভাগ	অঞ্চল	জেলা
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা
		গাজীপুর
		মানিকগঞ্জ
		টাঙ্গাইল
	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
		নরসিংদী
		মুন্সীগঞ্জ
		কিশোরগঞ্জ
	ফরিদপুর	ফরিদপুর
		রাজবাড়ী
		গোপালগঞ্জ
	মাদারীপুর	মাদারীপুর
		শরীয়তপুর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম
		কক্সবাজার
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি
		বান্দরবান
	কুমিল্লা	কুমিল্লা
		ব্রাহ্মণবাড়িয়া
		চাঁদপুর
	নোয়াখালী	নোয়াখালী
		ফেনী
রাজশাহী	রাজশাহী	রাজশাহী
		চাঁপাইনবাবগঞ্জ
		নওগাঁ
		নাটোর
	বগুড়া	বগুড়া
		জয়পুরহাট
	পাবনা	পাবনা
		সিরাজগঞ্জ

বিভাগ	অঞ্চল	জেলা
রংপুর	রংপুর	রংপুর
		কুড়িগ্রাম
		গাইবান্ধা
		লালমনিরহাট
	দিনাজপুর	দিনাজপুর
		নীলফামারী
		পঞ্চগড়
		ঠাকুরগাঁও
সিলেট	সিলেট	সিলেট
		হবিগঞ্জ
		মৌলভীবাজার
		সুনামগঞ্জ
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ
		নেত্রকোণা
		জামালপুর
		শেরপুর
খুলনা	খুলনা	খুলনা
		বাগেরহাট
		সাতক্ষীরা
		নড়াইল
	যশোর	যশোর
		ঝিনাইদহ
		মাগুরা
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া
		মেহেরপুর
		চুয়াডাঙ্গা
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল
		ভোলা
		ঝালকাঠি
		পিরোজপুর
	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
		বরগুনা

এলজিইডির সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম

ষাটের দশকের পল্লীপূর্ত কর্মসূচি এবং সত্তরের দশকের পূর্ত কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো নির্মাণের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির বিশেষ কাজের বিনিময়ে খাদ্য (স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস) এর আওতায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়ক চিহ্নিত করে এসব সড়কে মাটির কাজ করা হয়। পাশাপাশি এসব সড়কে সর্বোচ্চ ১২ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করা হয়।

একই সঙ্গে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ সড়কে মাটির কাজ করা হয়। এ সময়ই মূলত দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরি হতে থাকে। ধাপে ধাপে এলজিইডির সড়ক উন্নয়ন কাজ বিস্তৃতি লাভ করে। যুক্ত হতে থাকে নতুন নতুন ভৌত কাজের অঙ্গ। এর মধ্যে অন্যতম গ্রামীণ সড়ক পাকাকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন, দীর্ঘ সেতু নির্মাণ, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি। পরবর্তীতে এলজিইডি ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে পৌর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষি ও অকৃষি পণ্য পরিবহন এবং এর বিপণন সুবিধা সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন অপরিহার্য। গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের অংশ হিসেবে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করলেও সামগ্রিকভাবে পল্লি উন্নয়নের জন্য পল্লি এলাকার অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নও গুরুত্বপূর্ণ।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক যেসব অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে –

- গ্রামীণ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো
- বৃহৎ সেতু
- গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স
- বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র
- ঘাট/ল্যান্ডিং স্টেশন এবং
- সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন।

পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

নগর উন্নয়ন সেক্টর

স্বাধীনতা উত্তর দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯১ শতাংশ (বিবিএস: ১৯৭৪) গ্রামে বাস করতো। সময়ের সাথে সাথে শহরমুখী অভিবাসনের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পপুলেশন প্রোজেকশন অব বাংলাদেশ ডাইনামিকস এন্ড ট্রেন্ডস ২০১১-২০৬১ অনুযায়ী বর্তমানে দেশের নগর জনসংখ্যা শতকরা ২৯.৭ ভাগ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতে বন্যা, অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, খরা প্রভৃতি কারণে ফসলহানী, অব্যাহত নদী ভাঙন এবং গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা নিম্নআয়ের মানুষকে শহরমুখী করছে। একই সঙ্গে সামর্থ্যবান মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায়ও শহরমুখী হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের শহরগুলোতে জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের শহরগুলো পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। রাস্তা-ঘাটের অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, যথাযথ সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব এদেশের পৌরসভাগুলোকে নাগরিক সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। এই বাস্তবতায় ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর এলাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। পরবর্তীতে এলজিইডি ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে দেশের মাঝারি শহরের অর্থাৎ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়। সময়ের পরিক্রমায় এর ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত হয়।

প্রাথমিকভাবে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন করলেও টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশীজনদের সম্পৃক্ত করতে পরবর্তীতে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অবকাঠামো উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নগর দারিদ্র্য হ্রাস, পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিতে এলজিইডি পৌরসভাসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। পৌরসভার পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নেও এলজিইডি কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রমের ফলে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা ও নাগরিক সেবার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এলজিইডির নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্গত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

- সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ
- সড়কবাতি স্থাপন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পৌর মার্কেট নির্মাণ
- কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পাবলিক টয়লেট স্থাপন
- উন্মুক্ত উদ্যান নির্মাণ
- পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
- কমিউনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কম্পিউটারাইজ ট্যাক্স বিল পদ্ধতি প্রবর্তন
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পৌরসভাকে সহায়তা প্রদান
- দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদী। অনেক নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে নেপাল ও ভারত হয়ে বাংলাদেশে এসেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর রয়েছে অপরিসীম অবদান। দেশের কৃষি উৎপাদনে সেচ একটি বড় অনুষঙ্গ। এক্ষেত্রে নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার সীমিত করে পরিবেশ সুরক্ষা করা যায়।

কুমিল্লা মডেলে প্রস্তাবিত থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি) এর প্রাথমিক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমে হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে এলজিইডি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-আইডিপি) এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দেশের ছয়টি জেলা, যথা- কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুরে ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করে।

গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে থানা সেচ কর্মসূচির সুফল অনুধাবন ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছরে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্প চলাকালীন ১৯৯৯ সালে সরকার জাতীয় পানি নীতি অনুমোদন করে। এই নীতির আলোকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এক হাজার হেক্টর পর্যন্ত কমান্ড এলাকার সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই সেক্টরে গৃহীত প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এলজিইডি পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় যেসব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে তা মূলত চার ধরনের-

- বন্যা ব্যবস্থাপনা: বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার বা পুনর্বাসন, রেগুলেটর বা স্লুইস ও কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন;
- পানি-নিষ্কাশন: কালভার্ট নির্মাণ, খাল খনন বা পুনর্খনন;
- পানি সংরক্ষণ: পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো, রাবার ড্যাম, খাল পুনর্খনন ও স্পিলওয়ে;
- কমান্ড এলাকা উন্নয়ন: সেচ নালা সংস্কার, ভূ-উপরিস্থ বা ভূগর্ভস্থ সেচনালা, হেডার ট্যাংক, একুইডাক্ট ও সাইফুন।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশিপাশি সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরের পর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে।

অগ্রযাত্রা: লালমাটিয়া থেকে আগারগাঁও

বিংশ শতাব্দির ৬০ এর দশকের গোড়ার দিকে এলজিইডি সৃষ্টির ইতিহাস রচিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর আর্থিক সহায়তায় কুমিল্লায় অবস্থিত তৎকালীন পাকিস্তান একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এদেশের পল্লি উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে 'কুমিল্লা মডেল' এর বিকাশ ঘটে। পল্লি উন্নয়নে কুমিল্লা মডেলে প্রস্তাবিত চারটি অঙ্গের মধ্যে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-আরডব্লিউপি) এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিলো দুটি – (১) গ্রামীণ যোগাযোগ ও ড্রেনেজ সুবিধা সৃষ্টি এবং (২) পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শ্রমঘন পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ কৌশল নির্ধারণ। এর ফলশ্রুতিতে পিএল-৪৮০ এর খাদ্য সহায়তায় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি সেল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে একটি সেমিপাকা টিনশেড ভবনে ছিল পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান কার্যালয়।

এই সেল গঠনের পর তৎকালিন খুলনা জেলা বোর্ডের পল্লীপূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত খন্দকার মোশাররফ হোসেন (যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে প্রথমে শ্রম ও প্রবাসী কল্যাণ এবং পরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি) এই সেলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগ দেন। এসময় খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিতে পূর্ত কর্মসূচির নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। তিনিও এর কিছুদিন পর পূর্ত কর্মসূচি সেলে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে যোগদান করেন।

ইতোমধ্যে মোখলেসুর রহমান (পরবর্তীতে তিনি চাকরি ছেড়ে বিদেশে চলে যান) এবং মনোয়ার হোসেন চৌধুরী (এলজিইডির প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী ও বর্তমানে জাতীয় সংসদ সদস্য) নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ লাভ করে মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেল-এ যোগদান করেন।

১৯৭৬ সালে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সরকারের বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে যান। ১৯৭৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একই সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

তখন সরকারি সংস্থাসমূহে প্রকৌশলীদের সাংগঠনিক কাঠামোতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদায় উপ-প্রধান প্রকৌশলীর পদ ছিল, যা ১৯৮২ সনের প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সময়ে বিলুপ্ত করা হয়। মন্ত্রণালয়ে পূর্ত কর্মসূচি সেলে কর্মরত প্রকৌশলীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে উক্ত সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়।

১৯৮০ সালে খন্দকার মোশাররফ হোসেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও তে চাকরি নিয়ে আফ্রিকার সিয়েরা লিয়নে চলে যান এবং পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান করে উপ-প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হয়।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব লাভের পর পূর্ত কর্মসূচির লোকবল নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রথমেই তিনি সচিবালয়ের টিনশেড থেকে পূর্ত কর্মসূচি সেলের সদর দপ্তর ৫/৭ লালমাটিয়া, ব্লক-বি এর ভাড়া করা ভবনে স্থানান্তর করেন। ১৯৮২ সালে পূর্ত কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন স্তরে কর্মরত লোকবল নিয়ে উন্নয়ন খাতে পূর্ত কর্মসূচি উইং গঠন করা হয়।

এরপর ১৯৮৪ সালে রাজস্ব খাতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো বা এলজিইবি নামের স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে এলজিইবির নির্বাহী প্রধান হিসেবে প্রকৌশল উপদেষ্টা পদে পদায়ন করা হয়। তিনি নতুন এই সংস্থার সদর দপ্তর ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সরকারের কাছ থেকে আগারগাঁওয়ে জমির বরাদ্দ লাভে সক্ষম হন।

১৯৯৪ সালে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৭ এবং এডিবি সহায়তাপুষ্ট পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১৮ এর আওতায় এই জমিতে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ শুরু হয়, যা ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ২ জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সদর দপ্তর ভবন প্রাঙ্গণে একটি জলপাই চারা রোপণ করেন।

এদিকে ১৯৯৯ সালের ১৬ মে জাপান সরকারের সহায়তায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার- আরডিইসি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। ১৫-তলা ভবনটি ২০০৫ সালে ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

অধ্যায়-০২

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাস্তবায়নে এলজিইডি--১২
রূপকল্প ২০৪১ বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা--১২
৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) ---১২
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-- ১৩
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ --১৭

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি

সরকারের গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে এলজিইডি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। গৃহীত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে অন্যতম রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। যুগপৎভাবে, জাতিসংঘ প্রণীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসব পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে- দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়ন, আর্থসামাজিক সূচকে গতিশীলতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ। দেশের অন্যতম প্রধান প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি দেশব্যাপী পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনা ও জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এলজিইডির সম্পৃক্ততা নিচে তুলে ধরা হলো-

রূপকল্প ২০৪১: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

রূপকল্প ২০২১ এর মূল লক্ষ্য ছিলো দারিদ্র্য দূর করে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যা বাংলাদেশ অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির সাফল্যের ধারাবহিকতায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের আলোকে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সরকার 'রূপকল্প ২০৪১' গ্রহণ করেছে। এর প্রধান অভীষ্ট ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদায় উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের দ্রুত অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হওয়া। 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' পরিকল্পনা দলিলে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি সন্নিবেশিত হয়েছে। বস্তুত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর সাফল্যের ওপর গড়ে উঠেছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ-মধ্যম ও উচ্চ-আয়ের দেশ যে উন্নয়ন পথ পাড়ি দিয়েছে, তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সে পথে এগিয়ে যেতে চায় বাংলাদেশ।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট: (ক) ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি এবং যা হবে উন্নত বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, (খ) বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা। দারিদ্র্য নির্মূল করার পাশাপাশি পরিবেশের সুরক্ষা, উদ্ভাবনী জ্ঞান, অর্থনীতির বিকাশ ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে এমন একটি দ্রুতগতির অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রূপান্তর সাধন সম্ভব। এতে ২০৪১ সালে দারিদ্র্যের হার ৩% এর নিচে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১% এর নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত হার ৯.৯%।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫)

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্লোগান: 'সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে'। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মূলত ছয়টি বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত; যথা-

মানব স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার;

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস;

প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্য পূর্ণ অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে উপকৃত হতে এবং সামাজিক সুরক্ষা ভিত্তিক আয় হস্তান্তর করার মাধ্যমে দারিদ্র্য ও অসুরক্ষিতদের সহায়তা করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল গ্রহণ;

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল এমন এক টেকসই উন্নয়নের পথ অবলম্বন, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণ রূপান্তরকে সফলভাবে মোকাবেলা করে;

অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (ইউএমআইসি) মর্যাদা দানে প্রয়োজনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশ; এবং

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিজি) থেকে উত্তরণের প্রভাব মোকাবেলা করা।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং এসব অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করছে। ইতোপূর্বে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে এলজিইডি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামোসমূহ স্থানীয় পর্যায়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। গ্রামপর্যায়ে আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গিকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর' কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডি অন্যতম ভূমিকা পালন করবে। এ সংক্রান্ত একটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সকল সংস্থা ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে। দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে এলজিইডি রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এলজিইডির কার্যক্রম এসডিজির মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি অভীষ্টের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এগুলো হচ্ছে-

- অভীষ্ট-১ দারিদ্র্যবিলোপ
- অভীষ্ট-২ ক্ষুধামুক্তি
- অভীষ্ট-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ
- অভীষ্ট-৪ গুণগত শিক্ষা
- অভীষ্ট-৫ জেন্ডার সমতা
- অভীষ্ট-৬ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন
- অভীষ্ট-৯.১ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো
- অভীষ্ট-১১ টেকসই নগর ও জনপদ
- অভীষ্ট-১২ পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন
- অভীষ্ট-১৩ জলবায়ু কার্যক্রম এর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্তি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মোট ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে এলজিইডি ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এসডিজি অভীষ্ট-১: দারিদ্র্য বিলোপ

শ্রমঘন পদ্ধতিতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে দক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি দুস্থ ও হতদরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করছে এলজিইডি। ফলে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান এবং তাদের আয়ের পথ তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি গঠনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি এলজিইডি সারাদেশে গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসকল কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্য বিলোপে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভীষ্ট-২: ক্ষুধামুক্তি

এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে প্রায় ৭.২৫ লক্ষ হেক্টর জমির পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কাজ করছে। বাঁধ নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ, খাল খনন-পুনর্খনন এবং রাবার ড্যাম স্থাপনসহ পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জমির জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করছে এলজিইডি, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের খাদ্যনিরাপত্তায় ভূমিকা রাখছে। সেচ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি খনন ও পুনর্খননকৃত খাল, পুকুর এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এতে একদিকে প্রান্তিক মৎস্য চাষিদের আয় বাড়ছে, পাশাপাশি দেশের মৎস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৩: সুস্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ

দেশব্যাপী এলজিইডির গড়ে তোলা গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। জনগণ সহজে, স্বল্পমূল্যে ও কমসময়ে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র, শিশু ও মাতৃসদন কেন্দ্রে যেতে পারছেন। দুর্গম ও গ্রামাঞ্চলের প্রসূতি মায়েরা সহজেই স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারছেন। এলজিইডি নির্মিত সড়ক ব্যবহার করে অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি ঔষধ সেবা সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকায়, যা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখছে।

সড়কে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এলজিইডি সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সড়ক ব্যবহারকারীদের শিক্ষা সচেতনতা বাড়াতে পরিচালনা করা হচ্ছে প্রচারাভিযান। এলজিইডি নির্মিত গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক জনকল্যাণে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে এ সড়ক নেটওয়ার্ক বিশেষ অবদান রাখছে। এ সড়ক নেটওয়ার্ক দারিদ্র্যমুক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে মানবকল্যাণের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৪: গুণগত শিক্ষা

গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উপস্থিতি এবং শিক্ষার মান বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়বিহীন দুর্গম গ্রামে ১,৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। নদীভাঙন কবলিত এলাকায় 'অস্থায়ী' বিদ্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে, যা সহজে স্থানান্তরযোগ্য। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশে সারাদেশে প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ উপস্থিতি ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে এলজিইডি নির্মিত এসব শিক্ষা অবকাঠামো বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৫: জেন্ডার সমতা

নারীর আর্থিক অবস্থা উন্নয়ন করে পুরুষের সঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনতে সারাদেশে দুস্থ নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে এলজিইডি। এছাড়া দুস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি গঠনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। গ্রামীণ হাট-বাজার ও পৌরসভার বিপণী বিতানে নারী উদোক্তাদের জন্য দোকান নির্মাণ ও বরাদ্দ নিশ্চিত করা হচ্ছে। হাওর অঞ্চলের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ১,১৩৬টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারী। এদের মধ্যে অনেকে সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করছেন। পৌরসভার টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং ওয়ার্ড কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি এলজিইডির অন্যতম সাফল্য। এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি নারী নেতৃত্ব বিকাশে এলজিইডি বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব বিকাশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সমান কাজে নারী-পুরুষের সমমজুরি, উন্নয়নমূলক কাজের সাইটে নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক শেড ও টয়লেট, শিশুদের মাতৃদুগ্ধ দানের সুবিধা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। এলজিইডি নির্মিত পাবলিক স্থাপনা, যেমন– বাস টার্মিনাল, ইউনিয়ন কাউন্সিল ভবন, উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবনসহ অন্যান্য ভবনে নারীবান্ধব পৃথক সুবিধা রাখা হচ্ছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৬:

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের আওতায় এলজিইডি ওয়াসাভুক্ত সিটি কর্পোরেশন বাদে অন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পাইপড ওয়াটার সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করছে। স্যানিটেশন কার্যক্রমের আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নেও কাজ করছে এলজিইডি। এসকল কার্যক্রম নাগরিকদের সুপেয় পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং পানি বাহিত রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ থেকে নগরবাসীকে সুরক্ষা দিচ্ছে। পরিচ্ছন্ন নগর ও স্বাস্থ্যসম্মত নির্মল পরিবেশ বজায় রাখতে স্যানিটেশন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এসডিজি অভীষ্ট-৯.১: শিল্প,

উদ্ভাবন ও অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। এদেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। শুধুমাত্র কৃষি উন্নয়ন দ্বারা একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন কষ্টসাধ্য। কৃষির পাশাপাশি শিল্প স্থাপন অপরিহার্য। সরকার শিল্প উন্নয়নের জন্য সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। শিল্প-কারখানার সঙ্গে পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। পণ্য পরিবহনের জন্য বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি, যার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যতম। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই লক্ষ্যে কাজ করছে এলজিইডি। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্ভাবন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এলজিইডিতে স্থাপন করা হয়েছে ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) এর সহায়তায় ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) বাস্তবায়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত হয়েছে। এসব কার্যক্রমে গবেষণার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

এসডিজি অভীষ্ট-১১:

টেকসই নগর ও জনপদ

টেকসই নগর উন্নয়নে পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত রয়েছে। নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি বস্তি এলাকা এবং দরিদ্র অঞ্চলের উন্নয়নে এলজিইডি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এসব ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং সড়ক বাতি স্থাপন; কার্যকর গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ; শহরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাসের জন্য লো-কস্ট হাউজিং, পরিকল্পিত উদ্যানসহ পাবলিক প্লেস ও শিশু পার্ক নির্মাণ ইত্যাদি।

এসডিজি অভীষ্ট-১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন

ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে এলজিইডি সারাদেশে খাল ও পুকুর খনন এবং পুনর্খনন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলে পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া খালের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য চাষ সহজতর হচ্ছে। এছাড়াও নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে, যা পরিমিত ভোগের ওপরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এসডিজি অভীষ্ট-১৩: জলবায়ু কার্যক্রম

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যমত জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এতে অতিবৃষ্টিসহ বন্যার প্রকোপ বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ ও এর তীব্রতা। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে অবকাঠামো সুরক্ষায় এলজিইডি বিভিন্ন লাকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। সড়ক-বাঁধ টেকসই করতে সড়কের পার্শ্ব-ঢালে পরিবেশবান্ধব বিন্না ঘাস রোপণ এবং সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়কের পার্শ্ব-ঢালে কংক্রিট ব্লক ব্যবহার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সেতুর উভয় দিকের প্রয়োজন অনুযায়ী নদীর পাড় সুরক্ষা এবং হাওরের সৃষ্ট ঢেউ 'আফাল' থেকে ছোট ছোট গ্রাম রক্ষায় নির্মাণ করা হচ্ছে কংক্রিটের সুরক্ষা প্রাচীর। বাংলাদেশের বিস্তৃর্ণ উপকূল এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের জানমালের সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে, পাশাপাশি দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদী ও সামষ্টিক পরিকল্পনা, যা দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত সমস্যা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নকে সহায়তা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় দেশকে ছয়টি হটস্পটে বিভাজিত করা হয়েছে।

বিভাজিত হটস্পটেগুলো হচ্ছে–

(১) উপকূলীয় অঞ্চল

(২) বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ ভূমি

(৩) হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম

(৫) নদী অঞ্চল ও মোহনা এবং

(৬) নগর এলাকা।

এসব বিভাজিত অঞ্চলে ৩৩ ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই পরিকল্পনায় তিনটি জাতীয় লক্ষ্য এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ছয়টি অভীষ্ট নির্ধারিত হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত তিনটি লক্ষ্য

(১) ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;

(২) একই সময়ে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের সক্ষমতা অর্জন এবং

(৩) ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ দেশে উত্তরণ।

ছয়টি অভীষ্টের মোড়কে রয়েছে

(১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(২) পানির নিরাপত্তা ও পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা অর্জন;

(৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী এলাকা ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

(৪) জলাভূমি ও বাস্তুভূমি সংরক্ষণ ও যথোপযুক্ত ব্যবহার;

(৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানীকরণ এবং

(৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সমন্বিত সর্বোত্তম ব্যবহার।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০-এ তিনটি শক্তিশালী প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– কৃষি (মৎস্য ও পশু সম্পদসহ), জলবায়ুর প্রতিকূলতা এবং শিক্ষার উন্নয়ন। এ তিনটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা, বিবর্তন পর্যায় ও ইপ্সিত প্রগতি বিষয়ে এই পরিকল্পনায় সুচিন্তিত ও বিস্তারিত করণীয় সুপারিশ করা হয়েছে।

পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য হ্রাস করে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনে গৃহীত পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় করবে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা। বর্তমানে এলজিইডিতে অভীষ্ট ১ ও ২ এর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ৩টি প্রকল্প এবং অভীষ্ট ১ এর লক্ষ্যে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৯টি প্রকল্প চলমান।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে চিহ্নিত ছয়টি হটস্পষ্ট/বিভাজিত এলাকায় এলজিইডির কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা নিচে তুলে ধরা হলো-

১. উপকূলীয় অঞ্চল:

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দুর্যোগকালীন উপকূলীয় এলাকার জনগণের জানমালের নিরপত্তার জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কেন্দ্র এমনভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে স্থানীয় জনগণ ও গবাদিপশু দুর্যোগকালীন নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ফলে দুযোর্গকালীন জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমে এসেছে।

পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাত মোকাবেলায় জলবায়ু অভিঘাত সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণের দিকে নজর দিচ্ছে এলজিইডি। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি এলজিইডিতে স্থাপন করা হয়েছে ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ইউনাইটেড নেশন্স অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) এর সহায়তায় ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) বাস্তবায়নে এলজিইডি সম্পৃক্ত রয়েছে।

২. বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল:

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যম উৎস থেকে পানি সরবাহের লক্ষ্যে এলজিইডি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় বরেন্দ্র অঞ্চলের তিনটি জেলা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট(ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) উন্নয়ন করা হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে পরিবেশের ওপর পড়ছে ইতিবাচক প্রভাব।

৩. হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল:

হাওর অঞ্চল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানাধরনের প্রতিবন্ধকতা। হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি দুটো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ঢেউয়ের ফলে সৃষ্ট ভাঙন থেকে গ্রাম সুরক্ষার জন্য সুরক্ষা দেওয়াল, শুকনো মৌসুমে যাতায়াতের জন্য ডুবো সড়ক এবং আকস্মিক বন্যার কবল থেকে হাওয়ের ধান রক্ষার জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। গ্রামের অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ, সড়ক ঢাল ও জলমহালের পাড়ের সুরক্ষা এবং জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল:

বৈচিত্র্যময় রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলে দেশের মোট নৃগোষ্ঠীর ৫৪ ভাগ জনগণের বসবাস। পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। টেকসই অবকাঠামোর অপ্রতুলতা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নে প্রধান বাধা। পর্যাপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে কৃষিপণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ কঠিন ও ব্যয়বহুল। একই কারণে অকৃষিখাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। এ পরিস্থিতিতে এলজিইডি দুটি নিজস্ব এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটিসহ মোট তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করছে।

৫. নদী ও মোহনা অঞ্চল:

ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র রক্ষা এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে এলজিইডি সারাদেশে খাল ও পুকুর খনন এবং পুনর্খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই অধিকাংশ খালের পানি উপচে ফসলের জমি ও লোকালয় প্লাবিত হতো। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া খালের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি খালের পানি ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য চাষ করা যাচ্ছে। এছাড়াও নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দেশে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন উল্লেযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. নগর অঞ্চল:

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন বিস্তৃত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ নগরে বসবাস করছে এবং প্রতিনিয়তই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাগরিক সেবার মান বাড়াতে এলজিইডি নগর উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দক্ষতা বাড়াতে এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এলজিইডি কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে।

অধ্যায়-০৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২১-২০২২ --- ২০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২ -- ২০
২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন ---২১
২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি ------------------------------------২২
২০২১-২০২২ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন --২২
বিগত ১৩ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ---------------------------- ২৩
নতুন প্রকল্প --- ২৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২১-২০২২

সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে নির্ধারিত পরিমাণ বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহের বছরভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডি সর্বমোট ১১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশোধিত এডিপিতে সর্বমোট ১৫,৫১২.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্য ৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৭টি প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে কী কী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে কৌশলগত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তার কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা করা হয়।

এ অধ্যায়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নচিত্র, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের বিবরণ, ২০০৯-২০১০ থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। এতে সংস্থার একবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল কর্মসম্পাদন সূচকের মানের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। কার্যক্রমসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করলে তার পূর্ণমান হবে ১০০। কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকার গত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে এপিএ বাস্তবায়ন করছে। প্রতি অর্থবছরে জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণের মধ্যে পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই ভাবে সচিবগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সংস্থা প্রধানগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থা প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর করেন। এর অংশ হিসেবে ২০২১ সালের ২৩ জুন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সঙ্গে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছর শেষে এপিএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের মূল্যায়নে এলজিইডির অর্জিত মান শতকরা ০০.০০ ভাগ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) মোট বরাদ্দ ছিল ১৪,৪১০.১৯ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে এ অর্থ দাঁড়ায় ১৫,৫১২.৬৫ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয় ১৫,৩৩৭.৫৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে এলজিইডি ১৫,০৭৭.৫৫ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থের ভিত্তিতে এডিপি বাস্তবায়নের শতকরা হার ৯৮.৮৪ ভাগ। ১১৬টি বিনিয়োগ ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত জাতীয় গড় অগ্রগতি শতকরা ৯২.৮০ ভাগ। ১১৮টি প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চিত্র পরিশিষ্ট-ক তে দেওয়া হলো। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৫টি প্রকল্প শেষ হয়েছে (সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা: পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য)।

ছক-৩.১: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮১	১১,৯৯৩.৮৩	১১,৯২১.০৫	১১,৭৯০.০৯	৯৯.৪৫
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৩,১৫৪.৫৯	৩,০৬২.৫৪	২,৯৩৮.৩৫	৯৬.৭০
কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)	৩	৩৪৫.৭১	৩৪৪.০৩	৩৩৯.৪৩	৯৯.৪৯
সাধারণ সরকারি সেবা	১	৫.২০	৫.২০	৫.০৭	১০০
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১৩.৩২	৪.৭৪	৪.৬০	৪৫
মোট	১১৮	১৫,৫১২.৬৫	১৫,৩৩৭.৫৬	১৫,০৭৭.৫৫	৯৮.৮৪

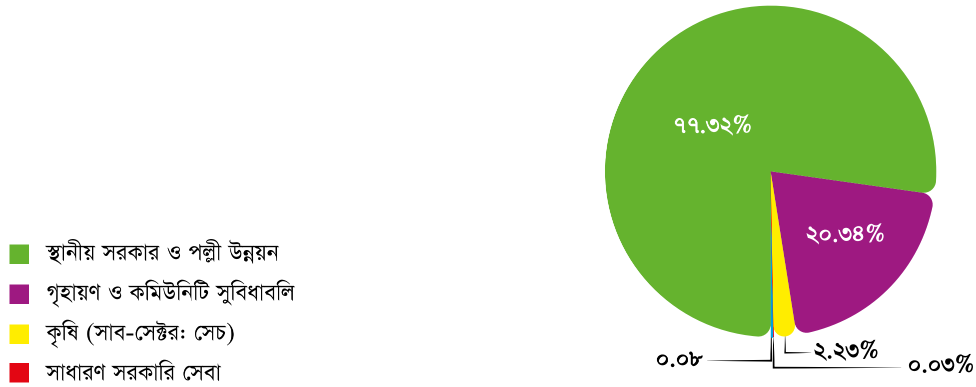

চিত্র-৩.১: সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের সেক্টরভিত্তিক শতকরা হার

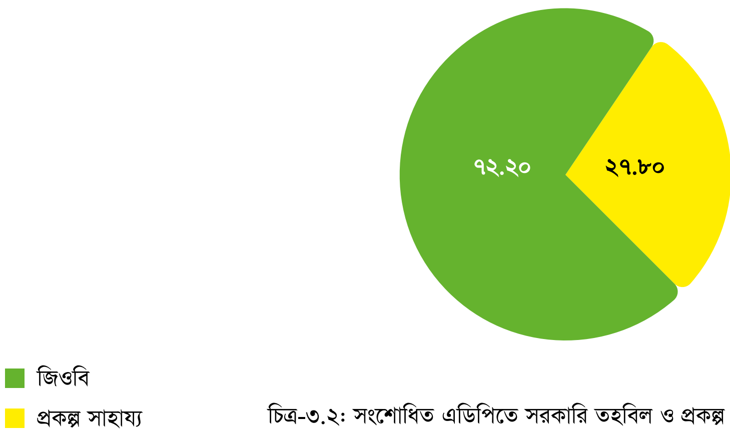

চিত্র-৩.২: সংশোধিত এডিপিতে সরকারি তহবিল ও প্রকল্প সাহায্যের অনুপাত

১১৮টি প্রকল্পে মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ৯২টি এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ২৬টি। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দকৃত ১৫,৫১২.৬৫ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ছিলো ১১,১৯৯.৮০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৪,৩১২.৮৫ কোটি টাকা; অর্থাৎ মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের শতকরা ৭২.২০ ভাগ সরকারি তহবিল এবং শতকরা ২৭.৮০ ভাগ প্রকল্প সাহায্য।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫টি সেক্টরে মোট ১১৮টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৮.৮৪ ভাগ। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের ৮১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৯৯.৪৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরে বাস্তবায়িত ৩২টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৬.৭০ ভাগ। কৃষি সেক্টরে বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৯.৪৯ ভাগ। সাধারণ সরকারি সেবা ও পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ সেক্টরে ১টি ও ১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ১০০ ও ৪৫ শতাংশ। প্রকল্পভিত্তিক ১১৮টি প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হলো।

ছক-৩.২: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের ভৌত অগ্রগতি

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি (%)
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৮১	৯৯.৪৫
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৯৬.৭০
কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)	৩	৯৯.৪৯
সাধারণ সরকারি সেবা	১	১০০
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	৪৫
মোট	১১৮	৯৮.৮৪

২০২১-২০২২ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন

নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এলজিইডি, সংশোধিত এডিপিতে যার মোট বরাদ্দ ছিল ৫,১৫৩.১১ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যে ৪,৩৮৮.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এসব কাজের মোট গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৬.৫৫ ভাগ ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৩.৪১ ভাগ। প্রকল্পভিত্তিক কাজের বিবরণ পরিশিষ্ট-গ তে দেখানো হলো।

ছক-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি (কোটি টাকা)

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২১-২০২২ অর্থবছরে		অগ্রগতি %	
			বরাদ্দ	ব্যয়	ভৌত	আর্থিক
১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	৩	৪৮৬০.৮৬	৪১১৪.১৩	৯৩.৩৮	৮৪.৬৪
২	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	১০৫.০০	১০৪.৮০	১০০	৯৯.৮১
৩	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১	১১.৩৫	৮.৯১	৮৫	৭৯
৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	১	১৪৩.৬৬	১৩০.৪৪	৯৬.০০	৯০.৮০
৫	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১	১.৬০	১.৬০	১০০	১০০
৬	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫	২৪.৩২	২২.৬৯	৯৮	৯৩
৭	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	২.৪৪	২.৪৪	১০০	১০০
৮	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১	৩.৬২	৩.৬২	১০০	১০০
৯	পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	১	২.৭০	২.৭০	১০০	১০০
	মোট	১৭	৫,১৫৫.৫৫	৪,৩৯১.৩৩	৯৬.৯৩	৯৪.১৪

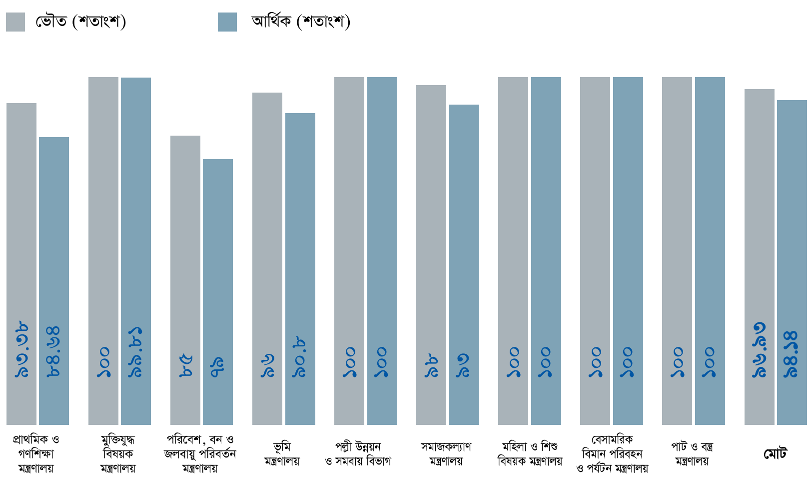

চিত্র-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের অগ্রগতি

বিগত ১৩ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২১-২০২২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রয়েছে ধারাবাহিক সাফল্য। গত বারো বছরের (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২০-২০২১) এডিপির সংশোধিত বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিবছর এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ৩,৯১৯.৬২ কোটি টাকা যেখানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বরাদ্দ ১৫,৫১২.৬৫ কোটি টাকা। বিগত তেরো বছরে এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় চার গুণ (৩৯৫.৭৭%)।

এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত ১৩ বছরের মধ্যে ৬ বছরই শতকরা ৯৯ ভাগ বা তার বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৯৯ শতাংশের নিচে কিন্তু ৯৮ শতাংশের ওপরে সাফল্য এসেছে ৪ বছর এবং ৯৮ শতাংশের নিচে ৩ বছর।

ছক-৩.৪: অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় (কোটি টাকা)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়
০৯-১০	৩,৯১৯.৬২	৩,৮৩৬.৬২
১০-১১	৩,৮৮৩.০৫	৩,৮৫৩.৪৯
১১-১২	৪,৩৫০.৮১	৪,২১২.৯০
১২-১৩	৫,৭৩৮.১৮	৫,৬৬৯.৯১
১৩-১৪	৬,১০৭.১১	৬,০৪৬.১৪
১৪-১৫	৭,৯৬৭.১৭	৭,৯০৩.৬২
১৫-১৬	৮,৯৫৩.৩২	৮,৯০০.২৮
১৬-১৭	১০,৮১৯.৫০	১০,৬৬৬.৯১
১৭-১৮	১১,৮৭৯.৫৭	১১,৮৩২.১৯
১৮-১৯	১৩,০৭৫.৫৭	১২,৯৯৫.১৫
১৯-২০	১৪,৯৫৭.৫৫	১৩,১৪৬.৭০
২০-২১	১৭,০০০.২২	১৪,৮৬৫.৪৩
২১-২২	**১৫,৫১২.৬৫**	**১৫০৭৭.৫৫**

চিত্র-৩.৪: এডিপি বরাদ্দের ক্রমবৃদ্ধি

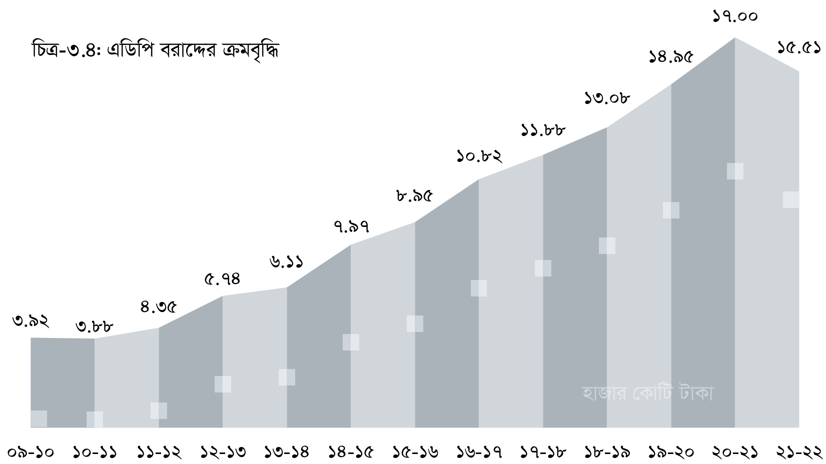

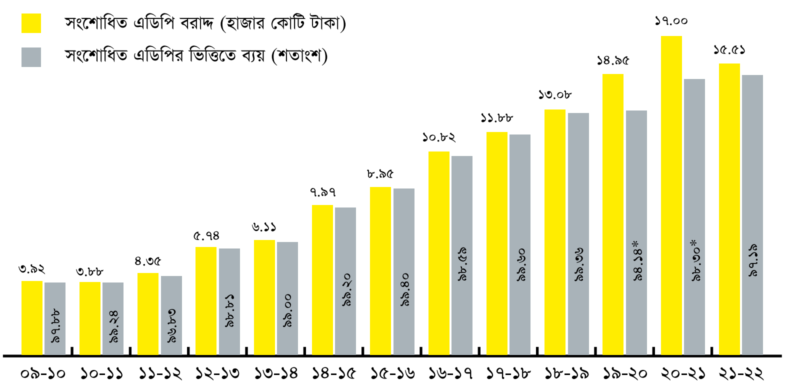

চিত্র-৩.৫: অর্থবছর ভিত্তিক বিগত ১৩ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন হার

নতুন প্রকল্প

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৫টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে ১৪টি উন্নয়ন ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এসবের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৪টি প্রকল্প এবং বৈদেশিক সহায়তায় ১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের ১০টি, গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরে ৩টি ও পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ সেক্টরে ১টি। গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সেক্টরে ১টি কারিগরি প্রকল্প রয়েছে।

(প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ দ্রষ্টব্য)।

ছক-৩.৫: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্প (কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয়
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১০	১৪৩৮৮.৮০
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৪	৭১১৩.৮৪
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১০৬.৮৫
মোট	**১৫**	**২১৬০৯.৫০**

অধ্যায়-০৪

২০২১-২০২২ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন---------- ২৬
সড়ক উন্নয়ন---------- ২৬
সেতু/কালভার্ট নির্মাণ----------২৭
সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ ----------২৭
গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন----------২৭
উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ----------২৮
সামাজিক অবকাঠামো ----------২৮
ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ ----------২৮
বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা----------২৯
বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার ----------২৯
নগর উন্নয়ন-২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন ---------- ৩০
সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুটপাত নির্মাণ ---------- ৩০
সেতু/কালভার্ট ---------- ৩০
কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ---------- ৩০
বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ---------- ৩১
ড্রেন---------- ৩১
সড়কবাতি---------- ৩১
পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন ---------- ৩২
কিচেন/মাল্টি-পারপাস মার্কেট---------- ৩২
খাল খনন ও পুনর্খনন ---------- ৩২
বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন ----------৩৩
স্বল্পমূল্যের টেকসই আবাসন----------৩৩
পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস ----------৩৩
পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ----------৩৪
পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র----------৩৪
কমিউনিটি সেন্টার----------৩৪
জামালপুর শহরে শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প ---------- ৩৫
পানি সম্পদ উন্নয়ন-২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন ---------- ৩৬
বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ---------- ৩৬
খাল/পুকুর খনন ও পুনর্খনন ---------- ৩৬
রেগুলেটর নির্মাণ ----------৩৭
আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ----------৩৭
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার----------৩৭
গত ১৩ বছরে এলজিইডির অর্জন ---------- ৩৮

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম অনুসঙ্গ। বাংলাদেশে শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের ফলে পল্লি অঞ্চলের পরিবহন যোগাযোগে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নির্ধারিত গন্তব্যে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে।

গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণন-সুবিধা এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি গ্রামাঞ্চলের প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণ করলেও বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছে।

গ্রামীণ জনপদের মানুষের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে এলজিইডি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং দুর্যোগকালীন মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। পরিবেশ সুরক্ষায় সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন করছে। এসব বহুমুখী কার্যক্রমের ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

সড়ক উন্নয়ন

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত সড়ক ব্যতীত দেশে বিদ্যমান সকল শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত। এলজিইডি উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (টাইপ-এ ও ২ কিলোমিটার পর্যন্ত টাইপ-বি)– এই তিন শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় বর্তমানে সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৫৩,৩৫২ কিলোমিটার, যার মধ্যে ১,৩১,৮৫১ কিলোমিটার অর্থাৎ ৩৭.৩১ শতাংশ পাকা সড়ক হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট সড়ক উন্নয়ন করা হয় ৪,৪৫০ কি.মি.। যার মধ্যে উপজেলা সড়ক ৩৫০ কি.মি., ইউনিয়ন সড়ক ১,০০০ কি.মি. এবং গ্রাম সড়ক টাইপ এ ও বি ৩,১০০ কি.মি.। এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ৩৬,৭০৮ কিলোমিটার উপজেলা সড়কের মধ্যে ৩৪,০২১ কিলোমিটার অর্থাৎ শতকরা ৯২.৬৮ ভাগ, ৪১,৮৬৮ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়কের মধ্যে ৩২,৪৮২ কিলোমিটার অর্থাৎ শতকরা ৭৭.৫৮ ভাগ এবং গ্রাম সড়ক-এ ও গ্রাম সড়ক-বি (২ কি.মি. পর্যন্ত) এর ক্ষেত্রে মোট দৈর্ঘ্যের যথাক্রমে ৪০.৯০ ও ২১.২৫ শতাংশ পাকা সড়ক হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

ছক-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়কের অবস্থা

ক্র. নং	সড়কের শ্রেণি	সড়কের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)		
			মোট	পাকা সড়ক	কাঁচা সড়ক
১	উপজেলা সড়ক	৪,৭১৮	৩৬,৭০৮	৩৪,০২১	২,৬৮৭
২	ইউনিয়ন সড়ক	৮,০৭৪	৪১,৮৬৮	৩২,৪৮২	৯,৩৮৬
৩	গ্রাম সড়ক -এ	৪৭,১৮৪	১,২২,৪১৬	৫০,০৬৩	৭২,৩৫৩
৪	গ্রাম সড়ক -বি (>২ কি.মি.) (এলজিইডি)	২৬,৬১৪	৭৬,৬৭৭	১৬,২৯২	৬০,৩৮৫
৫	গ্রাম সড়ক -বি (এলজিআই)	৬০,৪৩৮	৬১,২৫৩	১৭,৭২৫	৪৩,৫২৮
	মোট	১,৪৭,০২৮	৩,৩৮,৯২২	১,৫০,৫৮৩	১,৮৮,৩৩৯

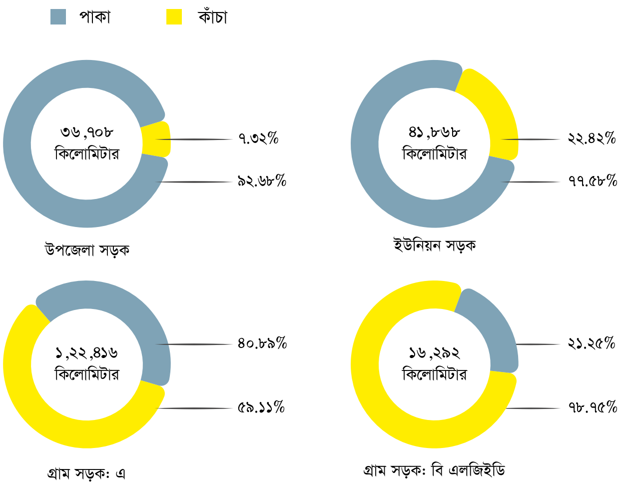

চিত্র-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়ক উন্নয়ন চিত্র

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী ও খাল অবাধ সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়তে এলজিইডি দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়কে সেতু নির্মাণ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও পরবর্তীতে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শুরু করে, যার মধ্যে ১,৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুও রয়েছে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল ক্লিয়ারেন্স বজায় রেখে সেতুগুলো নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ১০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ইআইএ) করে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র নিয়ে কাজ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডি মোট ২২টি সেতু নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে দীর্ঘ সেতুর (>১০০ মিটার) সংখ্যা ১টি এবং ১০০ মিটারের নীচে সেতুর সংখ্যা ২১টি।

ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। নদী তীরে প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে জনবসতি, হাটবাজার, কলকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যখন এদেশের সড়ক যোগাযোগ তেমন মজবুত ছিল না তখন নদীই ছিল মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধানপথ। বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়ী হওয়ায় পল্লি এলাকার অনেকেই পণ্য পরিবহনে নদীপথ ব্যবহার করে। এই বাস্তবতায় নদী তীরবর্তী গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টারে পাকা ঘাট নির্মাণ করছে এলজিইডি। পণ্য উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও নৌপথে চলাচলকারীদের নৌযানে ওঠানামা নিরাপদ ও সহজ করতে এসব ঘাট নির্মাণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৮১টি ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন

গ্রামীণ অর্থনীতির মূল সঞ্চালন কেন্দ্র গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এলজিইডি সারাদেশে গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করছে। এসব হাটবাজারে স্থানীয় কৃষক এবং পণ্য উৎপাদনকারীগণ অনায়াসে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারছেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৫টি গ্রোথ সেন্টার ও ১২৫টি গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করা হয়েছে।

সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ

সারাবছর সড়কে মসৃণ যান চলাচলের জন্য সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। ডিজাইন পর্যায়ে প্রতিটি অবকাঠামোর ডিজাইন লাইফ নির্ধারণ করা হয়। অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ডিজাইন লাইফ পর্যন্ত বজায় রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ও সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ।

এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিবছর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ১৮,৬০০ কি.মি. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ৫,০৮৩ মিটার সেতু কালভার্ট মেরামত করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/ সম্প্রসারণ

অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নবসৃষ্ট ৩০টি উপজেলায় ৪০ হাজার বর্গফুট আয়তনের অফিস স্পেসের সংস্থান করা হলেও অবশিষ্ট ৪৫৯টি উপজেলায় এই সুবিধা ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে ২৩৩টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আধুনিক নকশা সম্বলিত ৬ তলা বিশিষ্ট ৪ তলার প্রতিটি প্রশাসনিক ভবনের মোট আয়তন ১৭ হাজার বর্গফুট। বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী ৪ হাজার বর্গফুটের পৃথক একটি হলরুম নির্মাণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ভবনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৫০টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সবধর্মের মানুষ এখানে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত বাঙালি একে অন্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ধর্মীয় মেলবন্ধনের এই দৃষ্টান্তকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এলজিইডি মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশানঘাট ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ২০০টি সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ১২০টি মসজিদ, ২৪টি মন্দির, ১টি গীর্জা ও ১টি প্যাগোডা। একই সময়ে ৩০টি কবরস্থান, ৮টি শ্মশানঘাট, ১২টি ঈদগাহ ও ৪টি খেলার মাঠ উন্নয়ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট ১২,০৪৬টি সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ এবং অধিকহারে গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এলজিইডি সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০০ কি.মি. সড়কে বৃক্ষরোপন করা হয়। যেখানে মোট ১,৩৬,৩২৭টি চারা রোপণ করা হয়েছে। পরিচর্জার পর জীবিত গাছের সংখ্যা ১,১৫,৫৯৪টি। যার মধ্যে ফলজ গাছ ২৭,৪৯৩টি, ঔষধি গাছ ১৮,৩৫৬টি এবং বনজ গাছ ৬৯,৭৪৫।

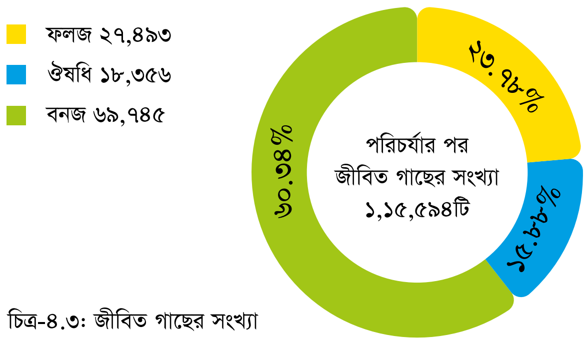

চিত্র-৪.৩: জীবিত গাছের সংখ্যা

বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। ইতোপূর্বে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশের উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৫৬টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াত সুবিধার জন্য ৪২০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও ১,১০০ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে রয়েছে প্রসূতি ও নবজাতকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুতের সংস্থান। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক সাইক্লোন শেল্টারগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে স্থানীয় জনসাধারণের গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ সুরক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা যেমন- সামাজিক অনুষ্ঠান ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১০০টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগণের দুর্যোগকালে জীবন রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থিক সহায়তায় জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) এর মাধ্যমে ২৩টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করবে। এরমধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫০টি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

নগর উন্নয়ন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন

পৌরসভার সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য পৌরবাসীকে নাগরিক সুবিধা দেওয়া। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট, ফুটপাত নির্মাণ ও সংস্কার; শহরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখা; শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতির ব্যবস্থা– এই ৪টি সুবিধা প্রদান পৌরসভার মূল দায়িত্ব। এছাড়াও পৌরসভা নাগরিকদের জন্য অন্যান্য সুবিধা সম্প্রসারণ করে থাকে, যার মধ্যে অন্যতম চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ ও সুপেয় পানি সরবরাহ।

বর্তমানে বাংলাদেশে পৌরসভার সংখ্যা ৩২৯টি। নানা কারণে বাংলাদেশের পৌরসভারগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী নয়। পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ জনগণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে পৌরসভার অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বাড়াতে এলজিইডি দেশের পৌরসভাগুলোকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তার অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

সড়ক উন্নয়ন

দেশের সকল জনপদে নাগরিক সেবার অন্যতম চাহিদা উন্নত সড়ক ব্যবস্থা। দেশের সকল পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে) এই চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি পরিকল্পিতভাবে সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে পথচারীদের চলাচলের সুবিধার জন্য ফুটপাত নির্মাণ করা হয়। প্রশস্ত সড়কের মাঝে সড়ক বিভাজক নির্মাণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নগর জনপদে মোট ১,৫৩৫ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন এবং ১২০.৮৩ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে।

সেতু/কালভার্ট

বাংলাদেশে অনেক পৌরসভা আছে, যেগুলোর ভেতর দিয়ে নদী বা খাল প্রবাহিত। এসব প্রবাহমান জলাধার পৌরবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করলেও পৌর এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে নদী বা খালের প্রবাহ সচল রাখার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও এসব জলাধার সংরক্ষণ প্রয়োজন। তাই পৌর এলাকার ভেতরে অবস্থিত নদী ও খাল বাঁচিয়ে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী সেতু বা কালভার্ট নির্মাণ করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ১,৮০৩.২৫ মিটার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কঠিনবর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। বাসাবাড়ির বর্জ্য ও নগরের কঠিন বর্জ্য অপসারণে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাব পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিচ্ছে এলজিইডি। এর আওতায় রয়েছে ডাম্পিংগ্রাউন্ড, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইত্যাদি নির্মাণ। বর্জ্য অপসারণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে এলজিইডি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডাস্টবিন। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিনে তা ফেলে নগর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব। এলজিইডি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ডাস্টবিন স্থাপন করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩টি স্যানিটারি ল্যান্ড ফিল ও স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

আন্তঃজেলা ও বিভিন্ন স্থানে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দে যাতায়াতের জন্য নাগরিকদের গণপরিবহনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও নগরে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন। একটি আদর্শ নগরের জন্য দরকার সমন্বিত সুশৃঙ্খল পরিবহন ব্যবস্থা, যার অন্যতম অনুষঙ্গ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল। পৌরসভা পর্যায়ে বাস টার্মিনাল না থাকায় সড়কের পাশে বাসের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়, যা একদিকে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ অন্যদিকে বৃষ্টি-বাদলের সময় যাত্রীদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। বাসে ওঠাতে-নামাতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটে। অপরদিকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পণ্য পরিবহনে ট্রাক ব্যবহৃত হয়। পণ্য খালাস করার পরে ট্রাকের চালকদের বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে। এসময় ট্রাক নিরাপদে রাখার জন্য পৌর ট্রাক টার্মিনাল অপরিহার্য, যাতে সড়কের যানজটের সৃষ্টি না হয়। এই প্রেক্ষাপটে যাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারাদেশের বিভিন্ন শহরে মোট ৪টি বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়।

ড্রেন নির্মাণ

জলাবদ্ধতা নগরের একটি বড় সমস্যা। অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে অল্পবৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। নাগরিকদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। অপচয় হয় মূল্যবান সময় ও অর্থের। একই সঙ্গে জলাবদ্ধতা সড়কের ব্যাপক ক্ষতি করে, ফলে সড়ক রক্ষণবেক্ষণ ব্যয়ও বেড়ে যায়। এই বাস্তবতায় নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নগরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে ড্রেন নির্মাণ করে থাকে। এসব ড্রেনের ওপরে পথচারী চলাচলের জন্য ফুটপাতও নির্মাণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারাদেশের বিভিন্ন শহরে মোট ৩০০ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ করা হয়।

সড়কবাতি স্থাপন

নাগরিক সুবিধা প্রদানে পৌরসভার ৪টি গুরুত্বপূর্ণ সেবার একটি পৌর এলাকায় সড়কবাতি স্থাপন। রাতে নাগরিকদের নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতি অপরিহার্য। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার যেসব সড়ক উন্নয়ন করে থাকে, সেসব সড়কের মধ্যে বাতিবিহীন সড়কে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সড়কবাতি স্থাপন করা হয়। এতে রাতের বেলা নাগরিকদের চলাচল নিরাপদ হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শহরে মোট ৮,৩৫৫টি সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে।

পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন

নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জনগণের জরুরি চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন পাবলিক টয়লেট। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শহর এলাকায় পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট না থাকায় নগরবাসীকে প্রায়শই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এছাড়া নগরের বস্তিগুলোতেও রয়েছে তীব্র ল্যাট্রিন সমস্যা। এই প্রেক্ষাপটে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন শহরে ৯১টি পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে।

কিচেন/মাল্টি-পারপাস মার্কেট

নগরবাসীর প্রাত্যহিক বাজার-ঘাটের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে এলজিইডি নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় পরিবেশসম্মত কিচেন মার্কেট নির্মাণ করছে। এসব মার্কেটে তরি-তরকারি ও মাছ-মাংসের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। মুদি ও মনোহারি সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থাও রয়েছে কিচেন মার্কেটে।

নগরের আধুনিকায়নের সাথে সাথে বেড়েছে আধুনিক বিপণী বিতানের চাহিদা। এ লক্ষ্যে এলজিইডি পৌরসভায় আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর দৃষ্টিনন্দন মাল্টি-পারপাস মার্কেট নির্মাণ করছে। বহুমুখী সুবিধা সম্বলিত এসকল মার্কেটে থাকছে সকল ধরণের বিপণী বিতানের জন্য কমার্শিয়াল স্পেস; বিয়ে-শাদী, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের জন্য অডিটোরিয়াম, আইটি সেন্টার, রেস্তোরাঁ। নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট, নামাজের ঘর, কার পার্কিং ইত্যাদি এছাড়াও কয়েকটি মাল্টি-পারপাস মার্কেটে কাঁচাবাজারেরও ব্যবস্থা থাকছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শহরে ৫টি কিচেন মার্কেট এবং ৩টি মাল্টি-পারপাস মার্কেট নির্মাণ করা হয়।

খাল খনন ও পুনর্খনন

বাংলাদেশের বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদনদী, খাল বিল, জলাশয় ও পুকুর। শহর ও নগরে অধিকাংশ খাল ও জলাশয়গুলোর তলদেশ ময়লা আবর্জনা দ্বারা দিনে দিনে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নাগরিক অসচেতনতার কারণে খালগুলো ভরাট হওয়ায় নগরের ড্রেনগুলো পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যহত হচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা ও নাগরিক ভোগান্তি। তৈরি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং খালগুলো হারাচ্ছে তার পানি ধারণ ক্ষমতা। এই সমস্যা নিরসনে এলজিইডি শহর ও নগর এলাকায় খাল খনন ও পুনর্খনন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভায় ৬.১২ কি.মি. খাল পুনর্খনন করা হয়েছে।

বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন

শহরের স্বল্পআয়ের মানুষ সাধারণত বস্তি এলাকায় বসবাস করে। এসব এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নের অংশ হিসেবে এলজিইডি প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার বস্তি এলাকায় ফুটপাত, ড্রেন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, এরিয়া বাতি, নলকূপ ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির অধিবাসীরা নিজেরাই কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠন করে এসব অবকাঠামো নির্মাণ করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন পৌরসভার ১টি বস্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও হস্তান্তর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৫টি পৌরসভার ২১৩টি বস্তির মধ্যে ৫৪টি বস্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।

স্বল্পমূল্যের টেকসই আবাসন

এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)- এর সহায়তায় খাগড়াছড়ি পৌরসভায় দরিদ্র, বাস্তুহীন, অসহায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তাদের জন্য স্বল্পমূল্যে টেকসই আবাসন গড়ে তোলা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪৯টি ভবন নির্মিত হবে, যার মধ্যে ১৫টি দ্বিতল এবং ৩৪টি একতলা ভবন। এসব ভবনে ১২৮টি পরিবার বসবাস করতে পারবে। প্রতি ইউনিটে ২টি বেড রুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন ও ১টি টয়লেট থাকবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৪টি একতলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে স্বল্পমূল্যে টেকসই আবাসনের আওতায় ২০টি পরিবারে জন্য গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস

পরিচ্ছন্নকর্মীরা নগর পরিচ্ছন্ন রাখতে কাজ করলেও এদের রয়েছে তীব্র আবাসন সমস্যা। পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করতে এলজিইডি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার দয়াগঞ্জে ৫টি, ধলপুরে ৫টি ও সূত্রাপুরে ৩টি সহ মোট ১৩টি ১০ তলা ভবন নির্মাণ করছে। এসব ভবনে মোট ফ্ল্যাট থাকবে ১,১৫৫টি। ৪৭২ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটের প্রতিটিতে রয়েছে ২টি শয়ন কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট ও ২টি বারান্দা। প্রতিটি ভবনে আছে স্টোররুম, ১টি কমিউনিটি হল, লিফট, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা।

বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দয়াগঞ্জে ও ধলপুরে দুটি করে ভবন নির্মাণ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবন চারটি শুভ উদ্বোধন করেন। ওই চারটি ভবনের ৩৪৫টি ফ্ল্যাট পরিচ্ছন্নকর্মীদের হস্তান্তর করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ধলপুরের অবশিষ্ট ৩টি ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে, যেখানে ২৯০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিটি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে। এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০তলা বিশিষ্ট ৭টি ভবনের ৬৩৫টি ফ্লাট হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া দয়াগঞ্জে ৩টি ভবনে ৩৪৫টি ও সূত্রাপুরে ৩টি ভবনে ১৭৫টি ফ্লাটের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। যা জুন ২০২৩ এর মধ্যে হস্তান্তর করা হবে।

পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন

সুপেয় পানিপ্রাপ্তি নগরবাসীর নাগরিক অধিকার। পৌরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিভিন্ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ, পাইপলাইন স্থাপন, পুনর্স্থাপন ও মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপকূলীয় পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভায় দৈনিক ৪.৫০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন পৌরসভায় ৪টি ওভারহেড ট্যাংক, ১৭১.২৫ কি.মি. পাইপ লাইন স্থাপন, ২টি অগভীর নলকূপ এবং ১,৪৮১টি ওয়াটার মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র পার্ক

সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীর ও মন প্রফুল্ল রাখা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নির্মল বায়ু সেবন, সকাল অথবা সান্ধ্যকালীন ভ্রমণ। নগরে সবুজঅঞ্চল, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বসবাসযোগ্য টেকসই নগর গড়তে পার্ক ও সবুজায়ন একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর এলাকায় পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র নির্মাণ করছে। নগরবাসীর অবকাশ, বিশ্রাম, বিনোদন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নির্মিত পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্রগুলো অবারিত করেছে নতুন দিগন্ত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডি ২টি পৌর পার্ক নির্মাণ করে।

কমিউনিটি সেন্টার

বিগত কয়েক বছরে ঊর্ধ্বহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, বেড়েছে ক্রয় ক্ষমতা। ফলে আধুনিক জীবনের চাহিদাও বেড়েছে।

আমাদের দেশে বিশেষ করে মফস্বল শহরে বিয়ে-শাদীর মতো সামাজিক অনুষ্ঠান একসময় বাসা-বাড়িতেই আয়োজন করা হতো। বড় শহরে এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটি সেন্টার অথবা হোটেল থাকলেও মাঝারি শহর অর্থাৎ পৌর এলাকায় এই সুবিধা ছিলো না বললেই চলে। বড় শহরের মতো মাঝারি শহরেরও সামাজিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা এবং জাতীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় পৌরসভায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করছে। এসব কমিউনিটি সেন্টার একদিকে যেমন স্থানীয় চাহিদা পূরণ করছে পাশাপাশি পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

জামালপুর শহরে

শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প

জামালপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান পরিত্যক্ত জলাধার এবং জলাধার সংলগ্ন পুরাতন ধর্মীয় ও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিনোদন সুবিধার সম্প্রসারণসহ নগরবাসীর জন্য উন্মুক্ত স্থান তৈরির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। মূল প্রকল্পটি "জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন" শিরোনামে মোট ১২৬.৫৯ কোটি টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে মার্চ ২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৮.০৩.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহন, বহুতল বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক ভবন, ফুটওভার ব্রিজ, বোর্ট ক্লাব, জলাধার সংস্কার, এমপিথিয়েটার, আন্ডার গ্রাউন্ড মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আঞ্চলিক যাদুঘর এবং সুউচ্চ বেদী সহ শহীদ মিনার ইত্যাদি নির্মাণাধীন আছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৫.৭৬ কোটি টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৬% এবং একই সময়ে অর্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%। পরবর্তীতে প্রকল্পটির শিরোনাম "জামালপুর শহরে শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প" পরিবর্তন, অত্যাধুনিক নাগরদোলা স্থাপন, মিউজিয়ামের প্রত্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পোর্ট্রেট স্থাপন, ওয়াটার ফাউন্টেন, ১৭৬ সিট বিশিষ্ট ৩ডি সিনেপ্লেক্স ও ৩২ আসন বিশিষ্ট ৯ডি থিয়েটার হল নির্মাণ, ফায়ার ডিটেকশন এন্ড প্রটেকশন ইক্যুইপমেন্ট স্থাপন ইত্যাদি সংযোজন পুর্বক প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ শে জুন' ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ২২৯.৩৭ কোটি টাকার ১ম সংশোধন করা হয়। আর ডিপিপি বিগত ১৭ নভেম্বর'২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ১ম সংশোধিত ডিপিপির স্কোপ অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মিউজিয়াম সহ অন্যান্য পুর্তকাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং থিয়েটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পর অগ্রগতি ৮০%।

পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্জন

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রামসহ বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচ জেলায় পল্লি অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৯৫ থেকে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অংশগ্রহণমূলক এসব প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপকারভোগী সবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের নিয়েই পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠিত হয়।

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন, সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেদের সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে দেশি জাতের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল-ভেড়া পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, লাউ-কুমড়া জাতীয় সবজি উৎপাদন করে একদিকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, অন্যদিকে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে অবদান রাখছেন। কৃষি বিশেষ করে ধান, সবজি ও মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের সারিতে। এই অর্জনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এসব প্রকল্পে নদী ও খালের পানি সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ কমছে, যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও এর আওতাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত পানি সম্পদ অবকাঠামো-এর বিবরণ নিম্নরূপ

বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অতিবৃষ্টি, বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে অনেক সময় আবাদি জমি ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করে থাকে। এসব বাঁধ নির্মাণের ফলে আগাম বন্যা থেকে জমির ফসল রক্ষা পাচ্ছে, যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ১৬৪.২৯ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে বাঁধ মেরামতের কাজ হয়েছে ৮৪.৫৬ কিলোমিটার।

খাল ও পুকুর খনন এবং পুনর্খনন

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খাল-বিল ও হাওর-বাঁওড়। উজান থেকে নেমে আসা পলির কারণে উদ্বেগজনক হারে দেশের খাল, বিল ও প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রতিবেশ ও পরিবেশের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব। এতে খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। জলজ সম্পদ আহরণের ওপর পড়ছে নেতিবাচক প্রভাব। ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য এলজিইডি নাব্য হারানো খাল ও পুকুর পুনর্খননে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কৃষি উন্নয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচকার্য পরিচালনা এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসব খাল ও পুকুরের অনেক অবদান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৬০৯.২৯ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনর্খনন এবং ১৯৫ একর পুকুর পুনর্খনন করেছে।

রেগুলেটর নির্মাণ

ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি সারাদেশে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব উপ-প্রকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়। নির্মিত এসব রেগুলেটর উপ-প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং খরা মৌসুমে সঞ্চিতপানি সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ২২টি রেগুলেটর নির্মাণ এবং ১০৭টি সংস্কার করেছে।

আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রতিটি পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়। সমবায় পদ্ধতিতে এসব সমিতি পরিচালিত হয়। সমিতির সদস্যগণ সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। অনেক সদস্য সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আয়বর্ধনমূলক কাজ করছেন। এ কাজে দক্ষতা বাড়াতে সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, মৎস্যচাষ, বাড়ির আঙিনায় সবজিচাষ, কুটিরশিল্প, টেইলারিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক সদস্য বিশেষ করে নারী সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১১৬টি ব্যাচে ১,৭৩৭ জন নারী এবং ১,৩৭৪ জন পুরুষসহ মোট ৩,১১১ জনকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার

১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি সারাদেশে ১,১৬৭টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। এসব উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিবছর উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজন হয়। রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বল্পপরিসরে এসব অবকাঠামো সংস্কার করা হয়ে থাকে। একইসঙ্গে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উপ-প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৯৩টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ (৩৪,৫৮৫ হেক্টর), ২৭টি নতুন প্রকল্প উন্নয়ন এবং ২৯০টি সংস্কার (রাজস্ব বাজেটে) করা হয়। রেগুলেটর, ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয় ২২টি ও সংস্কার করা হয় ১০৭টি এবং ৪৬টি পাবসস অফিস মেরামতের কাজ হয়েছে।

গত ১৩ বছরে এলজিইডির অর্জন

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত গত এগারো বছরে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির অর্জন বিগত কয়েক দশকের কাছাকাছি। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উন্নয়ন লক্ষ্য, সমন্বিত পরিকল্পনা ও গৃহীত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে। বাংলাদেশ অগ্রগতির সকল সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ অর্জনে দেশব্যাপী গড়ে তোলা পল্লি ভৌত অবকাঠামোর ব্যাপক অবদান রয়েছে।

২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ৮৬.৭ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮৬.৭ ভাগ সর্বোচ্চ দুকিলোমিটার বা ত্রিশ মিনিট হাঁটার পর যে কোনো পাকা সড়কে উঠতে পারে।

এলজিইডি নির্মিত সড়ক, সেতু, কালভার্ট আজ পল্লি এলাকার সামগ্রিক চিত্র পাল্টে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত পল্লি উন্নয়ন ভাবনার আদলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নয়নের ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর মার্চ-জুন ২০১৭-এ প্রকাশিত 'বাংলাদেশ এক্সপিরিয়েন্স ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট: দ্য সাক্সেস এ্যান্ড ফেইলিওর অব দ্য ভেরিয়াস মডেল ইউজড' শীর্ষক এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় সাম্প্রতিক সময়ে পল্লি উন্নয়নে যে ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে পল্লি উন্নয়ন ধারণা এখন বহুমুখীতা (মাল্টি-ডাইমেনশনাল) থেকে বহুখাত (মাল্টি-সেক্টরাল) ভিত্তিক হচ্ছে এবং পল্লি উন্নয়ন খাতে এলজিইডি অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এলজিইডি গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নগর স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসেবার মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এসব কার্যক্রম দারিদ্র্য হ্রাসসহ জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

গত বারো বছরে এলজিইডির অর্জিত সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো:

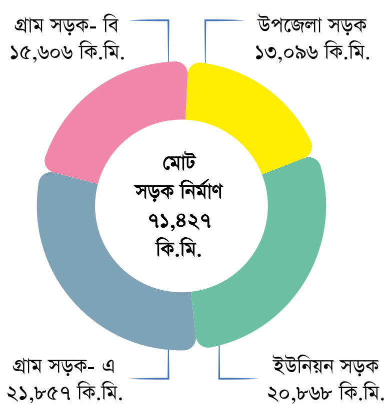

চিত্র-৪.৪: সড়ক নির্মাণ

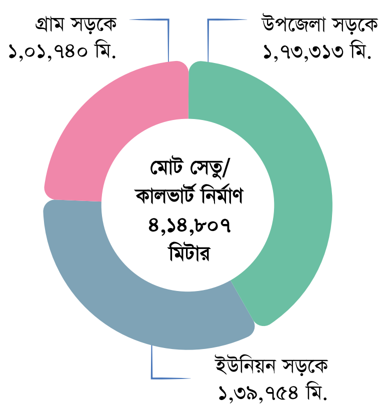

চিত্র-৪.৫: সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

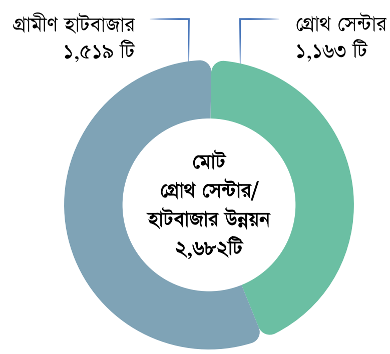

চিত্র-৪.৬: গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন

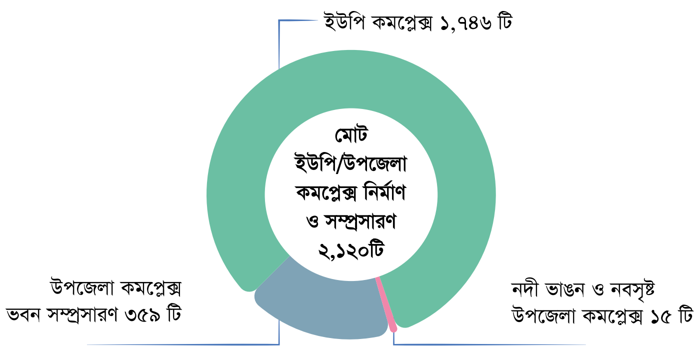

চিত্র-৪.৭: ইউপি/উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

ছক-৪.৪: নগর অবকাঠামো নির্মাণ

ক্র. নং	নগর অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম		বিগত ১৩ বছরের অর্জন
০১	সড়ক ও ফুটপাত		১০,৬৪৮ কি.মি.
০২	ড্রেন নির্মাণ		৪,৪০৭ কি.মি.
০৩	সেতু/কালভার্ট (মিটার)		১৬,৮৪৫ কি.মি.
০৪	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ		৪,০৪৯ কি.মি.
০৫	বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ (সংখ্যা)		৪৫টি
০৬	পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন (সংখ্যা)		৫৭,১৯৩টি
০৭	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ (সংখ্যা)		৫৩টি
০৮	সড়কবাতি স্থাপন (সংখ্যা)		১৫,৮৪০টি
০৯	পার্ক ও বিনোদোন কেন্দ্র		১৩টি
১০	নগর সাইক্লোন শেল্টার		১১টি
১১	পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস		২০টি
১২	বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন (সংখ্যা)		৪৭টি
১৩	কবরস্থান ও শ্মশ্মানঘাট উন্নয়ন (টি)		১১টি
১৪	কিচেন/মাল্টি-পারপাস মার্কেট ৫৯ টি	গ্রোথসেন্টার (সংখ্যা)	৪৯ টি
		হাটবাজার (সংখ্যা)	১০ টি
১৫	নগর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন	ওভারহেড ট্যাংক	১১ টি
		পাইপলাইন স্থাপন	৩৭৮.৫১ কি.মি.
১৬	কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৫টি
		ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণ (সংখ্যা)	১৫ টি
		ফিক্যাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	১ টি
		ড্রাম ট্রাক (সংখ্যা)	১৬৮ টি
		ভ্যাকু ট্যাগ (সংখ্যা)	৫২ টি
		ডাস্টবিন (সংখ্যা)	৭৪২ টি
		স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ড (সংখ্যা)	২ টি
		এক্সাভেটর (সংখ্যা)	২৬ টি

ছক-৪.৫: অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ

ক্র. নং	অন্যান্য অবকাঠামো	বিগত ১৩ বছরের অর্জন
১	মহিলা মার্কেট সেকশন	৯২টি
২	পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প	৭১৯টি; ৪,০১,৫৭১ হেক্টর
৩	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	১,১৬৬ টি
৪	বৃক্ষরোপণ	৬,৫৬৯ কি.মি.

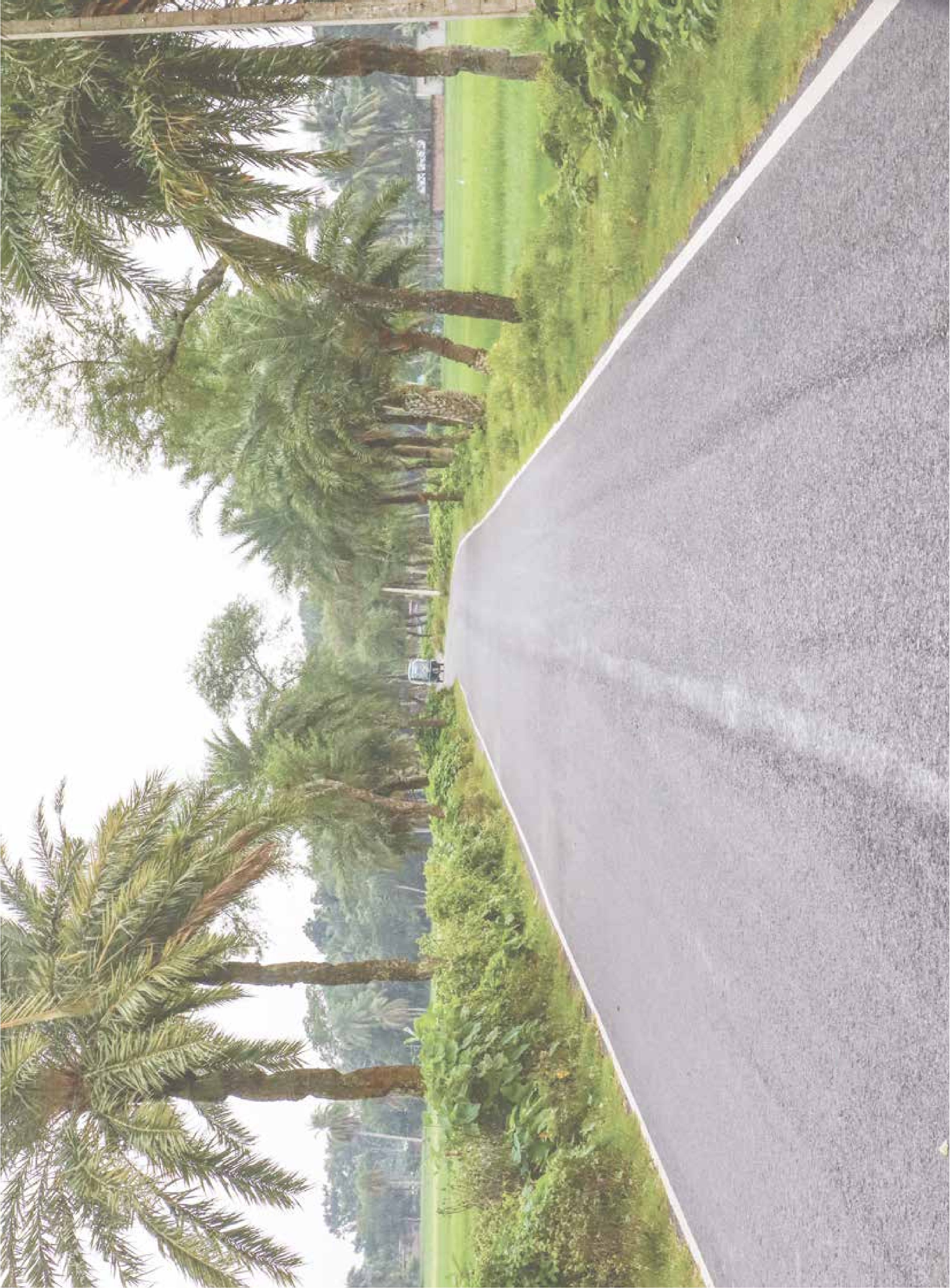

অধ্যায়-০৫

ইউনিটভিত্তিক কার্যক্রম

ভূমিকা ---৪২
প্রশাসনিক ইউনিট-- ৪৩
পরিকল্পনা ইউনিট---৪৫
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট--৪৮
আইসিটি ইউনিট --৫১
সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট--- ৫৫
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট-- ৫৮
প্রশিক্ষণ ইউনিট-- ৬০
ডিজাইন ইউনিট-- ৬২
মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট -- ৬৪
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট ---৬৬
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট---৬৯

ভূমিকা

এলজিইডি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রকৌশল সংস্থা, যার যাত্রা শুরু হয়েছিলো ১৯৮৪ সালে এলজিইবি নামে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এটি এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর কাজের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। শুরুতে কেবল গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করলেও পরবর্তীতে গ্রোথসেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয় এলজিইডি। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশের নানান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডিকে সম্পৃক্ত করা হয়। এসবের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ; নগর এলাকার কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, পৌর মার্কেট ও কমিউনিটি সেন্টার উন্নয়ন, বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন এবং বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন।

বাংলাদেশের সমতলভূমি, পাহাড়, বরেন্দ্র অঞ্চল, বিস্তীর্ণ হাওর এবং উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে এলজিইডির কর্মকা- বিস্তৃত। মূলত প্রধান তিনটি সেক্টরের আওতায় এলজিইডির অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। এগুলো হচ্ছে– পল্লি উন্নয়ন সেক্টর , নগর উন্নয়ন সেক্টর এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর। তিনটি সেক্টরের কাজগুলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদানের জন্য তিনটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মনিটরিং, কাজের মান নিয়ন্ত্রণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে এলজিইডিতে ১৪টি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। একটি ইউনিট সাধারণত একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অধীনে পরিচালিত হয়। একাধিক ইউনিট একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে পরিচালিত হয়ে থাকে, যাকে উইং হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য এলজিইডির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে এলজিইডি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে শুরু থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশে বেকার সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ ও দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকা- সম্পৃক্ত করতে এলজিইডির ভূমিকা অপরিসীম, যা দেশের আর্থ-সামাজিক চিত্রকেই বদলে দিয়েছে। এই সফলতার পেছনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করছে এলজিইডির ইউনিটসমূহ। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম ও কাজের অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছক-৬.১: এলজিইডির উইং* ও ইউনিটসমূহ

উইং*	ইউনিট		
পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা	সড়ক ও সেতু বাস্তবায়ন এবং ভবন ব্যবস্থাপনা		
সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সড়ক নিরাপত্তা		
প্রশাসন	নিয়োগ ও পদায়ন, শৃঙ্খলা ও তদন্ত, আইন এবং ইলেকট্রো মেকানিক্যাল		
নগর ব্যবস্থাপনা	নগর ব্যবস্থাপনা		
ডিজাইন ও পরিকল্পনা	সেতু ডিজাইন	সড়ক ও ভবন ডিজাইন	পরিকল্পনা
মনিটরিং, অডিট ও প্রকিউরমেন্ট	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	প্রকিউরমেন্ট ও অডিট	আইসিটি
মানবসম্পদ	মানবসম্পদ এবং পরিবেশ ও জেন্ডার	মাননিয়ন্ত্রণ	
পানিসম্পদ	পানিসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ	পানিসম্পদ অবকাঠামো পরিকল্পনা	

* উইং নামটি প্রস্তাবিত

প্রশাসনিক ইউনিট

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ সরকারি প্রকৌশল সংস্থা। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সর্বমোট জনবল সংখ্যা ১৩,৩৯৪। এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিট সরাসরি প্রধান প্রকৌশলী পরিচালনা করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন), নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীগণ তাঁকে সহায়তা দিয়ে থাকেন। জনবল নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও আইন এবং ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কর্মকাণ্ড প্রশাসনিক ইউনিটের আওতায় সম্পাদিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিটের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডিতে সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে ১ জন, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে ২ জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী/নকশাকার পদে ৬৫১ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই অর্থবছরে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে ৪ জনকে পদোন্নতি এবং ৬ জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে ৭ জনকে পদোন্নতি এবং ১৯ জনকে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ৫২ জনকে পদোন্নতি এবং ৫৩ জন ও ১ জনকে (নির্বাহী প্রকৌশলী যান্ত্রিক) চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী পদে ২৭ জনকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে ২৭ জনকে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত এক বছরে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিবরণ চিত্র ৬.১ -এ দেখানে হলো:

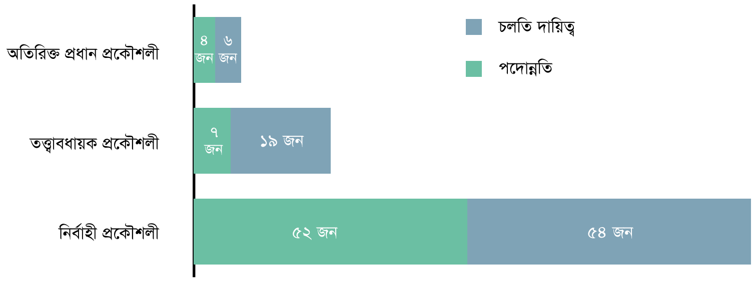

চিত্র-৬.১: বিগত এক বছরে কর্মকর্তাদের পদোন্নতির চিত্র

অবসর গ্রহন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডিতে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৮৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গিয়েছেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দেশের সামগ্রীক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য এইজিইডি তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা

বিভাগীয় মামলা

কর্তব্য পালনে অবহেলা কিংবা ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়ন কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ সময়ের মধ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণির মোট ৩২ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫টি ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান এবং ২টি ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযোগ থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। ২৫টি মামলা চলমান রয়েছে।

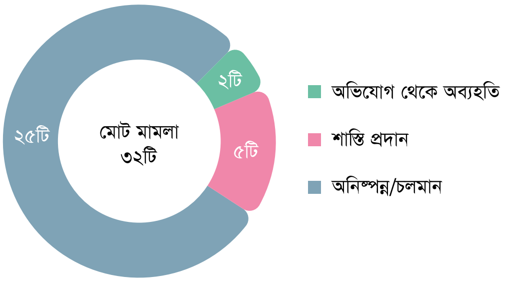

চিত্র-৬.৪: বিভাগীয় মামলা

কৈফিয়ত তলব

জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ সময়ের মধ্যে কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগে ১১০ জন প্রথম শ্রেণির এবং ২৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। ১৪ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে কর্তব্যে অবহেলায় কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

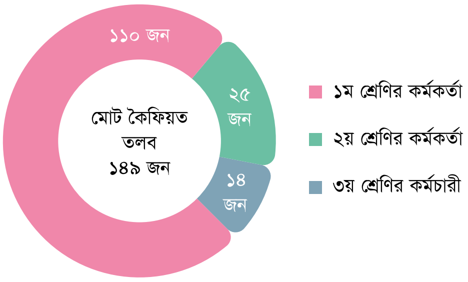

চিত্র-৬.৪: কৈফিয়ত তলব

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে আলোকে আইন-কানুন নিয়মনীতি, পরিকলল্পনা ও বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে; দুর্নীতির বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসিকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না- চরিত্র পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফিরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।"

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আলোকে সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত "বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১" শীর্ষক দলিলে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ২০১২ সালের ১৮ অক্টোবর মন্ত্রীসভা বৈঠকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতা বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্র নিষ্ঠা। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পত্রের দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision)ঃ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা

অভিলক্ষ্য (Mision)ঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের উদ্দেশ্যে

রাষ্ট্র ও সমাজের কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা

সফলতার সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

পরিকল্পনা ইউনিট

সত্তর দশকে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত 'পূর্ত কর্মসূচি সেল' ১৯৮২ সালের অক্টোবরে 'ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইং' বা 'পূর্ত কর্মসূচি উইং'-এ রূপান্তরিত হয় এবং প্রথমবারের মত সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রকল্প গ্রহণ শুরু করে। নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি দিয়েই এই অভিযাত্রা শুরু। এ সময় বিশেষ পল্লীপূর্ত কর্মসূচির প্রকল্প ছক এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩: বৃহত্তর সিলেট জেলা শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প ছক প্রণীত হয়। সে সময় প্রকল্প প্রণয়নে বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প তৈরিতে প্রথমে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই এবং পরে সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রকল্পের ধারণাপত্র বা প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার (পিসিপি) তৈরি করা হতো। পিসিপি অনুমোদিত হলে তার ওপর ভিত্তি করে 'প্রকল্প প্রস্তাব' বা প্রজেক্ট প্রপোজাল (পিপি) প্রণীত হতো। পরবর্তীতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পদ্ধতির সংস্কার হলে দুটি পৃথক দলিলের পরিবর্তে পিসিপি ও পিপি-র সমন্বিত রূপ হিসেবে 'উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব' বা ডিপিপি প্রবর্তন করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে পিপি তৈরি হলেও পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর পদ সৃষ্টির পর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

৯০ দশকের শেষে এলজিইডিতে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। এলজিইডির পরিকল্পনা ইউনিট উপরোক্ত কাজ ছাড়াও খাদ্য সহায়তায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকি করেছে। ফলশ্রুতিতে দেশের বর্তমান পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক এর মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এলজিইডির রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিকল্পনা ইউনিট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে এই ইউনিট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর অধিক্ষেত্রভুক্ত। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে একটি টিম এ ইউনিটে কাজ করছে। এলজিইডির তিনটি সেক্টর, তথা- পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় এ ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

এলজিইডির উন্নয়ন প্রকল্প মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০৪১), বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ সুরক্ষা, জেন্ডার সমতা ও জাতীয় উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের যে অঙ্গীকার রয়েছে প্রকল্প প্রণয়নের সময় সে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়।

প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এলজিইডির রয়েছে দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো-এর জিও স্পেশাল ডাটাবেজ, সিডিউল অব রেটস, পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান এবং জিআইএস প্রযুক্তি। প্রকল্প প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে জিআইএস ডাটাবেজ ও ম্যাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, সমপর্যায়ের সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা, অন্য প্রকল্প/কর্মসূচির সঙ্গে দ্বৈততা না থাকা, দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের অবদান, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ ও জেন্ডার সমতা বিষয়গুলো প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়।

পরিকল্পনা ইউনিট সাধারণত তিন ধরনের প্রকল্প/কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে, যথা- বিনিয়োগ প্রকল্প, কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প এবং সমীক্ষা/স্টাডিজ। এছাড়া উন্নয়ন সহযোগীদের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে প্রিলিমিনারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (পিডিপিপি) প্রস্তুত করে থাকে। এলজিইডি একটি বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থা। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

পরিকল্পনা ইউনিট প্রাক-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলি যেমন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি), সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি), সমীক্ষা/জরিপ প্রস্তাব এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিএপিপি) প্রস্তাব প্রস্তুত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওই সকল প্রস্তাব/ছক সংশোধনের কাজ করে থাকে।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা অনুযায়ী পরবর্তী অর্থবছরসমূহে গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিকল্পনা ইউনিট। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এলজিইডির সমন্বয় সাধনের কাজও পরিকল্পনা ইউনিটের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোনো প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করাও এ ইউনিটের ওপর অর্পিত দায়িত্বের অংশ।

পরিকল্পনা ইউনিটের অনুসরণকৃত নীতি-কৌশল

পল্লী উন্নয়ন কৌশল ১৯৮৪	পল্লী অবকাঠামো কৌশল স্টাডি ১৯৯৬	জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯	ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা ১৯৯৬	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭	
জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১	পৌরসভা উন্নয়ন অধ্যাদেশ ২০০৯	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা ২০০৯	বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩	গ্রামীণ সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতি ২০১৩	প্যারিস চুক্তি ২০১৫	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে সেন্দাই কর্মকাঠামো ২০১৫-৩০
বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (এ আর ৬)	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	"আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়ন বিষয়ক পরিকল্পনা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনুমোদিত ডিপিপি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট ২৬টি ডিপিপি প্রণয়ন, ৪৫টি ডিপিপি সংশোধন করে। এসবের মধ্যে ১৭টি ডিপিপি ও ৩০টি সংশোধিত ডিপিপি (আরডিপিপি) সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

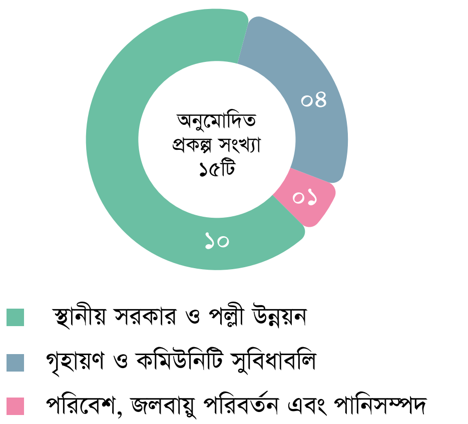

চিত্র ৬.৬: ২০২১-২০২২ বিভাগ ভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা

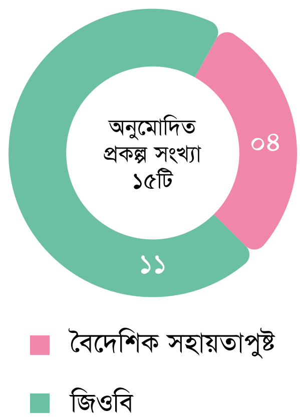

চিত্র ৬.৭: ২০২১-২০২২ আর্থিক সংস্থানভিত্তিক অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা

প্ল্যানবুক

এদেশের পল্লি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৮৭০ সালে চৌকিদারী আইন, ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল লোকাল সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯১৯ সালে বেঙ্গল সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্টসহ ১৯৫৩ সালে ভি-এইড বা ভিলেজ এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ও ১৯৬২ সালে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের পর সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এ সকল কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদকে স্থানীয় সরকার কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় প্রায় শত বছর ধরে দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মিত হলেও তা কোনো মানচিত্রভিত্তিক পরিকল্পনার আওতায় করা হয়নি। স্থানীয়ভাবে অনুভূত চাহিদার ভিত্তিতে এসব নির্মাণ কাজ অনেকটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে করা হতো। কোনো পদ্ধতি বা ভৌগলিক অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এতে সংশ্লিষ্ট ছিল না।

এ প্রেক্ষাপটে সঠিক স্থান নির্বাচন, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিরিখে স্কিমগুলো কীভাবে সঠিক পরিকল্পনাভিত্তিক হতে পারে সেই বিবেচনায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কৌশল হিসেবে উপজেলা ও ইউনিয়ন প্ল্যানবুক প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই প্ল্যানবুক অনুযায়ী এলাকার মানচিত্রভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিলো স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণমূলক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে পল্লি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

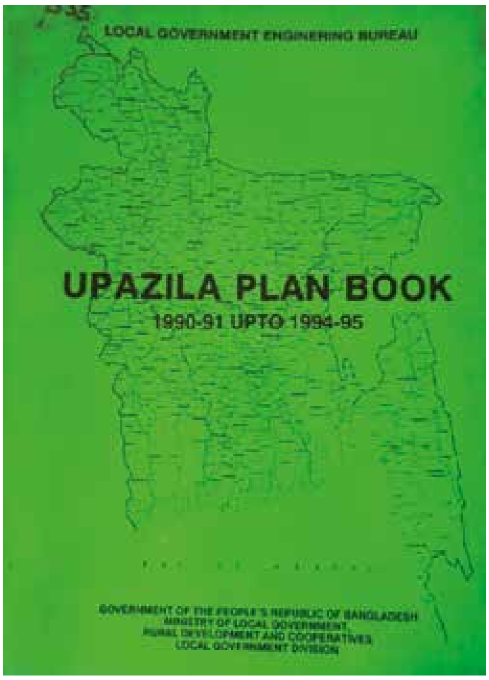

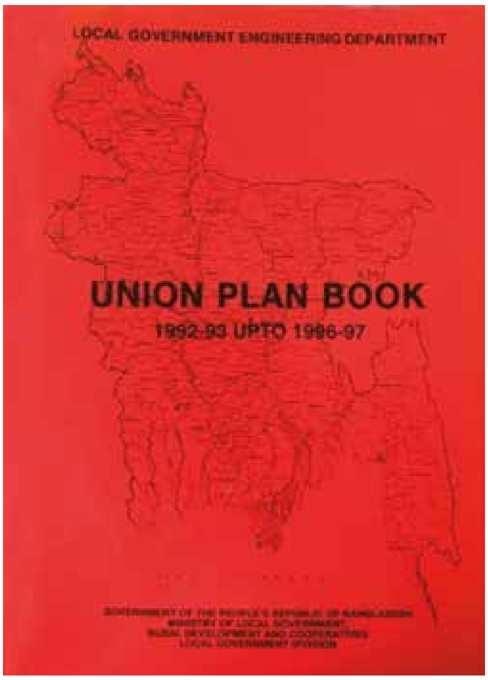

উপজেলা প্ল্যানবুক

গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে স্কিম চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ১৯৯০-১৯৯১ থেকে ১৯৯৪-১৯৯৫ মেয়াদে উপজেলা প্ল্যানবুক তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ প্ল্যান বুকের আওতায় সড়ক, ড্রেনেজ, বাঁধ, সেচ ও ভূমি ব্যবহারের ওপর ৩৬টি নক্‌শা প্রণয়ন করা হয়। স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে এ প্ল্যানবুকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, হাটবাজার উন্নয়ন, পুকুর খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও সেচ সুবিধাসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্ল্যানবুকটি হালনাগাদকরণে উপজেলা পরিষদসমূহের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন প্ল্যানবুক

স্থানীয় জনসাধারণের অনুভূত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে সড়ক, সেতু/কালভার্ট, ক্ষুদ্র পরিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামো যেমন- বাঁধ, খাল, স্লুইসগেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, গোডাউন, স্কুল ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নে এলজিইডি ১৯৯২-১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬-১৯৯৭ মেয়াদে ইউনিয়ন প্ল্যানবুক তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করে।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিটের সংশ্লিষ্টতা

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য হিসেবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলজিইডি যথাযথ ভূমিকা রেখেছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডিতে ডেল্টা সেন্টার গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সারাদেশে ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে এলজিইডি ১৭টির বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ডেল্টা প্লান-২১০০ সম্পর্কিত প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, ডিপিপি প্রণয়ন, অনুমোদন ও সফল বাস্তবায়ন এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত ২০১৫-২০৩০ মেয়াদের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এ ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্র এবং ২৩২টি সূচক রয়েছে। এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ইউনিট থেকে এলজিইডির এসডিজি এ্যাকশন প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে এলজিইডিতে গঠন করা হয়েছে এসডিজি সেল।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম অঙ্গীকার আমার গ্রাম-আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি সৃজনশীল, সময়াবদ্ধ এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। গ্রামপর্যায়ে নগর সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ক এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিল এলজিইডির পরিকল্পনা ইউনিট। এ পরিকল্পনার আওতায় বর্তমানে এলজিইডি "আমার গ্রাম-আমার শহর কারিগরি সহায়তা প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লি উন্নয়ন সম্পর্কিত ৩০টি গাইডলাইন, ৩৬টি সমীক্ষা এবং ১৫টি পাইলট গ্রাম উন্নয়নে ১টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রস্তুত করা হবে। বাংলাদেশে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগের মূল ভিত্তি হলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট থেকে এলজিইডি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের যোগান দেওয়া হয়।

গবেষণা, ইনোভেশন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল

বিগত ৯০ এর দশক থেকে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক নির্মাণ কৌশল সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু সংস্থার মূল কাঠামোতে গবেষণা, ইনোভেশন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ইউনিট/সেল না থাকায় এর ফলাফল যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায়নি। একইসঙ্গে পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ব্যহত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ২০১৭ সালে এলজিইডির পরিকল্পনা ইউনিটের আওতায় গবেষণা, ইনোভেশন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল গঠন করা হয়। সেলের মূল উদ্দেশ্য হলো-

- মাঠ পর্যায়ে সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে টেকসই, জলবায়ু সহিষ্ণু, লাগসই অবকাঠামো নির্মাণের জন্য নির্মাণ সামগ্রী, নির্মাণ কৌশল, নির্মাণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রায়োগিক গবেষণার ধারণা প্রণয়ন;
- উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, সফল ও অসফল গবেষণাসমূহ সংরক্ষণ;
- প্রাপ্ত ফলাফল মাঠপর্যায়ে সফলভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ক্রমান্বয়ে সংস্থার কর্মকৌশল এবং উত্তম চর্চা হিসেবে গ্রহণ;
- এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণাসমূহ তদারক;
- দেশব্যাপী এ গবেষণার ফলাফল প্রচার এবং
- এলজিইডির অন্যান্য ইউনিট/প্রকল্পের সাঙ্গে সমন্বিতভাবে গবেষণালব্ধ প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ।

গবেষণা, ইনোভেশন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল ইতোমধ্যে আটটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। এসব গবেষণার মধ্যে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট কংক্রিট/মেরিন কংক্রিট সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যবহার উপযোগী কংক্রিট এর স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করেছে, যা এলজিইডির রেট সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য গবেষণা কাজের ফলাফল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য পাইলটিং করার কার্যক্রম চলছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট

শুরুতে এলজিইডির প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্প মনিটরিং এর কাজ প্রকল্প প্রণয়নে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। পরবর্তীতে কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলাদাভাবে প্রকল্প পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ৯০ দশকের প্রথম দিকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেকশন বা এমআইএস স্থাপন করা হয়। এরপর একই দশকের শেষের দিকে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প মনিটরিং এ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন ইউনিট (পিএমএন্ডই) গঠন করা হয়। সেই থেকে এ ইউনিট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে এই ইউনিট মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (এমএন্ডই) ইউনিট নামে পরিচিত। প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এমএন্ডই ইউনিট ব্যাপক কার্যক্রম সম্পন্ন করে আসছে, যা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ইউনিট এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে। প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে নিয়মিত মাসিক সভার মাধ্যমে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তহবিল অবমুক্তকরণে সহযোগিতা করে এ ইউনিট। এছাড়া প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিভাগীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এমএন্ডই ইউনিট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় সংসদের চাহিদা নিয়েও কাজ করে। এ ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নির্ধারিত ছকে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণসহ তাৎক্ষণিক বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদন সরবরাহ করে থাকে। উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর গুনগত রক্ষার বিষয় সরেজমিনে পরীবিক্ষণের জন্য এলজিইডি ২০টি পরিদর্শন দল। এসব দল এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সম্পাদনের উদ্যোগ এবং মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়ন এমএন্ডই ইউনিটের অন্যতম দায়িত্ব।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহে পাঠানো হয়। এছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে সরবরাহ করা হয়।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন এর সঙ্গে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং ডিপিইসি, পিইসি, একনেক সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরিকৃত আইবিএএস প্লাস প্লাস (iBAS ++) সফটওয়্যার-এ ওই সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে প্রেরণ করা হয়।

প্রতি অর্থবছর শেষে এলজিইডির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন অনলাইনে এবং পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকার নির্দেশনা অনুযায়ী মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা আর্থিক বছরের শুরুতেই এপিএ প্রণয়ন করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী এবং এলজিইডির পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এরপর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জেলাওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সে অনুযায়ী বছরব্যাপী এপিএ বাস্তবায়নপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হয় এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হয়। এবং প্রতি অর্থবছরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল্যায়নে এলজিইডি-কে এপিএ বাস্তবায়নে শতকরা মান প্রদান করে থাকে।

প্রাক-এডিপি পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে প্রতিমাসে উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাসওয়ারি অগ্রগতি, তুলনামূলক কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টিম, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা, গুণগতমান রক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যে কোনো জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট নিবিড় তদারকি করে থাকে।

এডিপি পর্যালোচনা সভা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানসহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পরামর্শ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় তদারকি করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৬টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার মধ্যে ২টি সভা ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সম্পন্ন হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠপর্যায়ের বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে বছরে অন্তত একবার এলজিইডি সদর দপ্তরে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে এলজিইডির কর্মকাণ্ডের ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় এলজিইডির সার্বিক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক ইস্যুতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে অনেক ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে থাকেন।

জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত এলজিইডি সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর জবাব প্রদানের জন্য প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি এবং সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ২৮৪টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডির প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

জাতীয় দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকায় এলজিইডি কার্যক্রম বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করে যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট ৫২৪টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সাফল্যসূচক সংবাদ ছিল ৭৪টি। যাচাই করে দেখা যায় ১২টি সংবাদ ভিত্তিহীন এবং ১২টি এলজিইডি সংশ্লিষ্ট নয়। অবশিষ্ট সংবাদের বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস ছক ৬.১ এ দেখানো হলো:

প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩২০টি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ কাজের ৫০টি সংশোধন করা হয়েছে। ৬০টি সংবাদের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ২১০টি সংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ছক ৬.২: জুলাই ২০২১- জুন ২০২২ সময় বিষয়ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের সংখ্যা

নং	যে বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে	সংখ্যা
১	ব্যক্তিগত, দাপ্তরিক ও দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম	৭টি
২	উন্নয়নমূলক কাজের মন্থর গতি অথবা পরিত্যক্ত	৮৯টি
৩	বাস্তবায়িত ও চলমান কাজের ত্রুটি সংক্রান্ত	৭৪টি
৪	সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতের দাবি	১৫৫টি
৫	নতুন সেতু নির্মাণের দাবি	৮১টি
৬	অন্যান্য	২০টি

পরিদর্শন দলের সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজের গুণগত মান রক্ষা এবং নির্ধারিত সময়ে কাজ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে সারাদেশে এলজিইডির অঞ্চলভিত্তিক পরিদর্শন দল গঠন করা হয়। বর্তমানে ২০টি অঞ্চলের প্রতিটির জন্য একটি করে পরিদর্শন দল রয়েছে। প্রতিদলে বিভিন্ন স্তরের ৩ জন প্রকৌশলী রয়েছেন। এসব দল মাসিকভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে পর্যবেক্ষণগুলো প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কাছে রিপোর্ট আকারে পেশ করে। রিপোর্ট মূল্যায়নের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৮টি পরিদর্শন টিম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ২০টি পরিদর্শন টিম এবং ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠপর্যায়ে নির্দেশ প্রদানসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডির প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টিমের প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলজিইডির পরিদর্শন টিমের পরিদর্শনে ১,৪২৪টি কাজের মধ্যে ৪১৫টি ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৩০৭টি কাজ সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০৮টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এছাড়া গত অর্থবছরে বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ ২৭০টি স্কীম পরিদর্শন করে ৩৯টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ৩১টি কাজের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টি কাজের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অধিকন্তু ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ৯৩০টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ২০৭টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এসবের মধ্যে ১৫৩টি কাজের ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৪টি কাজের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ১,২৪৭টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৫০১টি কাজকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার মধ্যে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৪২৩টি সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৮টি স্কিমের ত্রুটি সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ছক ৬.৩: জুলাই ২০২১- জুন ২০২২ সময় সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন ও গৃহীত ব্যবস্থা

পরিদর্শন দল	মোট পরিদর্শন	ত্রুটিপূর্ণ	সংশোধন	সংশোধন চলমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	২৭০	৩৯	৩১	৮
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯৩০	২০৭	১৫৩	৫৪
প্রকল্প পরিচালক এলজিইডি	১,২৪৭	৫০১	৪২৩	৭৮
পরিদর্শন টিম	১,৪২৪	৪১৫	৩০৭	১০৮
মোট	৩,৮৭১	১,১৬২	৯১৪	২৪৮

আইসিটি ইউনিট

এলজিইডির অন্যতম প্রধান কাজ হলো দেশজুড়ে গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ভূমিকা অপরিসীম। এলজিইডি গত শতাব্দীর আশির দশকের শেষের দিক থেকে সংস্থার সদর দপ্তরে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু করে। ৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয়। সদর দপ্তরে ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন সহকারে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় ই-জিপি, ই-নথিসহ বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলজিইডি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের নিজস্ব কার্যক্রম সহজ ও নির্ভুল করার জন্য বেশ কিছু কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি)-এর নেতৃত্বে আইসিটি ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের মে মাসে জিআইএস ও এমআইএস সেকশন অন্তর্ভুক্ত করে আইসিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

জিআইএস

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে প্রথম পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডিতে জিআইএস স্থাপন করা হয়। সারাদেশের সকল উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ তখন থেকেই হাতে নেওয়া হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর নিরলস পরিশ্রমের পর ২০০৮ সালে সারাদেশের সব উপজেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ডাটাবেজ হালনাগাদ করার পর ২০১১ সালের ১২ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলজিইডির ওয়েবসাইটে জেলা ও উপজেলা ডিজিটাল ম্যাপ উন্মুক্ত করেন।

উদ্দেশ্য

জিআইএস ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জিআইএস প্ল্যাটফর্মে স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোর ডাটাবেজ তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ সহজ করা। পরিকল্পনা প্রণয়নের মৌলিক তথ্য বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষণ করা হয়। এসব তথ্য জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ থেকে সহজেই পাওয়া যায়। এই ডাটাবেজ ও তথ্য স্থানীয় অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

নিয়মিত কার্যক্রম

- জিও-স্পেশাল ডাটাবেজ হালনাগাদ করা
- সড়কের ইনভেন্টরি অনুসারে রোডম্যাপ হালনাগাদ করা
- জেলা ও উপজেলা ম্যাপ হালনাগাদ করা
- এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদার ভিত্তিতে ম্যাপ প্রস্তুত।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

জেলা ও উপজেলা ম্যাপ

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে পুরোনো থানা ম্যাপ, টপো ম্যাপ, স্যাটেলাইট ইমেজ ও এরিয়াল ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে থানা বেইজ ম্যাপ তৈরি শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সাল থেকে ডিজিটাইজিং টেবিল ব্যবহার করে এসব ম্যাপের জিও রেফারেন্সিং ও ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রথমে জিপিএস সার্ভে এবং পরে স্থানীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় মাঠপর্যায়ে এসব ম্যাপের সঠিকতা যাচাই করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২০০৮ সালে সারাদেশের উপজেলা ম্যাপ তৈরি সম্পন্ন হয়। এসব ম্যাপ ল্যামবার্ট কনিকাল কো-অর্ডিনেট (এলসিসি) সিস্টেমে ১:৫০০০০ স্কেলে প্রণয়ন করা হয়েছে। ম্যাপে সড়ক, সেতু ও অন্যান্য অবকাঠামোসহ ১৯ ধরনের তথ্য রয়েছে। মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জিআইএস ডাটাবেজ ও ম্যাপ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

প্রকল্পভিত্তিক ম্যাপ

প্রস্তাবিত বা বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের জন্য এলাকাভিত্তিক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয় যাতে করে সহজে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। পাশাপাশি সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তথ্য কেন্দ্রীয় ডেটাবেজে যুক্ত করা হয়েছে। এবং সে মোতাবেক ম্যাপ প্রস্তত করা হয়েছে।

পৌরসভা ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রণীত পৌরসভার বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ এলজিইডির জিআইএস সেকশনে সংরক্ষিত আছে। পাশাপাশি ম্যাপসমূহ ওয়েব পোর্টালেও দেখা যায়।

অন্যান্য বিশেষ ধরণের ম্যাপ

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্প ও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় হ্যাজার্ড ম্যাপ, এ্যাক্সেসিবিলিটি ম্যাপ, ডিজাস্টার ভালনারাবিলিটি ম্যাপ, জেলা অফগ্রিড ম্যাপ, ট্রাফিক মুভমেন্ট ম্যাপ, স্লাম এরিয়া ম্যাপসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই)

জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন পাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল স্পেশাল ডাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এনএসডিআই) প্রস্তুতির কাজ চলছে, যেখানে নীতিমালা প্রণয়ন, ডাটা শেয়ারিংসহ সকল ক্ষেত্রে এলজিইডি মুখ্য সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের অর্জন

চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) ও চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের ১৫,১৮৪টি বিদ্যালয়ের টপোগ্রাফিক সার্ভে করা হচ্ছে। এর মধ্যে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৯৫টি এবং অবশিষ্ট বিদ্যালয়ে টোটাল স্টেশনের মাধ্যমে সার্ভে করা হবে। সার্ভে থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক জিআইএস এমআইএস অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুতির কাজ চলছে। টোটাল স্টেশন ব্যবহার করে ইতোমধ্যে ১১,২৮৪টি বিদ্যালয়ের সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সার্ভে কাজও সম্পন্ন হয়েছে। নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহের তথ্য মোতাবেক ডেটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে।

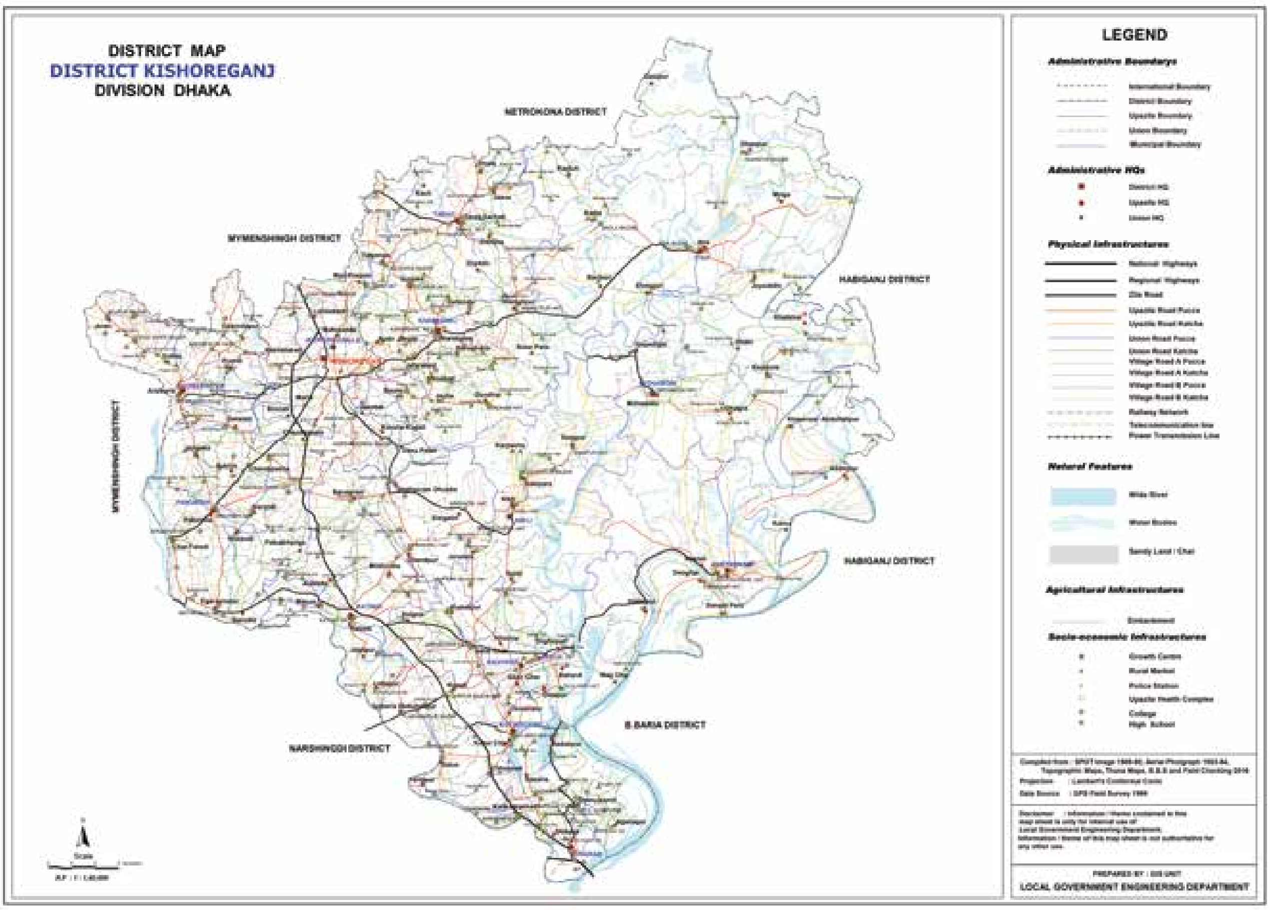

এমআইএস

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প পরিবীক্ষণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এলজিইডির রয়েছে নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বা এমআইএস, যা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সহজে ও সুচারুরূপে সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নিয়মিত কার্যাবলি

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান)-এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর ও ঢাকা এনেক্স ভবনের সব কম্পিউটার ও মোবাইলে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এলজিইডি সদর দপ্তরের ইন্টারনেট সংযোগের গতি ৫৮২ এমবিপিএস, যার মাধ্যমে প্রায় ৪,৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছেন। ল্যানের মাধ্যমে ৮৫৭ জন ব্যবহারকারীকে আধুনিক আইপি ফোন ব্যবহার করে ইন্টারকম সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

- এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়ের (এ্যানেক্স ভবন) লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ল্যান ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ল্যানের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য ওয়েব প্রক্সিসার্ভার ও সেন্ট্রাল এ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- এলজিইডির ডেস্কটপ ও পোর্টেবল কম্পিউটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকেশন তৈরি, ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা
- দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদা মোতাবেক সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তা
- ই-মেইল, এসএমএস ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, ভাইরাস প্রোটেকশন, নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস, ডাটা ব্যাকআপসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- হেল্পলাইন ও সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার সাপোর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সহায়তা
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা।

এমআইএস সুবিধা

ল্যান, ইন্টারনেট ও আইপি ফোন

ল্যান দ্বারা স্বল্পদূরত্বে থাকা কম্পিউটার, প্রিন্টারসহ অন্যান্য ডিভাইস সংযুক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে একাধিক ব্যবহারকারী কমন রিসোর্স দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন, ফলে অর্থের সাশ্রয় হয়। এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ অন্যান্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ল্যানে সংযুক্ত রয়েছে। ল্যানে ৩,৬২৪টি পোর্টের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ২,৭৩০টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারে সংযুক্ত রয়েছে।

ওয়েবসাইট

গত শতাব্দীর ৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডাইনামিক ওয়েবসাইট (ীীী.ষমবফ.মড়া.নফ) চালু করা হয়। বাংলা ও ইংরেজি ভাষাতে এই ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে সদর দপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের জন্য আলাদা পেজ রয়েছে। স্থানান্তরিত ওয়েবসাইটির সঙ্গে পুরাতন ওয়েবসাইটের সংযোগ রয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এনওসি ও জিও ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পেজ তৈরি করে ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে এলজিইডির মোট ২,০৩৫টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি এলজিইডি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

এ্যান্টি-ভাইরাস

২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে এন্টিভাইরাসের মাধ্যমে সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের সব কম্পিউটারে ভাইরাস গার্ড সেবা প্রদান করা হচ্ছে, এতে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের আলাদা এন্টিভাইরাস ক্রয় করতে হয় না।

পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম

এলজিইডির প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ওয়েবভিত্তিক পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (পিএমআইএস) তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে সকল বদলি-পদোন্নতি বিষয়ক কার্যক্রম এই সিস্টেমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ই-টিকেটিং

ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ঢাকা এ্যানেক্স ভবনের প্রতিদিনের আইটি বিষয়ক সমস্যা ও সমাধানের রেকর্ড রাখা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহারকারী তাদের ফিডব্যাক দিতে পারেন। ই-টিকেটিং এর মাধ্যমে বিগত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রায় ২,৯৬৮টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

ই-ফাইলিং

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক এলজিইডি সদর দপ্তরসহ মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করেছে। পূর্বের নিয়মের পাশাপাশি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমেও বিভিন্ন নথি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এমআইএস সেকশন এ সংক্রান্ত কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করছে।

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

ই-সার্ভিস রোডম্যাপ-২০২১ অনুযায়ী এলজিইডির সকল সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তর করার কাজ চলছে, যার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে যেকোন নাগরিক তার উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য দেখতে পারবেন এবং কাজ সম্পর্কিত মতামত জানাতে পারবেন।

সার্ভার রুম

এলজিইডি সদর দপ্তরে অবস্থিত নিজস্ব সার্ভার রুমে সকল নেটওয়ার্ক ডিভাইস এবং ২৬টি ফিজিক্যাল সার্ভার রয়েছে। এছাড়াও একটি পাওয়ার রুমের মাধ্যমে সকল ডিভাইসের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২৬টি ফিজিক্যাল সার্ভারে ৪০টিরও বেশি অ্যাপ্লিকেশন সার্ভিস রয়েছে; এছাড়া সম্প্রতি সার্ভার রুমে ২০ টেরাবাইট সেন্ট্রাল স্টোরেজ (এসএএন) এবং ১২ টেরাবাইট স্টোরেজসহ ব্যাকআপ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

এলজিইডির সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর আইসিটি বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ই-ফাইলিং, ই-জিপিসহ বিভিন্ন ই-সেবা বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি ইউনিটের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট

এলজিইডি জনঅংশগ্রহণের ভিত্তিতে পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে। পল্লি সড়ক ও সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা প্রতিবছর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করে থাকে। বিগত তিন দশকে উপজেলা সড়ক সম্প্রসারণে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিয়ন সড়কগুলো গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে।

বছরব্যাপী সড়ক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ। পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে পরিবহন ব্যয় বেড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় দুর্ঘটনাও। ফলশ্রুতিতে পরিবহন সেবার নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পায়। সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২-১৯৯৩ অর্থবছরে প্রথম স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাতে বরাদ্দ প্রদান করে। দক্ষতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা জন্য ১৯৯৯ সালে এলজিইডিতে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স সেল (আরআইএমসি) গঠন করা হয়। ২০০৪ সালে এর নামকরণ করা হয় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (আরআইএমএমইউ), যা ২০১১ সালে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও সড়ক নিরাপত্তা ইউনিট (আরএমআরএসইউ) এ রূপান্তরিত হয়। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) এর নেতৃত্বে ২০ জনবল নিয়ে এ ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য

- পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ক্ষতির হার কমিয়ে আনা
- নিরাপদ, আরামদায়ক ও দ্রুত পরিবহন নিশ্চিত করা
- পরিবহন ব্যয় কমানো
- অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক উন্নয়ন
- নিরবচ্ছিন্ন সড়ক পরিবহন সুবিধা প্রদান
- সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন
- দুর্ঘটনার হার কমিয়ে আনা
- সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা উন্নয়ন।

গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, নীতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয় তা হলো:

গ্রামীণ সড়ক ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে অনুসরণকৃত নীতি-কৌশল

- বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট (এ্যাক্ট) (ইসিএ) ১৯৯৫ (রিভাইজড ২০১০)
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
- বাংলাদেশ ন্যাচারাল ওয়াটার বডিস কনজারভেশন অ্যাক্ট ২০০০
- সড়ক পুনঃশ্রেণীবিন্যাস গেজেট ২০১৭ এবং রোড ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড ২০২১
- পারসপেক্টিভ প্লান অব বাংলাদেশ ২০২১-২০৪১
- রুরাল রোড এন্ড ব্রিজ মেনটেন্যান্স পলিসি ২০১৩
- বাজেট ফ্রেম ওয়ার্ক, ন্যাশনাল গোলস এন্ড অবজেকটিভস
- ন্যাশনাল রোড সেফটি স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান

দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫৩ কিলোমিটার পল্লি সড়ক আছে, যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৮৫১ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং পল্লি সড়কের ওপর প্রায় ১৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৭০ মিটার সেতু/কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রায় ৪,৫০০ থেকে ৫,০০০ হাজার কিলোমিটার সড়ক ও ১২ হাজার মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

সড়ক গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখছে। গ্রোথসেন্টার ও হাট-বাজার, কৃষি ও অকৃষি খামার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে জনসাধারণের যাতায়াত সুগম করছে। ফলে কৃষি উৎপাদন ও কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধি, খামারপর্যায়ে কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশই পল্লি এলাকায় বাস করে, তাই বিপুল এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের সার্বিক অর্থনীতি বিকাশে এসব সড়কের রয়েছে ব্যাপক অবদান।

এসব পল্লি সড়ক বছরব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখতে সড়কের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রতিবছর জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে এলজিইডির অনুকূলে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। প্রতি বছর এই বরাদ্দের পরিমাণ বাড়লেও তা পর্যাপ্ত নয়, যার অন্যতম কারণ-

- গ্রামীণ সড়কে যানবাহন বিশেষ করে ভারী যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি
- বন্যা, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন/জলোচ্ছ্বাসসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি
- গুরুত্বপূর্ণ সড়কে সহজ যোগাযোগ ও সড়কের পাকা অংশের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সড়কগুলো প্রশস্ত করা এবং ডিজাইন লাইফ শেষ হওয়া সড়কের বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধি।

সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিবছরের মতো ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুরুতে বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে রাফনেস সার্ভে এবং সেতু/কালভার্টের ডিটেইলড কনডিশন সার্ভে করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত রোড এন্ড স্ট্রাকচার ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম-৮ (আরএসডিএমএস-৮) সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রসেস করে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতু/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০,৪১২ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপণ করা হয়। উক্ত চাহিদার বিপরীতে রাজস্ব বাজেট হতে 'গ্রামীণ সড়ক', সেতু ও কালভার্ট মেরামত ও সংরক্ষণ উপখাতে ২,৪২৯.৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়, উক্ত বরাদ্দের দ্বারা ৬,১০০ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক, ২,৯৩৪ মিটার সেতু এবং ২,১০৯ মি. কালভার্ট মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং উত্তম চর্চা সফলভাবে প্রয়োগের ফলে প্রতিবছরের মতো ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ শতভাগ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

এলজিইডি সাধারণত সড়কের নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরি ভিত্তিতেও করা হয়।

কার্যকরি ও সুষ্ঠু সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৩ এ অনুমোদিত 'পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা' অনুযায়ী এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়। এই অর্থে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো মেরামত করায় রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদার ব্যাপকতা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

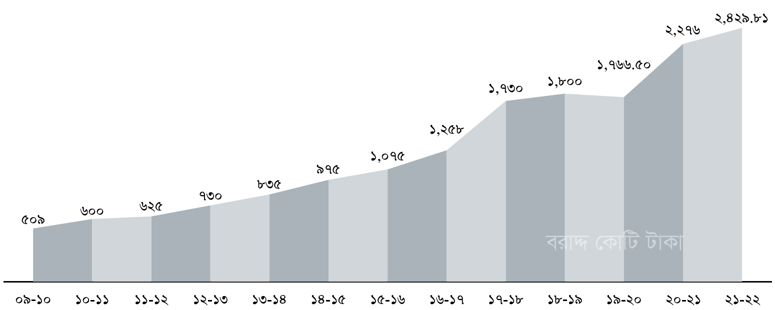

চিত্র- ৬.৯ : সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের বছরভিত্তিক রাজস্ব বরাদ্দ

সড়ক নিরাপত্তা

বর্তমানে পল্লি সড়কে সংঘটিত দুঘটনার হার জাতীয় মহাসড়ক অথবা আঞ্চলিক সড়কের সংঘটিত দুর্ঘটনার তুলনায় অনেক কম হলেও ভবিষ্যতে এই হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট। এরূপ সম্ভাবনা সবনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজনীয় স্থানে সতর্কতামূলক সংকেত, গতিরোধক ও রোড মার্কিং স্থাপন করা হচ্ছে। সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিটের আওতায় সড়ক নিরাপত্তা খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৫.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় যা মোট বরাদ্দের ১.২৯% এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৮.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় যা মোট বরাদ্দের ১.৩৭%। অধিকন্তু বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডির জেলা ও উপজেলা পর্যায়েয় কর্মকর্তাদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

ছক- ৬.৪ : ধরন অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম			(কোটি টাকা)
নং	**রক্ষণাবেক্ষণের ধরন**	**পরিমাণ**	**ব্যয়**
০১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১২,৫০০ কি.মি.	১৬৫.০৬
০২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৬,১০০ কি.মি.	২,১৫১.০০
০৩	সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	২,৯৭৪ মি.	৫.০০
০৪	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	২,১০৯ মি.	৬২.০০
০৫	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ	-	৪৬.৭৫
		মোট	**২,৪২৯.৮১**

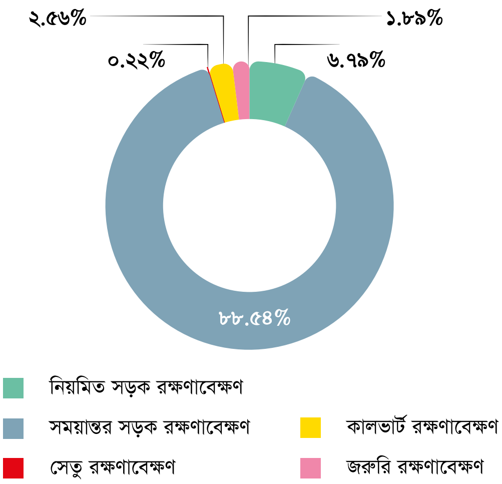

চিত্র - ৬.১০ : ধরন অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়

ছক- ৬.৪ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ			(কোটি টাকা)
ক্র. নং	**সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের ধরন**	**স্কিমের সংখ্যা**	**ব্যয়**
০১	রি-সিল	২৭৭টি	১৬৬.৭১
০২	ওভার-লে	১,৩১৭টি	১,১৪৪.৫৪
০৩	সড়ক মজবুতকরণ	৫১৫টি	৬০৯.৭৫
০৪	সড়ক প্রশস্তকরণ	২৫৮টি	৪৪১.৮০
০৫	সেতু রক্ষণাবেক্ষণ	৫২টি	৫.০০
০৬	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৫১২টি	৬২.০০
	মোট	**২,৯৩১টি**	**২,৪২৯.৮১**

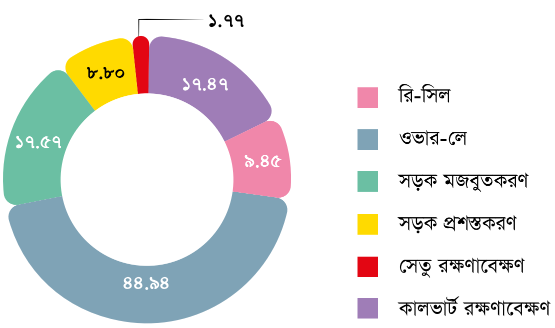

চিত্র - ৬.১১ : সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, সবার জন্য সমান সুযোগসহ সরকারি ক্রয়ে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি সুসংহত জাতীয় ক্রয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে সরকারি ক্রয় কাজে সুশাসন নিশ্চিত করা সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

বাংলাদেশে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৬ (পিপিএ) কার্যকর করার আগে সকল ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদিত হতো 'চুক্তি আইন' অনুসারে, যা ছিল খুব সাধারণ প্রকৃতির। পিপিএ ২০০৬ এর সাথে পিপিআর ২০০৮ বিদ্যমান আইনের ওপর সুস্পষ্ট সুবিধা প্রদান করেছে। ২০১১ সালে ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রবর্তন করে ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অর্থের মূল্য (ভ্যালু ফর মানি) নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে এক অনন্য উচ্চতায় উঠে এসেছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডি দেশের ক্রয়নীতি অনুসরণ করে সকল ক্রয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। সরকার 'দি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০০৩' জারি করার পর জানুয়ারি ২০০৪ এ এলজিইডি সদর দপ্তরে 'প্রকিউরমেন্ট ইউনিট' নামে একটি ইউনিট চালু করা হয়। এই ইউনিট পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইনস ২০১১ অনুসরণে ক্রয় কাজ সম্পাদনে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে।

ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের শুরু থেকেই এলজিইডি ই-জিপি অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ক্রয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল ব্যবহার করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর তা ই-জিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দরপত্র খোলা, মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তির বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি কাজ অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জাতীয় পত্র-পত্রিকা, ই-জিপি পোর্টাল, এলজিইডি ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো

এলজিইডির ২০১৯ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এই ইউনিটের মোট জনবল ৮ জন। এই ইউনিট একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্র হিসেবে পরিচালিত হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট) ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এই ইউনিটে কর্মরত রয়েছেন।

কার্যাবলি

- সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে ক্রয় সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান
- সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা
- বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান
- অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র/প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটিতে চাহিদার ভিত্তিতে বহির্সদস্য মনোনয়ন দিয়ে সহায়তা প্রদান
- পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান
- এলজিইডির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
- ক্রয় আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে প্রধান প্রকৌশলীর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

ই-জিপি বাস্তবায়ন

সরকারি ক্রয় কাজে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডির সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-জিপি সম্পর্কিত সকল সহায়তা প্রকিউরমেন্ট ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়। ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের প্রকৌশলীবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও এ বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির অগ্রগতি

শুরু থেকেই ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম সরকারি দপ্তরগুলোতে জনপ্রিয় হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ৬ লক্ষ ২১ হাজারের বেশি দরপত্র ই-জিপিতে আহ্বান করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৭ শতাংশ দরপত্র-ই এলজিইডির। বাংলাদেশে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ভূমিকা অগ্রগণ্য, যা বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

অবকাঠামোগত অগ্রগতি

এলজিইডি সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং এলজিইডির প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার ক্রয়কারীসহ মোট ১,১৯৮টি অফিস ই-জিপি এর আওতায় আনা হয়েছে।

ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা দ্রুত নিরসনে এলজিইডি সদর দপ্তরে ই-জিপি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিটি ই-জিপি ল্যাবের জন্য ১টি ল্যাপটপ ও ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি প্রজেক্টর, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে জেনারেটরসহ ১টি অনলাইন ইউপিএস সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ই-জিপি ল্যাব স্থাপনের জন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়েছে।

এলজিইডির সকল পর্যায়ের দপ্তরে ই-জিপিতে ক্রয় কাজ সম্পাদনে সহায়তার জন্য প্রতিটি অফিসে ১টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও একটি উন্নতমানের স্ক্যানার মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। ই-জিপি ল্যাবগুলোকে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (ডিআইএমএপিপিপি) প্রকল্পের আওতায় ৮৮৮টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ১টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি করে প্রিন্টার ও ১টি করে স্ক্যানার মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। একই প্রকল্পের আওতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রতি ১,১০০টি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রকিউরমেন্ট, ইনভেন্টরি এবং মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য proinfo.lged.gov.bd নামে একটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য আপডেটের কাজ চলছে।

সক্ষমতা উন্নয়ন

ই-জিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডির মাঠপর্যায় ও সদর দপ্তরের ক্রয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ঠিকাদারগণকে ই-জিপি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে একটি এবং মাঠপর্যায়ে ২২টি আধুনিক ই-জিপি রিসোর্স সেন্টার স্থান করা হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ স্থানীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে।

ই-জিপি প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায় এবং অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ২২৯ জনের একটি দক্ষ প্রশিক্ষক পুল গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উক্ত পুলের প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে ১৫,৪৩৭ জন কর্মকর্তাকে ৮টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে উক্ত পুলের মাধ্যমে ১০,৫০০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ই-জিপি সম্প্রসারণে সিপিটিইউ'র সহ-বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন

সারাদেশে ই-জিপি সম্প্রসারণ ও সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার নিবিড় তদারকি, সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ডিআইএমএপিপিপি শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির আওতায় এলজিইডি ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ৩২৭টি পৌরসভা, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে দেশের অন্য ৯টি সিটি কর্পোরেশন অর্থাৎ মোট ৮৮৮টি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ৮৮৮টি প্রতিষ্ঠানে ই-জিপি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তমানে এলজিইডি প্রতিপালন করছে।

প্রশিক্ষণ ইউনিট

কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। কর্মীর উন্নত দক্ষতা কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। এজন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এ অনুধাবন থেকেই ১৯৮২ সালে তৎকালীন ওয়ার্কস প্রোগ্রাম উইংয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং ১৯৮৪ সালে এলজিইবি প্রতিষ্ঠার পর তা আরও নিবিড় হয়।

১৯৮৪ সালে ঢাকা সদর দপ্তরে ১টি ও ৯ জেলায় ৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় প্রথমে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) এবং পরবর্তীতে ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) এর মাধ্যমে তৎকালীন এলজিইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দ সে সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। সড়ক ও সেতু নির্মাণ, পরিকল্পনা, গ্রোথ সেন্টার সংযোগ সড়ক পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ১৯৯০ সালে একই প্রকল্পের আওতায় আরও ৬ জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৯৯৮ সাল পরবর্তী সময়ে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-২১ (আরডিপি-২১) থেকে এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ১০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সমন্বয় করা হতো। বর্তমানে ঢাকায় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট ও অঞ্চল পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এলজিইডির সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

প্রকল্প সহায়তায় চালু হলেও প্রশিক্ষণের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে পরবর্তীতে প্রশিক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সদর দপ্তরে ৪ জন এবং ১০টি অঞ্চলে ১০ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলীর (নির্বাহী প্রকৌশলী) পদ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের দায়িত্বে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানবসম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার), ৪ জন প্রশিক্ষণ প্রকৌশলী (নির্বাহী প্রকৌশলী) এবং ১ জন সহকারী প্রকৌশলী। মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী (অঞ্চল) এর তত্ত্বাবধানে।

এলজিইডির প্রশিক্ষণ সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনার জন্য বছরভিত্তিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। প্রতিটি কোর্সের রয়েছে স্বতন্ত্র নাম। এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশপাশি উপকারভোগীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দুস্থ নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে।

এলজিইডি দেশের বিদ্যমান অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গেও যৌথ ভাবে বিশেষ কোর্স বাস্তবায়ন করে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (কুমিল্লা-বার্ড), পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ-বগুড়া), বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার (বিপিএটিসি), ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ (ইএসসিবি) ইত্যাদি। এছাড়া এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দ এলজিইডির আমন্ত্রণে প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

সম্প্রতি প্রশিক্ষণের ওপর একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি ৮টি বিভাগীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণকেন্দ্রকে বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নীত করার সুপারিশ করে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি আলাদা কেন্দ্র গঠন করার বিষয়েও সুপারিশ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের চাহিদা মূল্যায়ন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) এর সহায়তায় একই বিষয়ের ওপর একটি চাহিদা মূল্যায়নে সমীক্ষা করা হয়েছিল।

মানবসম্পদ উন্নয়নে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একদিকে যেমন এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করছে, অপরদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে রাজস্ব ও ৩২টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ৩,৭৩৩টি ব্যাচে ২২০টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করা হয়, যার মাধ্যমে ১,১৯,২৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে ৪,৩৮,২৪২ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। অংশগ্রহণকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৯০,৭০৬ জন পুরুষ এবং ২৮,৫৫৬ জন নারী। এসব প্রশিক্ষণে ব্যয় হয়েছে ৫৮.৬৭ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৭% রাজস্ব বাজেটের এবং ৯৩% উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ব্যয় হয়েছে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৫৪ ভাগ উপকারভোগী, যাদের দক্ষতা বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর শতকরা ১৫ ভাগ ঠিকাদার ও এলসিএস শ্রমিক, যাদের নির্মাণ কাজে দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তবে এলসিএস শ্রমিকদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়, যাতে কাজ শেষে তারা উপার্জিত অর্থে স্বাবলম্বী হতে পারে। প্রশিক্ষণে ২১ শতাংশ এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১০ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অংশ নেন।

ছক ৬.৫: ধরন অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

নং	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা			শতকরা হার
		পুরুষ	নারী	সংখ্যা	
১	এলজিইডির কর্মকর্তা/কর্মচারী	২২,৬১৩ জন	২,৪৯২ জন	২৫,১০৫ জন	২১%
২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা/কর্মচারী	১০,০৫২ জন	১,৫৮৪ জন	১১,৬৩৬ জন	১০%
৩	চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল, ঠিকাদার ইত্যাদি	১২,১১৬ জন	৫,৫৮৪ জন	১৭,৭০০ জন	১৫%
৪	উপকারভোগী (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, পানি সম্পদ সমিতি, মহিলা কর্মীর ইত্যাদি)	৪৫,৯২৫ জন	১৮,৮৯৬ জন	৬৪,৮২১ জন	৫৪%
	মোট	৯০,৭০৬ জন	২৮,৫৫৬ জন	১,১৯,২৬২ জন	১০০%

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে এলজিইডি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে এলজিইডির মোট ৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

দেশের অভন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ

২০২১-২২ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে দেশের অভ্যন্তরে মোট ৩,২৪০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৮৪,৫৯৩। এতে ব্যয় হয়েছে ২৬৫.৭০ লক্ষ টাকা মাত্র। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৭,৪৩৮ জন পুরুষ (৯%) এবং ৭৭,১৫৫ জন মহিলা (৯১%)।

জেন্ডার ভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা

ক্র. নং	সেমিনার/ ওয়ার্কশপের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			ব্যয়িত টাকার পরিমাণ
		পুরুষ	মহিলা	মোট সংখ্যা	
১	৩,২৪০	৭,৪৩৮ জন	৭৭,১৫৫ জন	৮৪,৫৯৩ জন	২৬৫.৭০ লক্ষ টাকা

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ

২০২১-২২ অর্থ বছরে “এলজিইডি’র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ” প্রকল্পের অর্থায়নে Masters Course-এ ৪ জন, Post Graduate Diploma Course-এ ৯ জন, Certificate Course-এ ১ জন সহ মোট ১৪ জন কর্মকর্তা বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

ডিজাইন ইউনিট

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পথিকৃত। আর এই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে অগ্রগামী করার ক্ষেত্রে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট নিরন্তর কাজ করে চলেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৮১ সালে ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইড) এর আর্থিক সহায়তায় বুয়েটের পুরকৌশল অনুষদের মাধ্যমে মাটির কাজের ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই ম্যানুয়াল অনুযায়ী মাটির রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন খাল এবং মজাপুকুরের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো।

১৯৮৯ সালে সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (নোরাড) এর আর্থিক সহায়তায় রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) এর অন্তর্গত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-আইডিপি (পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪) এর আওতায় রোড স্ট্রাকচার ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়। এই ম্যানুয়ালে সর্বোচ্চ ১২ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন স্প্যানের সেতু ও কালভার্টের ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণে এসব ডিজাইন অনুসরণ করা হতো।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (আইডিপি) বৃহত্তর ফরিদপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এসব জেলায় ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিট। এসব ইউনিটের পরামর্শক প্রকৌশলীদের সহায়তায় সড়ক, সেতু, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো, গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজারের ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। ফরিদপুরে আরইএসপি সদর দপ্তরে ছিল আইডিপির ডিজাইন ইউনিটের কেন্দ্রীয় কার্যালয়।

১৯৯০ সালে দ্বিতীয় রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি-২) এর কার্যক্রম শুরু হলে এতে আইডিপির পাশাপাশি ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (আইএসপি) সংযোজিত হয়। আইএসপির আওতায় তৎকালীন এলজিইবি সদর দপ্তর ঢাকায় একটি ডিজাইন ইউনিট স্থাপন করা হয়। এই ইউনিটে নিয়োজিত পরামর্শক প্রকৌশলী কর্তৃক আইডিপিভুক্ত ছয় জেলার বাইরে অবশিষ্ট জেলাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, সেতু, ভবন বিশেষ করে এলজিইডির জেলা কার্যালয় ও নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা পরিষদ অডিটরিয়াম, সি-শ্রেণির পৌরভবন ইত্যাদির কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন করা হতো। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত অবকাঠামোর জন্য প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষা করা হতো।

পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প চালু হলে এর অবকাঠামোর ডিজাইনও আইএসপির পরামর্শক প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রণয়ন করা হতো। এরপর বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং এলজিইডির প্রকৌশলীদের নিজস্ব উদ্যোগে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণীত হয়েছে।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কাজের ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন নিরীক্ষণ, সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প, যেখানে পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান ছিল না সেসব প্রকল্পের অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন এবং অনান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়নে সহযোগিতা করার অর্পিত দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকে এলজিইডিতে একটি স্বতন্ত্র ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বাস্তবতায় ২০০৮ সালে ছোট পরিসরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০৯ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব জনবল দ্বারা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত ডিজাইন পরীক্ষা নিরিক্ষা কাজ শুরু হয়। একই সাথে পরামর্শকদের পাশাপাশি ডিজাইন ইউনিটের নিজস্ব জনবল দ্বারা ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে। সাধারণভাবে আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক, পরিবেশ, যানবাহন ব্যবস্থা ও দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সেতু ডিজাইন করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে এলজিইডির নিজস্ব ডিজাইনরা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ব্যতিরেকে ৬৫ মিটার একক স্প্যানের বাল্বটি গার্ডার সেতু, ৬৫ মিটার দৈর্ঘ্য পিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৪০মিটার দৈর্ঘ্য আরসিসি বক্স গার্ডার সেতু, ৬০মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আরসিসি থ্রু আর্চ গার্ডার সেতু, ১০০ মিটার স্প্যানের স্টিল ট্রাস সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও ১৯ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত স্ল্যাব সেতু (কার্ভড অথবা স্ট্রেইট), ২৭ মিটার পর্যন্ত আরসিসি গার্ডার সেতু এবং ৩০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ভ্যারিয়েবল গার্ডার ডেপথের কন্টিনিউয়াস স্প্যানের সেতু ডিজাইন করে থাকে। এলজিইডি ইতিমধ্যে ১৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সেতুর ডিজাইনও প্রণয়ন করেছে ।

শুধু সেতু নয়, সড়ক ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রেও এলজিইডির অগ্রযাত্রা অসামান্য। আশির দশকে আধা-পাকা প্রাইমারি স্কুলের ডিজাইন দিয়ে শুরু করা এলজিইডি বর্তমানে নিজস্ব জনবল দ্বারা বহুতল প্রাইমারি স্কুল, পিটিআই ভবন, উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, ১,৫০০ সিটের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন অডিটোরিয়াম, বহুমুখী বাণিজ্যিক ভবন, জিমনেসিয়াম, লাইব্রেরিসহ বহুমাত্রিক আধুনিক ভবনের ডিজাইন প্রণয়ন করছে। উপজেলা পর্যায়ের প্রায় সকল ধরনের সড়ক এখন ডিজাইন করে এলজিইডি।

তিস্তা, ধরলা, মধুমতি, শীতলক্ষ্যা, আড়িয়াল খাঁ, মেঘনার মত বড়, গভীর এবং খরস্রোতা নদীতে এলজিইডি ইতোমধ্যে সেতু নির্মাণ করেছে। ৬০ মিটারের অধিক দৈর্ঘের এবং ১,৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত ব্যাসের পাইল স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে, এসব নদীতে। ছোট সেতু দিয়ে শুরু করা এলজিইডির নিজস্ব জনবলের দ্বারা ডিজাইনকৃত সেতুর পাইল নির্মাণে বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে বার্জ মাউন্টেড ব্যবস্থা, কোফার ড্যাম, ভাসমান কোফার ড্যাম ও হেভি স্টেজিং ইত্যাদি।

এলজিইডির ডিজাইন ইউনিটে ১৩টি হাই কনফিগারড কম্পিউটারসহ ৮০টি কম্পিউটার, আধুনিক প্রিন্টার, প্লটার, স্ক্যানার ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। ডিজাইন প্রণয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে লাইসেন্সকৃত MIDAS CIVIL, ETABS, SAP, SAFE, CSI BRIGE, STAAD Pro. এর মত বিশ্বমানের ডিজাইন সফটওয়্যার। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে সেতু এবং সড়ক ও ভবন এই দুই শাখায় দুজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ডিজাইন ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এই ইউনিটে রয়েছে ৫ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৬ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও ৬ জন সহকারী প্রকৌশলীসহ মোট ১৭ জন প্রকৌশলী এবং বেশ কয়েকজন নকশাকার, শিক্ষানবিশ ডিজাইনার ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরামর্শক।

ডিজাইন ইউনিট সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজ

- সেতু, ফ্লাইওভার, কালভার্ট, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পার্ক, ল্যান্ড স্কেপিং, স্লোপ প্রটেকশন, পৌরভবন ইত্যাদির স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন
- বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন পর্যালোচনা
- স্থাপত্য ও ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ
- মাঠপর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভুত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিনে পরিদর্শন ও কারিগরি পরামর্শ প্রদান
- এলজিইডির প্রকৌশলীদের ডিজাইন, ড্রইং ও নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান
- ডিজাইন ইউনিট এ কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন
- আরসিসি ও পিসি গার্ডার সেতুর ম্যানুয়াল ও গাইডলাইন; সেতু, সড়ক ও ভবনের ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড এবং দরতালিকা ও কারিগরি স্পেসিফিকেশন হালনাগাদ করা
- উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন অবকাঠামোর ডিজাইন ও প্রাক্কলন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডির ডিজাইন ইউনিট বিভিন্ন ধরনের মোট ৮৪৬টি অবকাঠামোর ডিজাইনের নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করে । অবকাঠামোর সম্পাদিত ডিজাইনের বিস্তারিত তথ্য নিচে চিত্র-৬.১৭ এ তুলে ধরা হলো:

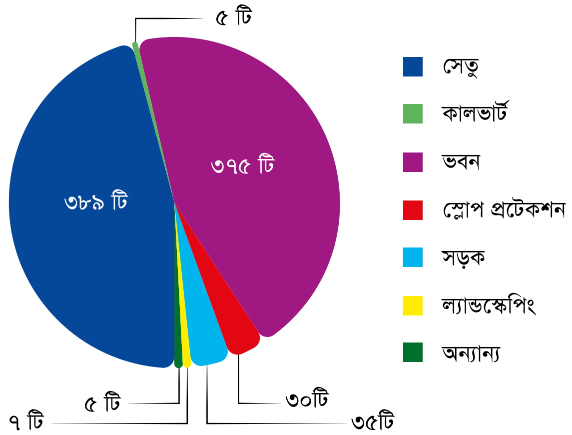

চিত্র- ৬.১৩: ডিজাইন প্রণয়নে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট

যেহেতু নির্মাণ কাজকে শিল্প বলে আখ্যায়িত করা হয় সেহেতু এর লক্ষ্য থাকে গুণগত উৎকর্ষ অর্জন। কোনো সামগ্রী অথবা সেবা যে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ এবং তা যথাযথ ব্যবহার উপযোগী কিনা, সে বিষয়টি নিশ্চিত করাকেই গুণগত মান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাপকাঠি বজায় রাখতে যথাযথ মাননিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

এ দিকে লক্ষ্য রেখেই সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে। এসব পরীক্ষাগারে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডির নিজস্ব উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে কাজের গুণগত মান নির্ণয় সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।

নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচির (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম) আওতায় ১৯৮৪ সালে এলজিইডি ফরিদপুরে প্রথম মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প– আইডিপি: ১৯৮৫-৯০) এর আওতায় ঢাকা ও প্রকল্পভুক্ত ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম-এ চার জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রকল্পের (ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট– আইএসপি: ১৯৯০-৯৬) আওতায় ঢাকায় এলজিইডি সদর দপ্তরে একটি কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৫৯ জেলায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। এসব ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনের নিরিখে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

২০০৩ সালে প্রতিটি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত একজন সহকারী প্রকৌশলীকে মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানরাও এসব মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে। এর ফলে এই ইউনিটটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে জাপান উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান (জাইকা) এর সহযোগিতায় রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার (আরডিইসি) সেটআপ প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ রাজস্ব বাজেট থেকে ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর অধিক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মাননিয়ন্ত্রণ) এর নেতৃত্বে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১২ জন জনবল ও জেলা-উপজেলাসহ উন্নয়ন প্রকল্পের ১৪ জন সহ মোট ২৬ জন জনবল দ্বারা এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার সুবিধাদি

এলজিইডির জেলা ল্যাবরেটরিসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডির উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশের/কাজের গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ সাপেক্ষে পরীক্ষা সুবিধা প্রদান করা হয়। জেলা ল্যাবরেটরিতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডির কেন্দ্রীয় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন লোড ডিভাইসের ক্যালিব্রেশনের ব্যবস্থা আছে।

এলজিইডি ল্যাবরেটরিতে যেসব পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- ফাইননেস টেস্ট সহ সিমেন্টের সকল টেস্ট
- কোর কাটিং এর মাধ্যমে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট
- মার্শাল মিক্সড ডিজাইন
- স্ট্যাবিলিটি ডিটারমিনেশন অব বিটুমিনাস স্যাম্পল
- এক্সস্ট্রাকশন টেস্ট অব বিটুমিনাস কার্পেটিং
- রোটারী হাইড্রলিক ড্রিলিং রিগ ব্যবহার করে সাব-সয়েল ইনভেস্টিগেশন
- মাটির আনকনফাইন্ড কমপ্রেশন টেস্ট
- মাটির কনসলিডেশন টেস্ট
- মাটির ডিরেক্ট শিয়ার টেস্ট
- কোন পেনিট্রেশন টেস্ট (সিপিটি)
- স্টিলের টেনসাইল স্ট্রেংথ ও ইলংগেশন টেস্ট
- কংক্রিট মিক্স ডিজাইন ও কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ টেস্ট।

বিশেষায়িত পরীক্ষা

নির্মাণ সামগ্রীর যেসব পরীক্ষার সুবিধা এলজিইডির ল্যাবরেটরিতে নেই সেসব পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

গবেষণা

বর্তমানে নরম মাটিকে জেট গ্রাউটিং পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে উপযুক্ত ভারবহন ক্ষমতা সম্পন্ন উন্নততর শক্ত মাটিতে পরিণত করা যায় তার উপর একটি প্রায়োগিক পবেষনা চলমান রয়েছে। এছাড়াও Wastage Plastic কিভাবে বিটুমিনাস কার্পেটিং -এ ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে প্রকল্পের সহায়তায় একটি প্রায়োগিক গবেষণা চলমান রয়েছে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা সংক্রান্ত ফি

কেন্দ্রীয় ও জেলা মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও অন্যান্য পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতিবছর উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ের ল্যাবরেটরির মাধ্যমে মোট ১৬০ কোটি ২২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আয় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ ও বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অত্র ইউনিটের প্রকৌশলীগণ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট এ সকল প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ল্যাবরেটরির বিবরণ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাক্ষেণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের ল্যাবরেটরিসমূহ হলো:

১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি - ১ টি

২। আঞ্চলিক মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি - ২০ টি (পরিবেশ বিষয়ক)

৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি - ৬৪ টি

৪। উপজেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরি স্থাপনের সিদ্ধান্ত- ৮ টি বিভাগের ৮ টি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এলজিইডি'র সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডি'র উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংগের/কাজের গুনতগ মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংগৃহীত ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরিগুলোতে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয় করা হয়েছে:

- কংক্রিট মিনি মিক্সার মেশিন
- ইলেক্ট্রনিক ব্যালান্স
- ইনফ্রারেড থার্মোমিটার
- ডায়নামিক কোন পেনিট্রোমিটার (ডিসিপি)
- লস এঞ্জেলস এ্যাবরেশন (এলএএ) মেশিন
- ল্যাবরেটরি ওভেন
- ভাইব্রেটিং রেমার
- মর্টার মিক্সার মেশিন
- কোর ড্রিল মেশিন
- বিটুমিন সফ্টনিং পয়েন্ট টেস্টার
- বিটুমিন এক্সট্রাক্টর মেশিন
- ফ্লাস ফায়ার টেস্টার
- ইনফ্রারেড থার্মোমিটার

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাক্ষেণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডি'র নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকান্ডের গুণগতমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী করে থাকে।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

বাংলাদেশ বর্তমানে নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা এবং উন্নত জীবনযাপনের আশায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহর অভিমুখী হওয়ায় শহরের ও নগরের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়। একই সঙ্গে নগরগুলোতে দেখা যায় অপর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, অপর্যাপ্ত পয়ঃ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নগর স্বাস্থ্য সুবিধার অপ্রতুলতা, নগর দারিদ্র্য এসব নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত শহরগুলো। এই বাস্তবতায় এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ইউনিসেফ এর আর্থিক সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর পর্যায়ে প্রথম প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে।

অতঃপর দেশের মাঝারি শহরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিআইডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে এসটিআইডিপি-২ বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়।

পরবর্তীতে আরও ব্যাপকভাবে নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমএসপি) শিরোনামে একটি প্রকল্প ২০০০ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডিতে 'মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট' (এমএসইউ) গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এমএসইউ এর কার্যক্রম ৬টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সার্পোট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মূলত পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টস, ট্রেড লাইসেন্স এবং অবকাঠামোর ইনভেন্টরি ও পানির বিল কম্পিউটারাইজেশন– এই ৫টি বিষয়ে এমএসপিভুক্ত ১৭টি সহ মোট ১৫০টি পৌরসভায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই সহায়তার আওতায় বর্ণিত ৫টি বিষয়ের মধ্যে অবকাঠামো ইনভেন্টরি বাদে বাকি ৪টি কাজের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিআইআইপি) আওতায় 'আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট' (ইউএমএসইউ) গঠন করা হয় এবং একই কার্যক্রম আরও ৪টি রিজিওয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। এক্ষেত্রে এমএসইউ এর পরিচালক ইউএমএসইউ এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ইউএমএসইউ এর আওতায় ৩৩টি পৌরসভায় কম্পিউটারাইজেশন সেবা সম্প্রসারণ করা হয়। এদিকে ২০০২ সালে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডির পূর্ণাঙ্গ নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরসভার 'ন্যাশনাল ডাটাবেজ' হালনাগাদ কাজে এই ইউনিট সহায়তা প্রদান করে।

বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর ও শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশি, যা পল্লি অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। দ্রুত বেড়ে ওঠা নগরগুলো উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় অপার সম্ভাবনার উৎস। সে কারণে নগরে বসবাসরত নাগরিকদের আবাসন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও বস্তি এলাকার উন্নয়নসহ নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত ও টেকসই নগর গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কাজ করছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নগর ব্যবস্থাপনার অধিক্ষেত্রের আওতায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নগর ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এলজিইডি নগর সেক্টরে বর্তমানে ২৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

এলজিইডি বাংলাদেশের ২৫৫টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা বা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং ১৭টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শেষের দিকে। এর মধ্যে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৫টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকাসহ) এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এছাড়া তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১৬টি পৌরসভা ও ভোলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও পৌরবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোনো অংশ অথবা বিষয়ের ওপর এলাকাবাসীর মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য নূন্যতম এক মাস গণশুনানির পর সকলের মতামতের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পৌরপরিষদ কর্তৃক তা অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে সম্পন্নকৃত মহাপরিকল্পনাগুলো পৌরসভার গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালে টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া, টাঙ্গাইল, মাধবপুর ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাইয়ের পর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৪ এ গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট মহাপরিকল্পনাগুলোর গেজেট নোটিফিকেশন জারি প্রক্রিয়াধীন আছে। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট এসব মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকে।

নগর পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। এর মধ্যে তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (ইউজিআইআইপি-৩) এর আওতায় দেশের ৩৬টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনা (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) এর আওতায় ১৮টি পৌরসভা, উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিটিইআইপি) এর আওতায় ১০টি পৌরসভা এবং সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) এর আওতায় ৫টি সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি) এর মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পভুক্ত ২২টি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১১টি অর্থাৎ সর্বমোট ৩৩টি পৌরসভায় ইউজিএআইপি বাস্তবায়ন করা হয়।

পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কাজ বাস্তবায়নে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

দক্ষতা উন্নয়ন

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পূর্বোল্লেখিত মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্টের আওতায় গঠিত এমএসইউ এবং প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় গঠিত ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে তা বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর আওতায় সারাদেশে গঠিত ১০টি মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে, যার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং হোল্ডিং ট্যাক্স, অ্যাকাউন্টিং, ট্রেড লাইসেন্স ও ওয়াটার বিলিং সফটওয়্যার স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পৌরসভার আর্থিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনা, নাগরিক অংশগ্রহণ, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অন্যতম।

এছাড়া হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং ও কালেকশন, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, ট্রেড লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট ও ওয়াটার বিলিং ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত অফলাইন সফটওয়্যারকে নতুনভাবে একটি অনলাইন ওয়েব বেজড অ্যাপিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই অ্যাপিকেশনের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স বিলিং ও কালেকশন এর মোবাইল অ্যাপস, ট্রেড লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট এর মোবাইল অ্যাপস, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট এর মোবাইল অ্যাপস, ইউজার ম্যানেজমেন্ট ও অডিট ট্রায়েল, হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট, মুভেবেল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, ওয়াটার বিলিং (ডায়ামিটার ও মিটার) এর মোবাইল অ্যাপস এবং নন মোটোরাইজড ভেহিক্যাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থাপনা করা যাবে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ট্রেড লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট এন্ড অযান্ত্রিক যানবাহন লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা- ৩টি ব্যাচ, মিউনিসিপ্যাল একাউন্টিং ৩টি ব্যাচ, হোল্ডিং ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট (এসেসমেন্ট) ৩টি ব্যাচ এবং মুভেবল এসেট ম্যানেজমেন্ট ২টি ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।

১০টি রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (আরএমএসইউ) এর মাধ্যমে দেশের সকল পৌরসভা ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনে এ কার্যক্রম চলছে। এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর পরিকল্পনা ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন) ও পরিচালক (এমএসইউ) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১০টি অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার উপ-পরিচালকগণ দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছেন। অঞ্চলগুলো হচ্ছে– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪৩টি ব্যাচে সর্বমোট ৮১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও অংশীজনদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এলজিইডি সদর দপ্তর ও ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৭৮২ জন পুরুষ ও ৫৯৭ জন নারী।

স্থানীয় সরকার বিভাগের কার্যক্রম

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট পৌরসভাসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা , দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এলজিইডির ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভার সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট পৌরসভাসমূহে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ডাটাবেজ তৈরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা , দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এমআইএস সফটওয়্যার এবং ওয়েব পোর্টাল অপারেশনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এলজিইডির ১০টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভার সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক “পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পৌরসভা সড়ক উন্নয়ন এবং, পৌরসভা ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন” বিষয়ক প্রশিক্ষণে নির্বাহী প্রকৌশলী, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, শহর পরিকল্পনাবিদ, সহকারী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ড্রাফটসম্যান ও সার্ভেয়ারদের ৫ দিনব্যাপী পৃথক ৯টি ব্যাচে মোট ১৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ১৫১ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী।

খাতের আওতাধীন যান-যন্ত্রাদি ক্রয় উপখাত হতে বরাদ্দকৃত ৪১.৫৮ কোটি টাকায় পৌরসভার জন্য ২১টি হুইল এক্সাভেটর ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন সহায়তা খাতের অধীনে যান-যন্ত্রাদি ক্রয় উপখাত হতে বরাদ্দকৃত ৪৮.৪০ কোটি টাকায় সিটি কর্পোরেশনের জন্য ৮টি উইড হারভেস্টার ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

জাতীয় পানি নীতি অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট গঠন করা হয়। পানি সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহার করে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এলজিইডির পানি সম্পদ সেক্টর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস উদ্যোগে সহায়তা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণের পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখা এ সেক্টরের মূল উদ্দেশ্য।

এই ইউনিটের অধীনে দুটি শাখা রয়েছে, যার একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখা এবং অন্যটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা। উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, সম্ভাব্যতা নিরূপণ এবং পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রণয়নের বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ তদারকি করা পরিকল্পনা ও ডিজাইন শাখার কাজ। অন্যদিকে বাস্তবায়নের পর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে হস্তান্তরকৃত উপ-প্রকল্পগুলোর অবকাঠামোসমূহের বাস্তবায়ন পরবর্তী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক এবং সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা প্রদান পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার কাজ। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা) এর অধিক্ষেত্রের আওতায় দুইজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এই ইউনিটের দুটি শাখার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূ-উপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই, মাঠপর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্পের অন্তর্গত অবকাঠামোর নকশা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে সকল পক্ষ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর পাবসস এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ও এলজিইডি যৌথভাবে একবছর উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এরপর উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লিজ চুক্তির মাধ্যমে পাবসস এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪টি ধাপ ও ৩৬ থেকে ৩৮টি প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং ১০ থেকে ১২টি শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে প্রায় ১৮-৩০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়।

উপ-প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ

এলজিইড ১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাস্তবায়িত মোট ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১,১৬৭টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। বাস্তবায়িত এসব উপ-প্রকল্পের সেচ ও নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) অবকাঠামো রাজস্ব বাজেটের মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত সবগুলো উপ-প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) কাছে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। পাবসস উপকারভোগীদের কাছ থেকে মাসিক সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জরুরি ও সময়ান্তর বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে সেচ ও নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) কাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচির আওতায় পাবসসের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫৩ জেলায় ১৯৩টি উপ-প্রকল্পের ২৯০টি স্কিম রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এ খাতে মোট ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সম্পূর্ণ তহবিল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে শতকরা ১০০ ভাগ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এই ইউনিটের আওতায় টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জাইকা) শীর্ষক ২টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্প ২টির মাধ্যমে ১৯৫টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩৯৫টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/ পুনর্বাসন/ কার্যকারিতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া একই অর্থবছর থেকে ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের পুকুর, খাল উন্নয়ন শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ৪৮টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, ২৩৩টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন/কার্যকারিতা

বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ১,১০৭ একর পুকুর, ১০৭৯.৬ কি.মি. খাল, ১৮৬.৯ কি.মি. বাঁধ, ২৯টি পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো ও ৬৬টি (মোট ৭৭৬টি) পাবসস অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (আইডব্লিউআরএম) এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখা বাস্তবায়িত সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছে উপ-প্রকল্প হস্তান্তরের পর বাস্তবায়ন পরবর্তী মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক রক্ষণাবেক্ষণে (জরুরি, নিয়মিত ও সময়ান্তর) প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়ত দিয়ে থাকে। একই সঙ্গে সমিতিগুলোর কার্যক্রম তদারকি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিটি পাবসসকে অবকাঠামোসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত এমআইএস অত্যন্ত কার্যকর একটি ব্যবস্থা। এমআইএস এ উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়।

মাঠপর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছ থেকে সংগ্রহ করে উপজেলা প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে এসব তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে অনলাইনে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন প্রকল্প প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৯৯৫ ইং সাল থেকে অদ্যাবধি মেটি ৭(সাত) টি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১১২০টি উপ-প্রকল্প ওডজগ (ওএন্ডএম) এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। এসকল উপ-প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বৎসর সময়ান্তর ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া পাবসসও নিজস্ব অর্থায়নে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করে উপজেলা প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে এসব তথ্য এমআইএস সফটওয়্যারে অর্ন্তভুক্ত করে অনলাইনে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উক্ত সফটওয়ারের ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষিত তথ্য উপ-প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন প্রকল্প প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পাবসস সমূহ সার্বিকভাবে মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ওডজগ গওঝ ঝড়ভঃধিৎব একটি কার্যকর ব্যবস্থা।

উপ-প্রকল্পের অধীনে সেচ ও নিকাশ কাঠামাগুলো যাতে যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয় এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বেগবান হয় সে বিষয়ে এলজিইডির মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পাবসস'কে অধিকতর দায়িত্ববান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে ২০২১-২০২২ ইং অর্থবছরে জিওবি অর্থায়ণে ৪(চার)টি অঞ্চলে ১১৩ (একশত তের) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পাবসস উপকারভোগীদের কাছ থেকে মাসিক সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস্য থেকে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। জরুরী ও সময়ান্তর বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (ওএন্ডএম) এর মাধ্যমে রাজস্ব বাজেটে সেচ ও নিস্কাশন (ড্রেনেজ) কাঠামো মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় পাবসসের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত হয়। এই কর্মসুচীর আওতায় ২০২১-২০২২ইং অর্থবছরে ৫১ টি জেলায় ১৯৩টি উপ-প্রকল্প এবং ২৬৪টি স্কীমের বিপরীতে ২৫ (পচিঁশ) কোটি টাকা সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হয়, উক্ত আর্থিক বছরে গৃহীত কার্যক্রমের শতভাগ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যা পাবসস সমূহকে টেকসই করার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে।

অধ্যায়-০৬

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এলজিইডির সম্পৃক্ততা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ--৭২
- প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো --৭২

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় -- ৭৩
- মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প------------------------- ৭৩
- উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন -- ৭৩

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়--৭৪
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর--৭৪

ভূমি মন্ত্রণালয়--৭৪
- শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস --৭৪

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ--৭৫
- অডিটোরিয়াম --৭৫

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়--৭৫
- ডায়াবেটিস হাসপাতাল --৭৫
- বালিকা এতিমখানা-- ৭৬

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় -- ৭৬
- জয়িতা -- ৭৬
- এতিম ও অসহায়দের জন্য একাডেমিক ও আবাসিক ভবন --৭৭

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়--৭৭
- পর্যটন কেন্দ্র--৭৭

পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় -- ৭৮
- রেশম গবেষণা কেন্দ্র -- ৭৮

গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন সহায়ক জীবনমান উন্নয়নের মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে এলজিইডি। দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার সুফল আজ দৃশ্যমান। সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির সক্ষমতা অনেক বেড়েছে। প্রতিবছর সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ধারাবাহিক সাফল্যে এলজিইডি নিজস্ব মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আস্থা অর্জন করেছে। ফলে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি সেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছে। এলজিইডির অন্যান্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কাজের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। আর তাই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। সকল শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্প। এলজিইডি এসব কাজ বাস্তবায়ন করছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে প্রয়োজনভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ। দেশের চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, হাওর, চা-বাগানসহ দুর্গম ও শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকা এবং শহরের চ্যালেঞ্জিং এলাকায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ছাড়াও অন্যান্য চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ উপাঙ্গের মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিআই) অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি।

১৯৯০ সাল থেকে এলজিইডি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে কাজ করে আসছে। শিক্ষা উন্নয়ন অবকাঠামো সুষ্ঠু ও মানসম্পন্নভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিইআইএমইউ) স্থাপন করা হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এবং একজন তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলীর ব্যবস্থাপনায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ৪০ জন আঞ্চলিক নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে এসব কাজ পরিদর্শন করে থাকেন। বিভাগীয় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ মাঠপর্যায়ে চলমান কাজের সার্বিক সমন্বয়, পরিদর্শন ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলায় স্থাপিত এলজিইডির আধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়।

মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত এসকল কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)-এর প্রতিনিধি ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)-র সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা শিক্ষা কমিটি সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৮,৫৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ এবং ৯৫৯টি বিদ্যালয় মেরামত, ১,৮৪৪টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ১৭৫টি ইউআরসি সম্প্রসারণ/মেরামত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি এ পর্যন্ত বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে মোট ৩৫টি কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সঠিক ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তুলে ধরার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প' হাতে নিয়েছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের সবগুলো জেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ৩৬২টি ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করা হবে। নির্মিত অবকাঠামোর সঙ্গে ওই স্থানের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকবে। ইতোমধ্যে ৩৩০টি উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার মধ্যে ২৪০টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৭৬টির নির্মাণ কাজ চলছে এবং ১৪টির দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭৮টি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ/জাদুঘরের নির্মাণ শেষ হয়েছে।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবময় অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে।

পাঁচতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের তিনতলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনের নিচতলা এবং দ্বিতীয়তলায় বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রতি তলায় ৬টি করে মোট ১২টি দোকান থাকবে। তৃতীয়তলায় সামাজিক ব্যবহারের জন্য হল রুম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস এবং লাইব্রেরি কাম মিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থাকবে। দোকান, হল রুম ও ছাদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হবে, যা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিজস্ব আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। ইতোমধ্যে ৪৭০টি উপজেলায় কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪২১টি ভবন নির্মাণ শেষ করা হয়েছে এবং ২২টির নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২১টির নির্মাণ শেষ হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর

গাজীপুরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন অধিদপ্তরের আওতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক এর এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্কটি গাজীপুর সদর ও শ্রীপুর উপজেলায় অবস্থিত। সাফারি পার্কটি দেশি-বিদেশি বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ ও বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের পর্যটন, শিক্ষা, গবেষণা, চিত্তবিনোদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। সারাদেশে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণে ব্যাপক গণসচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্কটি উন্নয়ন করা হচ্ছে। গৃহীত প্রকল্পের আওতায় পার্কে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও যানজট নিরসনে এপ্রোচ সড়ক, পার্কের বাইরে সিকিউরিটি সড়ক, ৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি সেতু এবং পার্কের অভ্যন্তরে এইচবিবি সড়ক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত শতকরা ৭০ ভাগ ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস

ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ও জনসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিস নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই, আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত উন্নত সেবা প্রদান এবং ভূমি অফিসের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উন্নত ভৌত সুবিধা প্রদান করা। একই সঙ্গে ভূমি অফিসসমূহে কর্মরত জনবলের পেশাগত ও আইটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি। পার্বত্য তিনটি জেলা বাদে দেশের অন্য ৬১ জেলার মহানগর, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব ভূমি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৩,৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে। প্রথম পর্যায়ে সমতল এলাকায় ৯৯৩টি এবং হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় ৫৭টি ভূমি অফিস নির্মিত হবে। সমতল এলাকায় দুইতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১,০৩৫ বর্গফুটের একতলা ভবন এবং হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় তিনতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১,২১০ বর্গফুটের দুইতলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৭৪৫টি ভূমি অফিসের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

অডিটোরিয়াম

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ বর্তমানে শান্তিগঞ্জ একটি নবসৃষ্ট উপজেলা, এই উপজেলায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সরকারি অথবা বেসরকারি পর্যায়ে কোন মিলনায়তন অথবা অডিটরিয়াম নেই। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও স্থানীয় জনসাধারণের সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ৪০০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় সুপারিশ করেছেন। স্থানীয় জনসাধারণের জরুরী চাহিদা, সরকারি দপ্তরসমূহের উন্নয়ন কর্মকান্ড জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করার লক্ষ্যে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের প্রচেষ্টায় ১২৮০ বর্গমিটারের দ্বিতল একটি অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডি-কে বরাদ্দ প্রদান করেন।

অডিটরিয়ামটিতে আধুনিক মঞ্চ, ড্রেসিং রুম, ট্রায়াল রুম, ৪০০ আসন বিশিষ্ট গ্যালারী, ৩০আসন বিশিষ্ট ভিআইপি লাউঞ্জ, সাউন্ড সিস্টেম, স্টেজ ও অডিটরিয়াম লাইটিং, আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, কার পার্কিং , সুপরিসর লবিসহ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৬ হতে শুরু হয়ে জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হবে, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ডায়াবেটিস হাসপাতাল

বাংলাদেশের প্রায় পৌনে এক কোটি মানুষ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। বিশ্বে প্রতিবছর ৩ লক্ষাধিক ডায়াবেটিক রোগী শনাক্ত হচ্ছে। এদেশে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী ডায়াবেটিক ঝুঁকিতে রয়েছে। গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর হার বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। এ বাস্তবতায় দেশের ডায়াবেটিক সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে দেশের ৮টি জেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মিত হচ্ছে। এই নির্মাণে বাংলাদেশ সরকার শতকরা ৭০-৮০ ভাগ এবং সমিতি ৩০-২০ ভাগ অর্থায়ন করছে। ডায়াবেটিক সমিতিগুলো কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ দুস্থ, অবহেলিত ও দরিদ্র রোগীর মধ্যে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস চিকিৎসা দেবে। এলজিইডি সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, মাগুরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুমিল্লা এবং সুনামগঞ্জ জেলায় ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মাণ করছে। ৬তলা থেকে ৯তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ভবনের বর্তমানে ৩তলা থেকে ৭তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলছে। ইতোমধ্যে নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, মাগুরা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত কুমিল্লা ও সুনামগঞ্জ জেলার ডায়াবেটিস হাসপাতাল নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি শতকরা ৯০ ভাগ।

বালিকা এতিমখানা

দেশব্যাপী এতিম ও পিতা মাতার স্নেহবঞ্চিত শিশুদের লালনপালন করে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোহনগঞ্জে একটি এতিমখানা নির্মাণের জন্য এলজিইডি-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্বত্বাধিকারী সংস্থা চাহিদানুরুপ ১৩৪০ বর্গমিটার এর ৫তলা একটি ভবন নির্মিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানায় এতিম শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে শিশুদের পরিচর্যা, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে যেন তারা পরবর্তীতে শিক্ষিত হয়ে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

সামাজের অনগ্রসর সুবিধা বঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুদের যথাযথ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলে সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য স্বত্বাধিকারী সংস্থা সমাজসেবা বিভাগের চাহিদানুযায়ী এলজিইডি উপযুক্ত ও মানসম্মত আবাসন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মানসম্মত টয়লেট ইত্যাদির সুযোগ রেখে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে শুরু হয়ে জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হবে, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জয়িতা

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তক বাস্তবায়নাধীন 'নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িতা-বান্দরবান)' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় বান্দরবান জেলা শহরে মেঘলা পর্যটন কেন্দ্রে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন, দৈনন্দিন চাহিদার আলোকে সামগ্রী সংগ্রহ ও বিপণন এবং বাজারজাতকরণে নারী উদ্যোক্তাবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন করে সেবা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিকে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপণী কেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় কালীগঞ্জ উপজেলা শহরে নারীদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যবসার পুঁজি ও বিনিয়োগ সৃষ্টি, নারীবান্ধব পরিবেশ, নারী উদ্যোক্তাবান্ধব অবকাঠামোর উন্নয়ন করে সেবা ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মার্কেটের মধ্যবর্তী স্থান ও সম্মুখভাগের সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করা হচ্ছে। এলজিইডি এ কাজ বাস্তবায়ন করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গাজীপুরের অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হয়েছে।

এতিম ও অসহায়দের জন্য একাডেমিক ও আবাসিক ভবন

"কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, দিরাই, সুনামগঞ্জ" প্রকল্পটির মাধ্যমে এতিম ও অসহায় মেয়েরা জীবনমান উন্নয়নের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণসহ সাধারণ শিক্ষার গ্রহণের সুযোগ পাবে, কম্পিউটার প্রশিক্ষন, সেলাই প্রশিক্ষণ মাধ্যমে মেয়েরা চাকুরী ও আয়ের সুযোগ পাবে। সর্বপরি এতিম ও অসহায় কিশোরীদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। আগামী জুন'২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

পর্যটন কেন্দ্র

"নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার আদর্শ নগরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পর্যটন হচ্ছে বিশ্বের একক সর্ববৃহৎ ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্প। উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পেলে পর্যটকগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে থাকেন। উক্ত বিষয় চিন্তা করে নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার আদর্শ নগরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। আদর্শ নগরের পর্যটন কেন্দ্রটির তিনদিকে হাওর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এছাড়াও উক্ত স্থানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি কলেজ ও একটি বড় বাজার আছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে মানসম্মত আবাসিক ভবন, ক্যাটারিং সুবিধা ও বিনোদনের সুবিধা রেখে ভবন নির্মিত হচ্ছে। যার ফলে উক্ত স্থানে ভ্রমণ করতে পর্যটকগণ আগ্রহী হবেন এবং হাওর এলাকার বৈচিত্র্য উপভোগ, স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হবেন। স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি পাবে, পণ্যের প্রচার ও প্রসার হবে ফলে স্থানীয় জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানউন্নয়ন ও স্থানীয় আদিবাসীকে পর্যটকবান্ধব হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের আওতায় ২-তলা ভবন, অভ্যন্তরীণ সড়ক ও মাটি ভরাট, প্রধান ফটক ও বাউন্ডারী ওয়াল কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে শুরু হয়ে জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হবে, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা।

পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়

রেশম গবেষণা কেন্দ্র

"রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র" নির্মাণ কাজ।

রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি জেলার চন্দ্রঘোনায় একটি আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র, ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমেটররী ভবন নির্মাণে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রাজশাহী একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। উক্ত প্রকল্পের আওতায় চন্দ্রঘোনায় একটি তিন তলা ভবন নির্মাণ করার লক্ষ্যে এলজিইডি-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এলক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাস্থ চন্দ্রঘোনায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত ভবনে গবেষণাগার, ট্রেনিং হল ও আবাসন সুবিধা থাকবে। ভবনটি নির্মিত হলে স্থানীয় জনগণকে রেশম প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাবে ফলে জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হবে। প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি জেলার চন্দ্রঘোনায় ৩-তলা ট্রেনিং সেন্টার কাম ডরমেটরী ভবন নির্মাণ, অভ্যন্তরীন সড়ক ও মাটি ভরাট, প্রধান ফটক ও বাউন্ডারী ওয়াল কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১ হতে শুরু হয়ে জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হবে, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

অধ্যায়-০৭

এলজিইডির বিশেষ কার্যক্রম

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম ---------- ৮০
পার্বত্য অঞ্চল ---------- ৮১
হাওর অঞ্চল ---------- ৮২
ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) ---------- ৮২
জলমহাল ব্যবস্থাপনা ---------- ৮৩
মাটির কিল্লা ---------- ৮৪
ডুবো সড়ক ---------- ৮৪
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম ---------- ৮৫
এমডিএসপি ---------- ৮৫
সিটিইআইপি ---------- ৮৫
ইএমসিআরপি ---------- ৮৫
বরেন্দ্র অঞ্চল ---------- ৮৬
চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল ---------- ৮৭
দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি ---------- ৮৮

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানে যেমন সমতলভূমি রয়েছে তেমনি রয়েছে পাহাড়, বরেন্দ্র ভূমি, বিস্তীর্ণ হাওর এবং বঙ্গোপসাগরের কোলঘেঁষে উপকূলীয় অঞ্চল। অঞ্চলভেদে মানুষের জীবনাচরণ ও জীবিকার মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য, জীবনমানেও রয়েছে ভিন্নতা। এলজিইডি সমগ্র বাংলাদেশে পল্লি অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে। এসব অবকাঠামো নির্মাণের মূল লক্ষ্য মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। এক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান পরিকল্পনার আলোকে যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট এবং চাহিদাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য কার্যক্রম

মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সেদেশে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গণপ্রস্থান পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি সংকটগুলোর মধ্যে অন্যতম। কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই সংখ্যা স্থানীয় জনগণের তুলনায় প্রায় তিনগুন।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সহজ করা ও স্থানীয় জনগণের জীবনমান ধরে রাখতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'জরুরিভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টিসেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)' এবং এডিবির সহায়তায় 'বাংলাদেশ: জরুরি সহায়তা প্রকল্প (ইএপি)'। এলজিইডি অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করছে।

ইএমসিআরপি প্রকল্পের আওতায় ৫০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ৬টি হাট-বাজার উন্নয়ন, ১টি রিলিফ বিতরণ ও পরিচালনা কেন্দ্র, ৩০টি বহুমুখি কমিউনিটি সেবা কেন্দ্র, ৯টি অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র রাখার মজুদ ঘর ও স্যাটেলাইট কেন্দ্র এবং ১টি মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের রিনোভেশনসহ সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও ২৫৫.৪৬ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন ও নতুন সড়কসহ ২৭৩.২০ মিটার সেতু ও ৩৭১ মিটার কালভার্ট, ২,০০০ মিটার সড়কের পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ এবং বন্ধ ছড়া পরিষ্কার ও খাল খননেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিকল্পনার কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ৪০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র, ১৯৪.৭৭ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন এবং সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

এ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর ২০২২) প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৪১.২৮ ভাগ ও ৩৬.৯৬ ভাগ। এছাড়া ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ১০০ ভাগ ও ৯৯.৫৮ ভাগ অর্জিত হয়েছে।

এডিবির সহায়তা প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি অংশে রয়েছে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ ও ক্যাম্পের সাথে সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার ও খাবার বিতরণ কেন্দ্র নির্মাণ, পাহাড়ের পার্শ্বঢাল সুরক্ষা ও বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্য উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মজবুত ও প্রশস্তকরণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে।

ইতোমধ্যে ১৫টি প্যাকেজের মধ্যে সবগুলির কাজ সমাপ্ত হয়েছে বর্তমানে এডিবি এর অতিরিক্ত অর্থায়নে সাইক্লোন শেল্টার কাম বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, আইসিডিডিআরবি টেকনাফ এর উন্নয়ন কাজ এবং উপজেলা সড়কের উন্নয়ন কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চল

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার আয়তন ১৩ হাজার বর্গকিলোমিটারের কিছু বেশি, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ১৫ লক্ষাধিক। বৈচিত্রপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের এ এলাকার শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ অধিবাসীই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর। এ অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার দেশের জাতীয় গড় দারিদ্র্যের হারের চেয়ে বেশি। অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট পাহাড়ি ঢল, ভূমিধস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে এসব দুর্গম জনপদে আয়-রোজগার, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ অনেক সীমিত। এছাড়াও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে লোকালয়গুলো অনেক পিছিয়ে আছে।

দেশের অধিকাংশ অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জলবায়ু ও ভৌগলিক কারণে এলাকার মানুষ সাধারণত কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। টেকসই অবকাঠামোর অভাব চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। অপর্যাপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কৃষিপণ্য পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ অত্যন্ত দুরূহ। দুর্গম পাহাড়ি পথে যাতায়াত ব্যয়বহুল হওয়ায় অকৃষি খাতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত।

এই প্রেক্ষাপটে এলজিইডি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে দুটি এলজিইডির নিজস্ব প্রকল্প এবং একটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের। প্রকল্পগুলি হচ্ছে যথ াক্রমে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পার্বত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায়; তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)। এসব প্রকল্পের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ও সড়কের সুরক্ষা এবং সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার মোট ২৬টি উপজেলায় নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। ফলে যাতায়াতে সময় ও খরচ কমবে। উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত দুর্গম এই অঞ্চলের জনগণের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতায়াত সহজতর হবে। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্রুত চলাচল সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় অপরাধ প্রবণতা কমে আসবে। একই সঙ্গে এই জনপদের অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে।

তিন পার্বত্য জেলায় জীবনমান উন্নয়নে তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তন্মধ্যে দুটি প্রকল্প ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তকৃত প্রকল্প দুটির আওতায় মোট ২৯৩.০২ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, ৪,৩৮০.৬০ মিটার সেতু ও ৭৬৯.৭০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। সড়ক ও কালভার্ট মেরামত করা হয়েছে ৭৩.৫৭ কি.মি.। ৫০০ মিটার সড়ক এবং ২০০ মিটার নদীর পাড় সুরক্ষার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এলজিইডির ৩টি সম্প্রসারিত অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে চলমান "তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প" -এর আওতায় ৬১.০২ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, ২০২ মিটার সেতু ও ৭৮.৫০ মিটার কালভার্ট নির্মাণ এবং ১১.৭৯ কি.মি. সড়ক প্রতিরক্ষার কাজ করা হয়েছে।

এবং এই প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে–

সড়ক উন্নয়ন : ৪২৮.৩৭ কি.মি.

সেতু : ২,৭০২ মিটার

কালভার্ট নির্মাণ : ৩১৫.০৫ মিটার

সড়ক প্রতিরক্ষা : ৫৬.৫১ কি.মি.।

হাওর অঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে রয়েছে ছোট বড় অনেক হাওর। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের প্রায় ৮,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয়। বছরের প্রায় সাত মাস এসব এলাকা জলমগ্ন থাকে। হাওর এলাকায় বিপুল পরিমাণ বোরো ধান উৎপন্ন হয়। প্রায়শই আগাম বন্যায় ঘরে তোলার আগেই ফসল পানিতে তলিয়ে যায়। এতে স্থানীয় কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি জীবনযাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

হাওরে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। কৃষি বিশেষ করে ধান ও মৎস্য সম্পদের একটি বড় অংশের যোগান আসে এই হাওর থেকে। প্রকৃতিগত কারণে হাওর অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রম সাধারণ এলাকার থেকে আলাদা। অবকাঠামো উন্নয়নে এখানে রয়েছে নানা রকম চ্যালেঞ্জ। নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যেও হাওর এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা ও জীবনমান উন্নয়নে এলজিইডি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বন্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এলাকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে এলজিইডি দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্প দুটি হচ্ছে ইফাদ সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং জাইকা সহায়তাপুষ্ট হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (এইচএফএমএলআইপি)।

কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলায় প্রকল্প দুটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে– হাওর অঞ্চলে ডুবো সড়ক, সেতু/কালভার্ট, গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও মার্কেট কালেকশন সেন্টার, বোট ল্যান্ডিং ঘাট, সেচ অবকাঠামো, মাটির কিল্লারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও গ্রাম, বাজার ও রাস্তার পাড় বা ঢাল প্রতিরক্ষা, সড়ক অবকাঠামো মেরামত, মৎস চাষ, বিলে মৎস অভয়াশ্রম ও জলজবৃক্ষ রোপন, বিকল্প আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে হিলিপ-এর আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৬.৩০ এবং ৯৫৯.২৮৯ ভাগ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৬.১২ এবং ৯৫.১৪ ভাগ।

এবং এইচএফএমএলআইপি-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯৮ এবং ৯৭ ভাগ। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে শতকরা ৯২ এবং ৯১.৬০ ভাগ।

ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)

হাওর অঞ্চলের জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনে গত জুলাই ২০১৪ থেকে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এর সহযোগী প্রকল্প হিসেবে ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে অবস্থিত নেত্রকোণা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ে, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হাওরের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপের মত ছোট ছোট গ্রামকে বর্ষায় হাওরের প্রবল ঢেউয়ের হাত থেকে সুরক্ষার জন্য ক্যালিপের আওতায় গ্রাম সুরক্ষা দেওয়াল, শুকনো মৌসুমে হাওর এলাকার বিস্তীর্ণ পথে চলাচলের জন্য ডুবো সড়ক এবং আগাম বৃষ্টির পানি থেকে ফসল রক্ষার জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ সড়ক, আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন, জলমহালের পাড়ের সুরক্ষা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক ঢালের সুরক্ষায় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এসব সুরক্ষা কাজে পরিবেশবান্ধব ভার্টিবার ও ব্লক ব্যবহার করা হয়। সুপেয় পানি, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে ক্যালিপ।

কৃষি ও অকৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তার জন্য ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ক্যালিপ। এ কার্যক্রমের আওতায় আগাম বন্যার হাত থেকে হাওরের ফসল ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি রোধে আগাম বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এই প্রকল্পটির আওতায় ১৭৫টি প্রাকৃতিক উপায়ে গ্রাম প্রতিরক্ষা কাজের লক্ষ্যমাত্রায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ২১টিসহ এ পর্যন্ত ১৬৬টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৯টির কাজ চলমান রয়েছে। ২০০টি ভিলেজ ইন্টারনাল সার্ভিসের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮টিসহ এ পর্যন্ত ১৯৬টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪টির কাজ চলমান রয়েছে। নির্ধারিত ২৮টি মাটির কিল্লার মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২টিসহ এ পর্যন্ত ২৭টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টির কাজ চলমান রয়েছে। বিলের পাড় প্রতিরক্ষার কাজে ৫০টির মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১১টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩৯টির কাজ চলমান রয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে ৬০ কি.মি. রাস্তার ঢাল প্রতিরক্ষার কাজের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১১ কি.মি.সহ এ পর্যন্ত ৫১ কি.মি. প্রতিরক্ষার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪৫০টি ব্যাচের ভোকেশনাল (দর্জি, নারী গাড়ি চালক, ওয়েলডিং, প্লামবিং, হাউজ ওয়ারিং, মটর সাইকেল; মোবাইল ও পানির পাম্প রিপিয়ারিং) প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮টি ব্যাচের প্রশিক্ষণসহ এ যাবৎ ৪৫০টি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে এ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।

এছাড়াও এ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ৫০৪টি ব্যাচকে পুকুরে মাছ চাষ, ৩৭৮টি ব্যাচকে এ্যাডভান্স ইম্প্রুভমেন্ট (পাট, বাঁশ, নকশি কাঁথা, ব্লক-বাটিক, কারচুপি কারুপণ্য) এবং গ্রাম বনায়ন সংক্রান্ত ২,৯৮৭ ব্যাচকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা

দরিদ্র মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাওরে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। হাওর এলাকার কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ২৮৬টি জলমহালে এ কার্যক্রম চলছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের প্রেক্ষিতে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ২৭২টি জলমহাল স্থানীয় মৎস্যজীবীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বিল ইউজার গ্রুপ (বিইউজি) গঠন করে সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ পর্যন্ত গঠিত বিইউজির মোট সদস্য সংখ্যা ১৫,৬৭৩ জন, যার মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫,৪৬৬ জন নারী। বিল ইউজার গ্রুপ এ যাবৎ এসব জলমহালের ইজারা বাবদ প্রায় ১৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। উন্নয়ন সংযোগী সংস্থা জাইকার অর্থায়নে এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং ইফাদের সহায়তায় হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্প দুটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২০৯টি বিল এবং ২৬০ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্পজীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪,২৫০ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প হতে বিতরণ করা হয়েছে। এতে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন বিইউজি সদস্যরা বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। প্রকল্প এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৫৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিইউজি সদস্যগণ মৎস্য আইন মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। জলমহল থেকে এ যাবৎ সর্বমোট প্রায় ৫,৬১২ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯১.৪১ কোটি টাকা। মজুরি হিসেবে মৎস্যজীবীগণ প্রায় ৮ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। লভ্যাংশ হিসেবে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে প্রায় ১১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

সমাজভিত্তিক জলমহাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় দক্ষতা উন্নয়নে জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহালগুলোতে খনন কাজ, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, হিজল-করচ গাছ লাগানো হচ্ছে। এতে জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত হচ্ছে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরিদ্র্য মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য বিমোচনে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) ও হিমলিপ এর আওতায় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে ১৬১টি বিলে অভয়াশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা, বিল স্কিনিং, রিসোর্স ম্যাপিং, খাঁচায় মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল অনুশীলনসহ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ ৬ হাজার জলজ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

মাটির কিল্লা

হাওর অঞ্চলে বোরো মৌসুমে প্রায় আগাম বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের কারণে এ অঞ্চলের মাটির রাস্তাগুলো ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বৃষ্টিপাত হলেও নৌযান চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকে না। পরিবহন সমস্যার কারণে কৃষকেরা সহজে ক্ষেত থেকে ধান সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে পাকা ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন (হিলিপ) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত জলবায়ু অভিযোজন সম্পর্কিত কার্যক্রম 'ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন এন্ড লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)' এর আওতায় মাটির কিল্লা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

হাওরের মধ্যে কোনো সুবিধাজনক স্থান (যেমন- খাসজমি অথবা কৃষকের স্বেচ্ছাদানের জমি) সর্বোচ্চ বন্যাসীমার নিচ পর্যন্ত মাটি ভরাট করে উঁচু করা হয়। কৃষকেরা এসব উঁচু স্থানে উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও মজুদ করেন। পরবর্তীতে পানি বেড়ে নৌযান চলাচলের উপযোগী হলে উৎপাদিত ফসল সুবিধাজনক স্থানে পরিবহন করা হয়। নির্মিত এসব উঁচু স্থান কিল্লা নামে পরিচিত। নবনির্মিত কিল্লা হাওর অঞ্চলে ফসলের সুরক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখছে।

বর্ষাকালে কিল্লাগুলো পুরোপুরি পানির নিচে ডুবে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে জেগে ওঠে। পানির নিচে ডুবে থাকায় বর্ষাকালে হাওরের ঢেউয়ে কিল্লার কোনো ক্ষতি হয় না। আশেপাশের ছোট ছোট উদ্ভিদ কিল্লাকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে। কিল্লাতে গরু ছাগলও রাখা যায়। উঠতি ফসল সুরক্ষায় কিল্লার কার্যকারিতা আজ দৃশ্যমান। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় কেবল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচংয়ে নির্মিত বগির কিল্লায় ১২৫ মেট্রিক টন ধান সংরক্ষণ ও মাড়াই করা সম্ভব হয়েছে। কিল্লার উপকারিতা প্রমাণিত হওয়ায় হাওর অঞ্চলে নির্ধারিত ২০টি কিল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা সংশোধন করে ২৮টিতে উন্নীত করা হয়েছে। যার মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ২টি মাটির কিল্লাসহ এ পর্যন্ত ২৭টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১টি কিল্লার কাজ চলমান রয়েছে।

ডুবো সড়ক

শুধু বসতভিটার উঁচু জায়গা ছাড়া হাওর অঞ্চল বছরের ছয়-সাত মাস পানিতে ডুবে থাকে। এ সময় চলাচল করতে হয় নৌকায়। শুষ্ক মৌসুমে জমিতে যখন পানি থাকে না তখন সার্বিক যোগাযোগ হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। জনজীবনে আসে স্থবিরতা। এতে করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করতে এলজিইডি ডুবো সড়ক নির্মাণ করছে। এসব ডুবো সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আরসিসি নির্মিত এসব ডুবো সড়ক হাওরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ডুবো সড়ক ব্যবহার করে কৃষকরা হাওরের ধান ঘরে তুলছে পারছেন। খরচও আগের চেয়ে অনেক কমেছে, কমেছে ফসলের ক্ষতি।

ডুবো সড়ক হাওরবাসীর যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এ পথ ধরে তাদের জীবন বদলে যেতে শুরু করেছে। হাওরের পানি সরে গেলেই এসব ডুবো সড়ক এনে দিচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন গতি। ডুবো সড়ক শুষ্ক মৌসুমে হাওরবাসীর যোগাযোগের অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সহজেই উপজেলা ও জেলা সদরে যেতে পারছেন। যেতে পারছেন দূরের গন্তব্যে। এলজিইডির হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ৪৩টি উপজেলার হাওর এলাকায় ডুবো সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত এলাকায় ৭৭৮ কি.মি. ডুবো সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৮২.৬০ কি.মি. ডুবো সড়কসহ এ পর্যন্ত ৭৫৩.৪০ কি.মি. কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২৪.৬০ কি.মি. সড়কে কাজ চলমান রয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডির কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে এসডিজি -এর পরিবেশগত সুরক্ষা অংশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অঙ্গীকারেরও প্রতিফলন ঘটেছে। ২০০৭ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের উপকূলীয় জেলাগুলোতে কয়েকশত প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার (ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র) নির্মাণ করা হয়েছে এবং এখনও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এলজিইডি বর্তমানে ৩টি প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে– বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি), উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (সিটিইআইপি) এবং জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি)।

এমডিএসপি

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় পল্লি এলাকার জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৫৬টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ চলছে। জেলাগুলো হচ্ছে– বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ৪২০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও ১,১০০ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কাজ চলছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ২২০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৩৫৯টির মেরামত কাজ শেষ হয়েছে। ৩৩ কি.মি. সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসব সাইক্লোন শেল্টার বছরজুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান, যেমন– সরকারের ইপিআই কর্মসূচির আওতায় শিশুদের টিকাদান, বিবাহের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের স্থান, বিরূপ প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় ঈদের নামাজ আদায় ইত্যাদিতেও ব্যবহৃত হবে।

সিটিইআইপি

উপকূলীয় শহর অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের জানমাল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে রক্ষার জন্য পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সিটিইআইপি)–এর আওতায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় ১০টি পৌরসভায় ২২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ করা হচ্ছে। পৌরসভাগুলো হচ্ছে, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, আমতলি, গলাচিপা, বরগুনা, ভোলা, দৌলতখান, কলাপাড়া, পটুয়াখালি ও বাগেরহাট। ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ২২টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে এ প্রকল্পে কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আমফান এবং ২০১৯ সালের নভেম্বরে উপকূলীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সময় বিপুল সংখ্যক পৌরবাসী এসব কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইএমসিআরপি

২০১৭ সালের আগস্টে মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জীবন রক্ষা এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থিক সহায়তায় ‘ জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) বাস্তবায়ন করছে। ইএমসিআরপির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় অধিবাসী ও রোহিঙ্গাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এজন্য ৫০টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এরমধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪০টি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও আশ্রয় কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অভ্যন্তরীণ রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে।

বরেন্দ্র অঞ্চল

বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি খরাপ্রবণ এলাকা। এ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পানির সংকট প্রকট থাকায় একসময় এখানে একটি মাত্র ফসল হতো। মাটির গঠন ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের গভীরতার কারণে প্রচলিত গভীর নলকূপ দ্বারা সেচ কাজ সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বিশ্বব্যাংকের একটি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় বিশেষ ধরনের গভীর নলকূপ উদ্ভাবন করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-গর্ভস্থ পানি দ্বারা সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে সমগ্র বরেন্দ্র এলাকা অর্থাৎ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নঁওগা জেলার ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়।

বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের কারণে প্রতিবছর পানির স্তর নিচে নেমে যেতে থাকে। এ বাস্তবতায় ২০১৭ সালের জুলাই মাস থেকে এলজিইডি বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে পাইপের মাধ্যমে উৎস থেকে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এর আওতায় বরেন্দ্র এলাকার তিনটি জেলা ছাড়াও সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, জয়পুরহাট ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খাল খনন, কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট (ক্যাড), ফ্ল্যাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ (এফসিডি) ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হচ্ছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরেন্দ্র অঞ্চলে ৯টি বিদ্যমান উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২৮টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৫টি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বেড়েছে।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল

এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শুরু থেকেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। গত শতাব্দির আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারী-পুরুষদের কীভাবে গ্রামীণ অবাকাঠামো উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে তৎকালীন নিবিড় পল্লিপূর্ত কর্মসূচি থেকে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়।

প্রচলিত প্রদ্ধতিতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নে নিয়োজিত শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হতো। এছাড়া দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগও ছিল সীমিত। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে মধ্যস্বত্ত্বভোগী বিলোপ ও শ্রমিকদের সরাসরি কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল বা এলসিএস ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু মাটির রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণেও এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দরিদ্র পুরুষ বা দুস্থ নারী অথবা নারী-পুরুষদের দ্বারা দল গঠন করা হয়। এলসিএস পদ্ধতিতে প্রতিটি দলে নির্বাচিত একজন দলনেতা ও একজন সদস্য সচিব থাকে। প্রতিটি দলের জন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়। এলজিইডির কাজ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সঙ্গে এলসিএস দলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কাজ বাস্তবায়নের শুরুতে অনুমোদিত প্রাক্কলনের একটি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রথম কিস্তি হিসেবে অগ্রিম এবং কাজ চলমান অবস্থায় পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কিস্তি হিসেবে এলসিএস দলের অ্যাকাউন্টে জমা হয়। কাজ শেষে চূড়ান্ত পরিমাপের ভিত্তিতে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করা হয়। এ পদ্ধতিতে এলসিএস দলের সদস্যরা একদিকে যেমন শ্রমিক হিসেবে মজুরি পায় একই সঙ্গে সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশও পেয়ে থাকে।

কিছু কিছু প্রকল্পে নারী এলসিএস সদস্যদের দ্বারা গ্রামীণ হাট-বাজারে মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ করে তাদের মধ্যে দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলসিএস দলের সদস্যদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে কাজের শেষে প্রাপ্ত মজুরি এবং লাভের অংশ দিয়ে সুবিধামত ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটীর শিল্প, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, টেইলারিং ইত্যাদি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৬২,০২৯ জনের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ ৭,৪৯৮ জন এবং ৫৪,৫৩১ জন।

অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতি)

"অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতি)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের বন্যা ও নদী ভাঙন প্রবণ উত্তর-মধ্যাঞ্চলের ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত। প্রতিবছর বন্যা ও নদী ভাঙনের কারনে ওই অঞ্চলের জবিনজীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নদী ভাঙনের কারনে ও অস্থায়ী চর এলাকা হওয়ায় এই অঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন একটি দূরহ কাজ। ফলে এ অঞ্চলের জনগণ দারিদ্র্যতার শৃঙ্খল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেনি। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে উন্নয়ন সহযোগী ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার চরবেষ্টিত ২৫টি বন্যাপ্রবণ উপজেলায় অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নধীন রয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি, বন্যা প্রস্তুতি গবেষণার মাধ্যমে আগাম বন্যার সতর্কবার্তা পৌঁছানো এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে টেকসই জীবিকার ব্যবস্থাকরণ।

বাংলাদেশের চরাঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের সাথে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন সরাসরি সম্পৃক্ত। প্রভাতী প্রকল্পের আওতায় ৩৮২ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ও ১৩৫টি বাজার নির্মাণের মাধ্যমে লক্ষ্যাধিক পরিবার কৃষি উৎপাদন ও বিপননে উপকৃতক হবে। দুস্থ নারীদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করে তাদের কর্মসংস্থান এলজিইডির একটি কার্যকর উদ্ভাবনী পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। প্রকল্পে গৃহীত এলসিএস কাজের মাধ্যমে ৪ হাজার দুস্থ নারী ও পুরুষের ১৮ মাসের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। হাটবাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ৩৫টি বাজারে উইমেন্স মার্কেট সেকশন নির্মাণ করা হচ্ছে, যা সুনির্দিষ্টভাবে ওই অঞ্চলের দুস্থ দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর একাংশকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করছে।

প্রকল্পের আওতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪ লক্ষাধিক মানুষ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজারের সুবিধা পাবে। একইসঙ্গে ৩০ হাজার উপকারভোগী ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং ১৫ হাজার উপকারভোগী চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হওয়ার সুযোগ পাবে। বিশেষ উদ্যোগে কোভিড-১৯ কালীন প্রায় ৪ হাজার কর্মচ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র পরিবারের জন্য বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের কাজে নিয়োজিত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ইতোমধ্যে ৫,৮৭২ জন এলসিএস সদস্য বাজার অবকাঠামো নির্মাণ ও সড়ক মেরামতের কাজে নিয়োজিত আছেন, যার মধ্যে ৩,৬৪৮ জন নারী। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী তাদের উপার্জিত আয়ের সফল বিনিয়োগের মাধ্যমে সাবলম্বী জীবন গড়ে তুলেছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ হাজার গরীব যুবকের জন্য উপযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩,১০১ জনের কারিগরী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে ১,৯২৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার আগাম বন্যা সর্তক বার্তার মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭৯.৭৭ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন ও ১২টি মার্কেট নির্মাণসহ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১৬৬.১৯ কি.মি. সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

অধ্যায়-০৮

এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি ---------- ৯০
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ---------- ৯০
জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ ---------- ৯০
কারিগরি সহয়তা প্রকল্প: জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ---------- ৯১
দিবাযত্ন কেন্দ্র ---------- ৯১
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন ---------- ৯২
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২২ ---------- ৯৩
পল্লি উন্নয়ন সেক্টর ---------- ৯৪
নগর উন্নয়ন সেক্টর ---------- ৯৬
পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর ---------- ৯৮
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২২ ---------- ১০০
প্রকল্পের নাম ---------- ১০২

জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি

গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্যই মূলত এলজিইডিতে নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের শুরু। ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয়। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পর্যায়ক্রমে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনে উন্নয়ন কাজে নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানো হয়।

পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নীতি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে এলজিইডিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। প্রণয়ন করা হয়েছে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা। এই কর্মপরিকল্পনা প্রতি পাঁচ বছর পর পর হালনাগাদ করা হয়।

নারী উন্নয়নে এলজিইডির কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলো হলো- নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি; গ্রামীণ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি; পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখা; নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা; গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

শ্রমিক হিসেবে পাওয়া মজুরি এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষভাবে সহায়তা করছে। তাঁরা উদ্যোগী হয়ে গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, দর্জির কাজসহ নানা ধরনের আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে চাষাবাদের জন্য জমি কিনেছেন, বাড়িঘর বানিয়েছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি নারীরা মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। নিশ্চিত হয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পেয়েছেন বিদ্যুৎ ও বিনোদন সুবিধা।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মক্রম পরিচালনায় দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি বিকশিত করেছে। এসব নারীরা স্থানীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, দুর্যোগ প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে অনেকে নির্বাচিত হয়েছে। বেড়েছে তাদের সামাজিক মর্যাদা। নারী নির্যাতন ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও শিশু জন্মনিবন্ধনে রাখছেন বিশেষ ভূমিকা। অনেকক্ষেত্রে এসকল আত্মনির্ভরশীল নারীরা অন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করছেন।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে অভিলক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা অর্জনে এলজিইডি হবে গর্বিত অংশীদার।

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠা করে মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম, যা ১৯৯৬ সালে মহিলা ফোরাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে এলজিইডির প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও শুদ্ধচর্চা।

২৫ সদস্য বিশিষ্ট এ ফোরামের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী। একজন জ্যেষ্ঠ নারী কর্মকর্তা ফোরামের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ফোরামের সদস্য। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফোরামের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচবছর পরপর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মাননা দিয়ে থাকে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম।

এলজিইডিতে জেন্ডারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্প্রতি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় "ইন্সটিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন এলজিইডি" শিরোনামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি এলজিইডিতে জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ

জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ২০০২ সালে প্রথম এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ সময় ২০০২-২০০৭ মেয়াদে সার্বিক এলজিইডি এবং পল্লি, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরভিত্তিক চারটি আলাদা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা জুলাই ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদে সেক্টরভিত্তিক দ্বিতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা ২০০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

এ দিকে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ায় এই নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে ৯টি কৌশলগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতা কৌশল প্রণয়ন করা হয়। কৌশলগত বিষয়গুলো হচ্ছে– নীতি অনুসরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন ও অর্থায়ন। এ সময়ে ২০০৮-২০১৫ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনাগুলো

সংশোধন করা হয়, যা ২০১৪ সালের মার্চে প্রকাশিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় পূর্ববর্তী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে ২০১৬-২০২১ মেয়াদে জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। এতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১, সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ভিত্তি দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য রয়েছে নির্ধারিত পরিবীক্ষণ ছক। এসব ছকের মাধ্যমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে অগ্রগতি মূল্যায়নের পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী পাঁচবছরের জন্য জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

কারিগরি সহায়তা প্রকল্প: জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

এলজিইডির জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে "ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট" শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গত জানুয়ারি ২০২০-এ অনুমোদিত হয়েছে।

এলজিইডির কার্যক্রমের মূলধারায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় এ প্রকল্প থেকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো এলজিইডিতে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা প্রদান। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কৌশল পর্যালোচনা করে এলজিইডির জেন্ডার সমতা কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণে এ কারিগরি প্রকল্প থেকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। জেন্ডার বিষয়ে এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এবং বিভিন্ন ইউনিটের ভূমিকা মূল্যায়ন করে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সে লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা হচ্ছে। প্রকল্পটি সরকারি চারটি উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ:

- এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এবং বিভিন্ন ইউনিটের সক্ষমতা মূল্যায়ন করে কার্যক্রমের মূলধারায় জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় দক্ষতা বৃদ্ধি। এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়নে সক্ষমতা উন্নয়ন।
- এলজিইডির মাঠপর্যায়ে জেন্ডার সমতাচিত্র মূল্যায়ন করে জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন। জেন্ডার ফোরাম ও জেলা পর্যায়ের জেন্ডার কমিটির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।
- জেন্ডার সমতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

এ প্রকল্পে মোট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২.০৮ মিলিয়ন ডলার। এরমধ্যে এডিবি সহায়তা ২.০০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ সরকারের অংশ ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

দিবাযত্ন কেন্দ্র

শিশুকে কাছাকাছি রেখে কোনো রকম মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ তৈরি, শিশুদের মাতৃদুগ্ধপানের অধিকার সুরক্ষা ও মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে এলজিইডি সদর দপ্তরে দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এলজিইডিতে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিস সময়ে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ১০ সদস্যের একটি কমিটি দিবাযত্ন কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। পরিচালনা কমিটি তিনমাস অন্তর দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকে। শিশুদের সার্বক্ষণিক পরিচর্যার জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রে একজন সুপারভাইজার, দুইজন সহকারী সুপারভাইজার এবং পাঁচজন কেয়ারগিভার রয়েছেন। দিবাযত্ন কেন্দ্রের পরিসেবার বিষয়ে অভিভাবকগণের সঙ্গে পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব নিয়মিত মতবিনিময় করে থাকেন। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদযাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ২০২২ সালে দিবসটির প্রতিপাদ্য:

'টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য'

টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জেন্ডার সমতাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের মূল কথা হলো জনগণের অংশগ্রহণ। সেজন্য উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে বা ক্ষেত্রে নারীকে সম্পৃক্ত করতে হবে, যাতে সকলের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অধিকতর দৃশ্যমান করতে হলে তাদের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে মোট চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, যথা- সকল কর্মক্ষম নারীকে মানবসম্পদে পরিণত করা; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রাপ্তি, ধর্মীয় গোঁড়ামিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করা; করোনা মহামারিসহ জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রভাব নারীর অবস্থানকে যেন ঝুঁকিতে ফেলতে না পারে সেজন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ; এবং মজুরি বৈষম্য, শ্রমঘণ্টা, কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও যৌন নিপীড়ন রোধে আইনের পাশাপাশি কর্মসংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে জনসচেতনতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে জাগ্রতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। এ কারণে টেকসই উন্নয়নের জন্য এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে "টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য"।

বাংলাদেশ গত এক যুগে নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন সূচকে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে, যা প্রকারান্তরে নারী দিবসের প্রতিপাদ্যের যথার্থতা তুলে ধরে। বিপুল এই কর্মযজ্ঞে এলজিইডি নারীবান্ধব উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

এলজিইডি নির্মিত বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে নারী ও শিশুদের জন্য চাহিদাভিত্তিক বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ও সেখানকার স্থানীয় জনগণ, বিশেষ করে নারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা যেমন- কমিউনিটি সেন্টার, পৃথক টয়লেট, স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো এবং রাতে চলাচলের জন্য সোলার লাইট স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এলজিইডি প্রান্তিক নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরণে নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে টেকসই উন্নয়নের নতুন নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এলজিইডির সহায়তায় অনেক দুস্থ নারী শ্রমিক ও কর্মীরা আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। সামগ্রিকভাবে এই কার্যক্রম নারীকে শুধু আত্মনির্ভরশীল করেনি, তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

নারী নেতৃত্ব বিকাশে এলজিইডি প্রাতিষ্ঠানিক অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, ফলশ্রুতিতে নারীরা এখন স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন কমিটিতে, যেমন- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিরোধ কমিটি, বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য হিসেবে কাজ করছেন এবং অনেকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রামীণ দুস্থ নারীদের সড়ক ও বাজার রক্ষাণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত করে এলজিইডি বছরব্যাপী নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। এছাড়া বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে যেমন উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে, তেমনই নারীদের ক্ষমতায়ন ও পুরুষের সঙ্গে সমতারভিত্তিতে অধিকার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২২

স্বাধীনতার পর গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এদেশের নারীরা বিভিন্ন ভাবে অবদান রেখেছেন, বিশেষ করে শ্রমের মাধ্যমে প্রান্তিক নারীরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরন্তর সহায়তা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে নারী শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। পোশাক শিল্প ছাড়াও কৃষি, অকৃষি কিংবা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে শ্রমজীবী নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রান্তীক নারীরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে একদিকে যেমন দেশের প্রগতিতে অবদান রাখছেন একই সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যেরও পরিবর্তন করছেন।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে অনেক নারী আজ স্বাবলম্বী। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে শ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত মজুরির সঞ্চয়কৃত অর্থ এবং অনেকক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের পথে হেঁটে পৌঁছে গেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী নারীদের ২০১০ সাল থেকে সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি। এর উদ্দেশ্য অন্য নারীদের উৎসাহিত করা, যাতে তাঁরাও স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পান এবং দেশ থেকে দারিদ্র্য বিলোপ করার সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহজতর হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট ১২৭ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয় নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র। প্রতি বছরের ন্যায় এলজিইডি এ বছরও পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের ১১ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীকে সম্মাননা দিচ্ছে।

পল্লি উন্নয়ন সেক্টর

প্রথম হেনা বেগম

নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নের মনাং গ্রামের অধিবাসী হেনা বেগম (৪২)। জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য গড়ে নিয়েছেন। তৈরি করেছেন আত্মনির্ভরতার মসৃণ পথ। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২)-এর আওতায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে কাজের সুযোগ পান। এতে তার ভাগ্য খুলে যায়, হয়ে ওঠেন স্বাবলম্বী।

দ্বিতীয় (যৌথভাবে) মদিনা বেগম

মদিনা বেগম (৪১) নেত্রকোণা সদর উপজেলার চল্লিশা ইউনিয়নের সেওড়া বিষ্ণুপুর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) -এর পল্লি কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-২ (আরইআরএমপি-২) -এর আওতায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য নির্বাচিত হন। গ্রামীণ সড়কে কাজ করার সুযোগের মধ্য দিয়ে নিজের ভাগ্য গড়েছেন। স্বাবলম্বী হয়ে অন্যের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন।

দ্বিতীয় (যৌথভাবে) মোছাম্মৎ আমেনা বেগম

মোছাম্মৎ আমেনা বেগম গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফজলপুর ইউনিয়নের খাটিয়ামারী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ঢাকায় রাজমিস্ত্রির জোগালির কাজ করতেন। করোনা মহামারির কারণে সরকার লকডাউন ঘোষণা করলে তিনি গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এতে তার জীবন-জীবিকা সংকটের মুখে পড়ে। এসময় এলজিইডির অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুযোগ পান। আমেনা বেগমের জীবনের অনিশ্চিয়তা কেটে যায়। পর্যায়ক্রমে তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন।

তৃতীয় মোছাম্মৎ হাসনা বেগম

মোছাম্মৎ হাসনা বেগম (৪৫) কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার বেলগাছা ইউনিয়নের সড়া গ্রামের বাসিন্দা। স্বামীর বেকারত্বের কারণে অভাব ছিল সংসারের নিত্যসঙ্গী। কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস এবং অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে দুস্থ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্পের সহযোগিতা হাসনা বেগমের ভাগ্য উন্নয়নে অবদান রেখেছে। তিনি আজ হয়ে উঠেছেন সফল নারীর প্রতীক।

নগর উন্নয়ন সেক্টর

প্রথম জাহানারা খাতুন

জাহানারা খাতুন দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে এগিয়ে চলা একজন আত্মনির্ভরশীল নারী। জীবন চলার পথে তাঁর স্বপ্নগুলো হোঁচট খেয়েছে বার বার। তবু ভেঙে না পড়ে সংগ্রাম চালিয়ে জয় করেছেন দারিদ্র্য। অস্বচ্ছল কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়ায় লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। ২০১১ সালে এলজিইডি বাস্তবায়িত নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট- 'নবিদেপ' প্রকল্প কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। প্রকল্প সহায়তায় দর্জির কাজ ও স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শুরু হয় পোশাক তৈরির কাজ। সংসারে ফিরিয়ে আনেন স্বচ্ছলতা।

দ্বিতীয় অর্চনা ঠাকুর

অর্চনা ঠাকুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার বাসিন্দা। কিশোরী অর্চনার যখন বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুলে যাবার কথা, তখন তাকে কাঁধে নিতে হয়েছিল সংসারের বোঝা। দিনমজুর স্বামীর সামান্য আয়, অনাহারে-অর্ধাহারে দিনযাপন, স্বামীর দুর্ঘটনা, শাশুড়ির অসন্তোষ মিলিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঘুরে দাঁড়াতেই হবে এমন প্রত্যয় নিয়ে শুরু করেন জীবন সংগ্রাম। যে সংগ্রামের পথ ছিল বন্ধুর। কিন্তু সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে একনিষ্ঠ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি জয়ী হয়েছেন। এখন পিছিয়ে পড়া নারীর কাছে তিনি সাফল্যের এক আলোকশিখা।

তৃতীয় রেখা

সংসারে নিত্য অভাবের পাশাপাশি স্বামীর চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া রেখা যখন সাহায্য পাওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েছেন, তখন আত্মীয়-পরিজন অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। স্বামী, সংসার, সন্তান-সন্ততি নিয়ে পড়ে যান অকূল পাথারে। অসহায়ত্বের কাছে সমর্পিত রেখা একসময় হারিয়ে ফেলেন বেঁচে থাকার শেষ আশাটুকুও। সেই নারীই যখন অদম্য মনোবল নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান; ফিরিয়ে আনেন সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য; মাথা উঁচু করে আবার বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেন নতুন করে, তখন এই রেখা হয়ে ওঠেন 'অপরাজেয়'। কঠোর পরিশ্রম আর দৃঢ় মনোবল তাকে দিয়েছে নতুন জীবন।

পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

প্রথম লুনা কবির

লুনা কবির মাদারীপুর জেলার আলীনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ কানাইপুর গ্রামের সন্তান। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুতে একজন প্রতিবন্ধীসহ তিন সন্তানের সংসারে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। সেই দুর্দিনে নিজ গ্রামেই দেখা পান এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের পালরদী আলীনগর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির দুজন সংগঠকের। সমিতির সদস্য পদ লাভ করে প্রশিক্ষণ এবং সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে কিনলেন সেলাই মেশিন। এক যুগের পরিশ্রমে তিনি এখন স্বাবলম্বী নারীর দৃষ্টান্ত। তার আগামীর স্বপ্ন একটি বড় খামার গড়ার।

দ্বিতীয় (যৌথভাবে) লালবানু

লালবানু হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার নয়ানগর গ্রামের বাসিন্দা। কিশোরী বয়সেই বিয়ে। তারপর চার সন্তানের মা। ৬ সদস্যের পরিবারে কৃষিশ্রমিক স্বামীর আয়ে সংসারে খাদ্য জুটানোও কঠিন ছিলো। ২০১৭ সালে 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প' এর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। শুরু হয় জীবন বদলে যাওয়ার গল্প।

দ্বিতীয় (যৌথভাবে) সালমা নজরুল

সালমা নজরুল মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার বলধরা ইউনিয়নের ঐতিহাসিক গোলাইডাঙ্গা গ্রামের মেয়ে। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে করেন বাবা-মায়ের অসম্মতিতে। স্বামীও তখন ছাত্র। শ্বশুর বাড়িতে আর্থিক টানাপড়েন আর কাজের চাপে বন্ধ হয় লেখাপড়া। সংসার ও সন্তানদের লালন-পালন করার মাঝে ১২ বছর পর লেখাপড়া শুরু করে এসএসসি পাস করেন। ২০০৬ সালে আত্রাইল বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে প্রশিক্ষণ নেন। এখন নানান সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তিনি।

তৃতীয় আছমা আক্তার

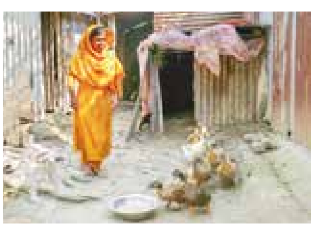

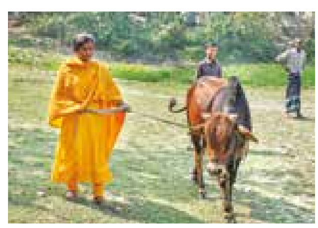

আছমা আক্তার কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার বড়িবাড়ি ইউনিয়নের বড়িবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। মাত্র ১৫টি হাঁস তার জীবন বদলে দিয়েছে। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে আর মাত্র ২৫ বছর বয়সে বিধবা হন। শ্বশুর বাড়ি থেকে তিন মাসের শিশু সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। ২০১৫ সালে পরিচয় হয় 'হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প-হিলিপ' এর মাঠকর্মীর সঙ্গে। সেইদিন পেয়ে যান নতুন পথের দিশা।

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২২

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১০	১ম	**মোছাঃ সাবেকুন নাহার** বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ ফরিদা আক্তার** কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ইউপিপিআরপি	**বীরঙ্গনা মহালদার** ডুমুরিয়া, খুলনা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	২য়	**মোছাঃ জাহানারা বেগম** বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ পেয়ারা বেগম** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন** চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৩য়	**মায়ারাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরআরএমএআইডিপি	**মোছাঃ জাহেদা খাতুন** শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	**মোছাঃ সাহেদা খাতুন** পাংসা, রাজবাড়ী	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
২০১১	১ম	**আছিয়া বেগম** পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	আরডিপি ১৬	**মোছাঃ ফাহিমা আক্তারন** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**মর্জিনা বেগম** কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	২য়	**চন্দ্রমালা** দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**আছিয়া**	এলপিইউপিএপি	**হাজেরা বেগম**	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
		রোকেয়া বেগম তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	কুষ্টিয়া পৌরসভা		লক্ষ্মীপুর	
	৩য়	**কুলসুম** নোয়াখালী	আরডিপি ১৬	-	-	-	-
		লাইলি বেগম সদর, ঠাকুরগাঁও	আরইআরএমপি				
২০১২	১ম	**মল্লিকা রাণী দাস** সুবর্ণচর, নোয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	**হাসিনা বেগম** শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	**মনোয়ারা বেগম** কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	২য়	**মনোয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**সাবিনা বেগম** সদর, ব্রাক্ষণবাড়িয়া	এসটিআইএফপিপি ২	**মরিয়ম বেগম** লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	৩য়	**হিরা বেগম** মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি ২৪	**শিউলি আক্তার** সদর, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি ২	**আলেয়া পারভীন** তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৪র্থ	**এমিলি রাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি ১৬	**সালমা বেগম** বস্তি এলাকা, খুলনা শহর	ইউপিপিআরপি	**আম্বিয়া খাতুন** গাংনী, মেহেরপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	৫ম	**শাহিনা আক্তার** ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	**উম্মে মাকসুমা** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**শিরিন আক্তার** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
২০১৩	১ম	**জাহেদা বেগম** রাবারবাড়ি, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**শিউলি আক্তার** মুসালবাদ বস্তি, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি ২	**রূপ বানু** লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	২য়	**সন্ধ্যা রাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি ১৬	**সোনিয়া বেগম** ঢালপুর বস্তি, ঢাকা	ইউপিপিআরপি	**রানু বেগম** বিকোনা গ্রাম, ঝালকাঠি	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৩য়	**কাজি শারমিন** মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি ২৪	**নারগিস বেগম** চকমুক্তার, নওগাঁ	ইউপিপিআরপি	**তানজিলা খাতুন** সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
২০১৪	১ম	**মোছাঃ আনোয়ারা বেগম** দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ রুখছানা পারভিন** বগুড়া	ইউপিপিআরপি	**মধুরা দ্রং** ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	**মাহিনুর বেগম** গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	**মোছাঃ সাহেরা বানু** পাবনা	ইউজিআইআইপি ২	**জরীনা আখতার** ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**সন্ধ্যা রানী** আদিতমারি, লালমনিরহাট	আরআইআইপি ২	**ইতি রানী শীল** ব্রাক্ষণবাড়িয়া	ইউজিআইআইপি ২	**শ্রিমতি সুদেবী মন্ডল** টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৫		**মোছাঃ পেয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ বুলিনা আক্তার** বেনাপোল পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ কাবিরন নেছা** সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
		মোছাঃ মাহফুজা পারভিন বোয়ালমারী, ফরিদপুর	এসডাব্লিউবিআরডিপি	**মোছাঃ সাহিমা বেগম** নওগাঁ পৌরসভা	ইউপিপিআরপি	**ময়না আক্তার** শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডাব্লিউআরএম ইউনিট
		ছামেনা রামগতি, লক্ষ্মীপুর	আরআরএমএআইডিপি	**শামিমা নাসরিন** বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**সুলতানা আক্তার** ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১৬	১ম	মোছাঃ রেজিয়া বেগম সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি	মোছাঃ শামসুন্নাহার বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা মধুখালী, ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	মেহেরুননিকা চাঁদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	মকলুদা খাতুন (সোমা) সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	৩য়	মোছাঃ খোদেজা বেগম কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিসিএপি	আনজুমান আরা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৭	১ম	শেফালী বেগম তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	আনোয়ারা বেগম কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	রতিবালা দাস অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	বিলকিস বেগম মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	আরইআরএমপি ২	হালিমা খাতুন কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	রিক্তা খাতুন রিতা কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি
	৩য়	সোনাভান বিবি সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	আরইআরএমপি	ইসলাম খাতুন বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	পারুল বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
						মোছাঃ মকজকুরা বেগম গোদাগাড়ী, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৮	১ম	ললিতা রায় তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	বিউটি আক্তার বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	নুসরাত বেগম স্বপ্না সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	মোছাঃ মরিয়ম বেগম পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়		তাজনাহার আক্তার লাকসাম পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	রোজিনা আক্তার ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	কুদ বানু বিয়ানীবাজার, সিলেট	আরইআরএমপি ২	মোছাঃ লাকী খাতুন নাগেশ্বরী পৌরসভা	এনওবিআইডিইপি	করফুন্নেছা বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০১৯	১ম	রাহেলা বেগম পাইকপাড়া, রাজৈর মাদারীপুর	সিসিআরআইপি	শিউলী রানী দে বেনাপোল, যশোর	ইউপিআইআইপি ৩	মোছাঃ মরতুজা বেগম হাসামপুর, আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	মোছাঃ ফরিদা ইসলাবাড়ী, দিঘাপতিয়া, সদর, নাটোর	আরইআরএমপি ২	জমিলা বেগম সুজালপুর, বীরগঞ্জ দিনাজপুর	নবীদেপ	ইতি সুলতানা বানেশ্বরদী, নগরকান্দা ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	স্মৃতি কণা মন্ডল শুয়াগ্রাম কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	সিসিআরআইপি	লিলি আক্তার ফরিদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	নূরজাহান বিবি পাঁচন্দর, তানোর, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি ২
						মায়া রানী বিশ্বাস ঠাকুর বাখাই, ফুলপুর ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০২০	১ম	আঞ্জুরা আক্তার নেত্রকোণা সদর	আরইআরএমপি ২	রুবি আক্তার পৌরসভা, বান্দরবান	ইউজিআইআইপি	রুজিনা আক্তার পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ	এইচআরএফএমএলডিপি
	২য়	অনিতা রাণী কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিআরআরআইপি	মোসাঃ লাকী বেগম পৌরসভা, বরগুনা	সিটিইআইপি	লিপি বেগম সরিষাবাড়ি, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	মোছাঃ লাভলী বেগম জয়পুরহাট সদর	আরআরসিএমএপি	রাফেজা আক্তার ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	মোছাঃ ছাবিনা বেগম মহাদেবপুর, নওগাঁ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০২১	১ম	আঁখি আক্তার সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	রাজিয়া খাতুন সদর পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি ৩	মোছাঃ জেসমিন আক্তার সরিয়াবাড়ী, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	ফরিদা বেগম ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী	লিপি রাণী চাকলাদার ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	স্বপ্না আক্তার মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি ও ক্যালিপ
	৩য়	তাছলিমা বেগম সদর, গোপালগঞ্জ	আরইআরএমপি ২	মুনিরা বেগম চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ৩	রোজিনা আক্তার নবীনগর, বি. বাড়িয়া	এইচআইএলআইপি
২০২২	১ম	হেনা বেগম সদর উপজেলা, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	জাহানারা খাতুন ফুলপুর, ময়মনসিংহের	নবীদেপ	লুনা কবির কালকিনি, মাদারীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	মদিনা বেগম চল্লিশা ইউনিয়ন, সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	অর্চনা ঠাকুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ৩	লালবানু আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
		মোছাম্মৎ আমেনা বেগম ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী			সালমা নজরুল সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি
	৩য়	মোছাম্মৎ হাসনা বেগম সদর, কুড়িগ্রাম	প্রভাতী	মোসাম্মৎ রেখা জয়পুরহাট পৌরসভার	ইউজিআইআইপি ৩	আছমা আক্তার ইটনা, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি

২০১০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত যে সকল প্রকল্প সহায়তায় শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচিত হয়েছে সেসব প্রকল্পের নাম:

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

সিসিএপি	-	ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রজেক্ট
সিবিআরএমপি	-	কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
সিসিআরআইপি	-	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
সিআরআরআইপি	-	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট
আরআরসিএমপি	-	রুরাল রোড এন্ড কালভার্ট মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরডিপি ১৬	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৬
আরডিপি ২৪	-	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২৪
আরইআরএমপি	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরইআরএমপি ২	-	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ২
আরআইআইপি ২	-	সেকেন্ড রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আরআরএমএআইডিপি	-	রুরাল রোড এ্যান্ড মার্কেট এক্সেসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসডাব্লিউবিআরডিপি	-	সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	-	রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি

নগর উন্নয়ন সেক্টর

সিটিইআইপি	-	কোস্টাল টাউন এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
এলপিইউপিএপি	-	লোকাল পার্টনারশীপ ফর আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন প্রজেক্ট
নবীদেপ	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (নবীদেপ)
এনওবিআইডিইপি	-	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসটিআইএফপিপি ২	-	সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট ২
ইউপিপিআরপি	-	আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি	-	আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ২	-	সেকেন্ড আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট

পানি সম্পদ সেক্টর

এইচআইএলআইপি (হিলিপ)	-	হাওর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এইচএফএমএলআইপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আইডাব্লিউআরএম ইউনিট	-	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
এইচআরএফএমএলডিপি	-	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পিএসএসডাব্লিউআরএসপি	-	পার্টিসিপেটরি স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর প্রজেক্ট
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ২
এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা ১)	-	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১

অধ্যায়-০৯

এলজিইডির গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) -------------------------------- ১০৪

"RRRCM LGED' Roads" শীর্ষক গবেষণা ---১০৫

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি) -- ১০৬

জেন্ডার মার্কার বিষয়ক কর্মশালা --- ১০৬

মানসম্মত ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এলজিইডি গবেষণা কার্যক্রমকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সম্প্রতি এলজিইডি গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু করেছে। তথ্য-উপাত্তনির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন, অবকাঠামো নির্মাণে লাগসই পদ্ধতির উদ্ভাবন, প্রয়োগ এবং জলবায়ুঅভিঘাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে এ গবেষণা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এলজিইডি গবেষণা সম্পর্কিত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিচে তুলে ধরা হলো:

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনসিসিসি)-এর আওতায় গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। জিসিএফ-এর আর্থিক সহায়তা পেতে এলজিইডি কেএফডাব্লিউর সহায়তায় ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রেমিং প্রজেক্ট (ক্রিম) শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রস্তত করে, যা ২০১৫ সালের নভেম্বরে জিসিএফ বোর্ডে অনুমোদিত হয়। জলবায়ু সহনশীর অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডিসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্রিমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক), যা জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে গবেষণা ও উদ্ভাবনসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেবে। ক্রিলিক বর্তমানে ক্রিম প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত হলেও পর্যায়ক্রমে তা এলজিইডির একটি স্থায়ী অঙ্গ হিসেবে পরিচালিত হবে।

ক্রিলিক প্রতিষ্ঠায় কারিগরি সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে গত ১২ মার্চ ২০২০ এলজিইডি এবং জার্মানির অ্যামবারো কনসালটিং ও কমো কনসালটিং এবং নেদারল্যান্ডসের ট্রেনিং অ্যান্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগ এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ক্রিলিক জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং উত্তমচর্চার অনুশীলন; উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ-ম্যানুয়াল, গাইডলাইন ও স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি তৈরি ও ব্যবহারে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে কাজ করবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব বিষয়ে ক্রিলিক হবে এলজিইডির নলেজহাব।

২০২১-২২ আর্থিক বছরে ক্রিলিকের সাথে পাঁচটি সংস্থার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এইচবিআরআই), সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ইনভাইরনমেন্টাল রিসার্চ (সিথ্রিইআর), বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস), এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (এডিপিসি) ও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট (আইডব্লিউএফএম) এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

এদিকে বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে আয়োজিত দিন-ব্যাপি "ক্লাইমেট সাইন্স, ক্রিম্প ও ক্রিলিক" শীর্ষক প্রশিক্ষণে এলজিইডির ৪৭৭ জন প্রথম শ্রেণীর প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন।

গত বছরে ক্রিলিক এর নলেজ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত টেকনিক্যাল প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সংক্রান্ত প্রাথমিক সুপারিশ শীর্ষক প্রতিবেদন, ক্লাইমেট প্রুফিং টুল শীর্ষক প্রতিবেদন, সামগ্রিক ট্রেনিং প্ল্যানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

ক্রিলিক এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সহজ করার উদ্দেশ্যে এলজিইডির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে চারটি পৃথক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপসমূহের লক্ষ্য হল ক্রিলিকের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং সমন্বয়ের সুবিধার্থে উপদেশমূলক সেবা প্রদান করা, যাতে ক্রিলিক এর লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়। এছাড়াও ওয়ার্কিং গ্রুপসমূহ এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে এবং এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক বিবর্তন ও উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। গত বছর চারটি ওয়ার্কিং গ্রুপের পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যাতে ক্রিলিক এর পূর্বে উল্লেখিত প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়।

ওয়ার্কিং গ্রুপ ১ (নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) এর সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আহসান হাবিব, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইসিটি ইউনিট)। ওয়ার্কিং গ্রুপ ১ এর সভায় নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (কেএমএস), কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি, জলবায়ু ডেটা অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জসমূহ এবং বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়সুচি তুলে ধরা হয়।

ওয়ার্কিং গ্রুপ ২ (গাইডলাইন এবং স্পেসিফিকেশন) এর সভাপতিত্ব করেন জনাব এ. কে. এম. লুৎফর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও পরিচালক ক্রিলিক। ওয়ার্কিং গ্রুপ ২ এর সভায় এলজিইডিতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক, বিদ্যমান ও ব্যবহৃত নির্দেশিকা, পদ্ধতি এবং নথির তালিকা ও ক্লাইমেট প্রুফিং টুল উপস্থাপন করা হয়।

ওয়ার্কিং গ্রুপ ৩ (মেইনস্ট্রিমিং) এর সভার সভাপতিত্ব করেন জনাব হাবিবুল আজিজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট)। ওয়ার্কিং গ্রুপ ৩ এর সভায় এলজিইডির প্রকৌশলীদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিষয়ক ই-জরিপের ফলাফল এবং পরবর্তী মেইনস্ট্রিমিং ও ট্রেনিং কার্যক্রম আলোচনা করা হয়।

ওয়ার্কিং গ্রুপ ৪ (ক্রিলিক এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ) এর সভার সভাপতিত্ব করেন জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন, তৎকালিন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ইউনিট)। এ সভায় ক্রিলিক এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সংক্রান্ত ধারণাপত্র উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়।

গত ৩১ অক্টোবর ২০২১ ও ২৮ এপ্রিল ২০২২ কন্সাল্টেটিভ এ্যাডভাইজরি গ্রুপ (সিএজি) এর দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রিলিক-কে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে বিশ-সদস্য বিশিষ্ট সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ক স্বনামধন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ সিএজি এর বিশিষ্ট সদস্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়াও গত ২১ এপ্রিল ২০২২ সেন্ট্রাল কোর্ডিনেশন কমিটি (সিসিসি) এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন।

"Research on the Reuse of Reclaimed Construction Materials in LGED's Roads" শীর্ষক গবেষণা

স্বাধীনতার পর থেকে উন্নয়ন ও সাফল্যের এ দীর্ঘ পথ চলায় বর্তমান অবস্থানে আসার ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম গতিশীল সরকারি প্রকৌশল সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-র অবদান যেমন অনস্বীকার্য তেমনি দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলজিইডি'র রয়েছে বিশাল কর্মপরিকল্পনা। এলজিইডি সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো তথা পল্লী উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে একক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১-২০৪১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রভৃতি বাস্তবায়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এলজিইডি কাজ করছে।

এলজিইডির রয়েছে দেশব্যাপী বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক। এ বিশাল সড়ক নেটওয়ার্ক সার্বক্ষণিক চলাচলের উপযোগী রাখতে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পরিচালনা করা হয়। এসব পল্লী সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণ করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বেশির ভাগ পল্লি সড়ক নির্মাণের ৫-১০ বছরের মধ্যে লাইফ টাইম শেষ হয়ে যায় এবং তখন এসব সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করার প্রয়োজন হয়। এসব রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করতে গিয়ে সড়কের পুরনো ম্যাটেরিয়াল তুলে ফেলে নতুন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে পুনঃনির্মাণ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এসব পুরনো স্যাল্ভেজ ম্যাটেরিয়াল আবর্জনা হিসেবে রাস্তার পাশের জমিতেই ফেলে দেয়া হয়, যা পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং বায়ু-পানি-মাটি দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো স্যাল্ভেজ ম্যাটেরিয়াল নতুন ম্যাটেরিয়ালের সাথে মিশিয়েও ব্যবহার করা হয়, সেক্ষেত্রে সু-নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম অনুসরণ করা হয়না। এছাড়াও, পুরনো স্যাল্ভেজ ম্যাটেরিয়ালের যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে সম্পদের অপচয় বাড়ছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। তাই বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে এবং প্রাকৃতিক ও সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২০১০ সালে আবর্জনা/ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গাইডলাইন "National 3R Strategy for Waste Management" প্রণয়ন করেছে।

সরকারের প্রণীত "National 3R Strategy for Waste Management" এর নির্দেশনার আলোকে পুরনো স্যাল্ভেজ ম্যাটেরিয়ালের ৩জ অর্থাৎ Reduce, Reuse and Recycle কিভাবে করা যায় সেই চিন্তা থেকেই "Research on the Reuse of Reclaimed Construction materials in LGED's roads" সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমটির গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণা কার্যক্রমে কারিগরি পরামর্শ সহায়তা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় BUET এর ব্যুরো অব রিসার্চ, টেস্টিং এন্ড কন্সাল্টেশান (BRTC) কে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে এলজিইডির সড়কের Lifetime শেষ হয়ে গেলে Waste Construction Materials গুলো পরিবেশের উপর কি প্রভাব ফেলছে এবং Waste Construction Materials গুলো Flexible Pavement এ কিভাবে পুনর্ব্যবহার করা হবে তার একটি Working Methodology এবং গাইডলাইন তৈরি হবে। গবেষণা কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে বিগত ১০-০৫-২০২২ তারিখে ব্যুরো অব রিসার্চ, টেস্টিং এন্ড কন্সাল্টেশান (BRTC) এবং গবেষণা, ইনোভেশন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেলের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত গবেষণার সময়কাল হচ্ছে ১০ (দশ) মাস। ইতোমধ্যে বুয়েট এর পরামর্শক দল মাঠ পর্যায় থেকে ম্যাটেরিয়াল ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে বুয়েটের ল্যাবে ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এর কাজ চলমান রয়েছে।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। বাংলাদেশ জলবায়ুসহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এ চ্যালেঞ্জগুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের কৌশল নির্ধারণ করতে সিডা এবং ডিএফআইডি এর অর্থায়নে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)-এর আওতায় ইউনাইটেড ন্যাশনস্ অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনওপিএস) এলজিইডিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ঝুঁকিমুক্ত, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডারবান্ধব টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন। ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডিজি এর লক্ষ্য ৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন; লক্ষ্য ৯: শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো এবং লক্ষ্য ১১: টেকসই নগর ও জনপদ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে এলজিইডি অংশে ব্যয় হবে ৩১.২৩ কোটি টাকা। যার মধ্যে যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) ও সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা)-এর অংশ ২৮.১৭ কোটি এবং বাংলাদেশ সরকারের অংশ ৩.০৬ কোটি টাকা।

১৯৮৪ সালে এলজিইবি এবং ১৯৯২ এলজিইডি প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ এই সময়ে এ সংস্থার আওতায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ তৈরি হয়েছে এবং প্রতিবছর তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এসব সম্পদ পদ্ধতিগতভাবে ব্যবস্থাপনার কোনো কৌশল তৈরি হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকল্পের আওতায় এলজিইডিতে সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা (সড়ক ও সেতু) পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে সেন্দাই কাঠামোতে উল্লেখিত 'বিল্ড ব্যাক বেটার' এর আলোকে এলজিইডি কর্তৃক ইতোমধ্যে নির্মিত সড়ক ও সেতুর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে আরও উন্নতভাবে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টুলকিটস তৈরি করা হচ্ছে এবং সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জন্য রোড ডিটেরিওরেশন মডেল তৈরি করা হয়েছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এলজিইডির প্রকৌশলীদের মধ্যে ১৯ জন প্রকৌশলী ইনস্টিটিউট অব অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের সার্টিফিকেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উক্ত প্রকৌশলীদেরকে ট্রেইনিং অব ট্রেইনার্স (টিওটি) শীর্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিং পুল তৈরি করে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ এর মাধ্যমে বেসিক ট্রেইনিং অন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে সংস্থার সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ অব্যাহত রয়েছে।

জেন্ডার মার্কার বিষয়ক কর্মশালা

জেন্ডার সহায়ক টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন ও সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্ট প্রোগ্রাম (এনআরপি)-এর অন্যতম লক্ষ্য।

উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার বিষয় অন্তর্ভুক্তি, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি পরিমাপক তৈরি করা, যার সাহায্যে সহজেই পরিমাপ করা যাবে গৃহীত কার্যক্রম কতটুকু জেন্ডারবান্ধব। এ রকম একটি পরিমাপক হলো 'জেন্ডার মার্কার'। জেন্ডার মার্কার গঠনে ইউএনওপিএস ও ইউএন-উইমেন সহায়তা দিচ্ছে। জেন্ডার মার্কার তৈরির অংশ হিসেবে গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে জেন্ডার বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, অনুশীলন এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করে জেন্ডার মার্কার তৈরির লক্ষ্যে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। কর্মশালায় উল্লেখ করা হয়, জেন্ডার মার্কার তৈরি হলে নতুন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার অন্তর্ভুক্তির বিষয় সহজ করবে। একই সঙ্গে চলমান প্রকল্পে জেন্ডার কার্যক্রমের ফলাফল মূল্যায়ন করা যাবে। এলজিইডির জন্য প্রথমে পাইলট আকারে জেন্ডার মার্কার তৈরি করা হবে। এরপর এ পরিমাপকের কার্যকারিতা মূল্যায়ন সাপেক্ষে জাতীয় পর্যায়ে অন্যান্য সংস্থায় তা ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, এলজিইডি দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেন্ডার সমতার বিষয়টিকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

অধ্যায়-১০

জলবায়ু পরিবতর্ন অভিযোজন ও পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন--১০৮
সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস ---১০৮
পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক---১০৯
জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প --১১০

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত, ফলে মাটির ভারবহন ক্ষমতা এবং সংসক্তি প্রবণতা কম। এছাড়াও অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, আগাম ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদীভাঙন উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে বাধাগ্রস্ত। সামান্য বৃষ্টিতেই মাটির ঢাল ভাঙনের মুখে পড়ে। জলাধার সংলগ্ন সড়ক বা সেতুর অ্যাপ্রোচের পার্শ্বঢাল সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। এসব ক্ষতির হাত থেকে অবকাঠামো রক্ষার জন্য এলজিইডি বিশেষ ধরনের কাজ করে থাকে, যেমন- আরসিসি রিটেইনিং দেয়াল, কংক্রিটের ব্লক দ্বারা নদীর পাড় সুরক্ষা, সড়ক ও সেতুর অ্যাপ্রোচ সুরক্ষায় ব্লকের ব্যবহার। পরিবেশবান্ধব বিন্না ঘাসও ব্যবহৃত হয় এসব সুরক্ষা কাজে। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে ৬০/৭০ গ্রেড বিটুমিন দ্বারা রাস্তা নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণে তুলনামূলক উন্নত মানসম্পন্ন রাস্তা তৈরি হয়। এছাড়াও এপোক্সি-কোটেড রড ব্যবহারে কাঠামো ও অবকাঠামোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে লোনা আবহাওয়ায় মরিচা প্রতিরোধে সক্ষম। উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণে এর ব্যবহার ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সম্প্রতি ব্যবহৃত হলো-ব্লক একটি বহুমুখি ব্যবহার উপযোগী নির্মাণ উপকরণ, যা বৈচিত্রময় ও বিন্যাসে সহজলভ্য। এটি সুলভ মূল্যের নির্মাণ সামগ্রী যা ওজনে হাল্কা ও পরিবেশবান্ধব।

সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিন্না ঘাস

বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন বড় নদী দ্বারা সৃষ্ট পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। এদেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই গঠিত হয়েছে নদীবাহিত পলি দ্বারা। তাই মাটির ভারবহন ক্ষমতা এবং সংসক্তি অনেক কম। জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে বৃষ্টির পরিমাণ ও তীব্রতা। বন্যা আঘাত হানছে ঘনঘন। এসব কারণে সড়ক ও সড়ক বাঁধ প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মুখে পড়ছে। তাই সড়ক উন্নয়নকে টেকসই করতে প্রয়োজন সড়ক, বিশেষ করে সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষার।

প্রচলিত পদ্ধতিতে সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষার জন্য সাধারণত কংক্রিট ব্লক, প্যালাসাইডিং, বালির বস্তা, পাথর ও জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি বেশ ব্যয় বহুল। অপরদিকে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে মাটির কাজ সুরক্ষা টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় তুলনামূলক কম। বৃষ্টি বা জোয়ারের কারণে যেসব এলাকায় মাটি ঝুঁকির মুখে থাকে সেখানে কাজের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য এটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। মাটির ঢাল সুরক্ষার জন্য কম খরচে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে বায়োইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ বিন্না ঘাসের ব্যবহার একটি ভিন্নমাত্রার উদ্ভাবন। দেশের যেসব অঞ্চল বিল বা হাওর অধ্যুষিত এবং মাটি পলি বা বালুযুক্ত ক্ষয়িষ্ণু সেসব এলাকায় সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় এলজিইডির একাধিক প্রকল্প থেকে বিন্না ঘাস লাগানো হচ্ছে, যা সড়কের পার্শ্বঢাল সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সারা দেশে সড়কের প্বার্শঢাল সুরক্ষায় ১৭১ কিলোমিটার সড়কে বিন্না ঘাস রোপণ করা হয়।

পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ণ, শিল্পায়নের প্রসারের সাথে সাথে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ইট তৈরিতে জমির উপরিভাগের মাটি ব্যবহার করা হয়, যা কৃষি উৎপাদনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া ইট পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন কালো ধোঁয়া পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব কারণে ইটের বিকল্প হিসেবে নির্মাণ কাজে পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার অপরিহার্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি রক্ষা এবং ইট ভাটায় সৃষ্ট বায়ুদূষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩' সংশোধন করা হয়েছে।

'ইউনিব্লক' একটি পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী। সড়ক নির্মাণে প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত ইট, বিটুমিন বা আরসিসি সড়কের বিকল্প হিসেবে ইউনিব্লকের ব্যবহার টেকসই উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য ভবনের দেয়াল ও সীমানা প্রাচীর, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা ও গ্রাম সড়ক টাইপ-বি এর নির্মাণ, মেরামত এবং সংস্কার কাজে ইটের বিকল্প হিসেবে ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। ইটের বিকল্প নির্মাণ উপকরণ হিসেবে পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক ব্যবহারের জন্য এলজিইডির গবেষণা, ইনোভেশন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সেল থেকে এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ব্রুসিওর প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে এলজিইডি নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর আওতায় ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে ৭১ কিলোমিটার (২৬ কিলোমিটার নগর সড়ক এবং ৪৫ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক) নির্মাণ করা হয়। এলজিইডি মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে গৃহীত কর্মসূচিতে পরিবেশবান্ধব ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্বাসনের কার্যক্রম হাতে নেয়। এ কার্যক্রমের আওতায় "গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প"-এর অধীন ৭৪ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক (টাইপ-বি) ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে পুনর্বাসনের স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে, বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। পাশাপাশি বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় ৩০ কিলোমিটার সড়ক ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মাণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় ১২ কিলোমিটার (পাঁচ কিলোমিটার নগর সড়ক এবং সাত কিলোমিটার গ্রাম সড়ক) সড়ক ইউনিব্লক ব্যবহারের মাধ্যমে নির্মাণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিব্লক ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এবং গ্রাম সড়কের মোট ৮৮ কিলোমিটার হার্ডসোল্ডার নির্মাণ করা হয়েছে। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব নগর ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ ও পুনর্বাসনে ইউনিব্লকের ব্যবহার এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

ইউনিব্লক সড়কের নির্মাণ ব্যয় বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কের চেয়ে সামান্য বেশি এবং আরসিসি সড়কের চেয়ে অনেক কম। ৩.৭ মিটার চওড়া ইউনিব্লক সড়কের প্রতি কিলোমিটার নির্মাণ ব্যয় ১২২ লক্ষ টাকা, বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কের জন্য ব্যয় প্রতি কিলোমিটারে ১০৬ লক্ষ টাকা এবং আরসিসি সড়কের জন্য ১৯৪ লক্ষ টাকা। ইউনিব্লক দ্বারা সড়ক নির্মাণ কাজ বছরব্যাপী করা যায়। বিটুমিনাস কার্পেটিং এবং আরসিসি সড়ক এর চেয়ে ইউনিব্লক সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ খরচও তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে অধিক পরিচিত। ভৌগলিক অবস্থানে বঙ্গোপসাগরের কাছে হওয়ায় এই অঞ্চলের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র ও মানুষের জীবনযাপনে তার প্রভাব বিদ্যমান। এখানে অতিবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্নিঝড় ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা প্রায়শই ঘটে। যার কারণে বাঁধ, সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, কৃষিজমিসহ নানান অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ অবকাঠামোর ক্ষতিতে বিস্তৃর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে ঘটে ফসলহানী। দিনদিন নদী ও সমুদ্রের তলদেশে পলি জমছে। ফলে উপকূলের নিম্মাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। দেশের এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, মানবসম্পদ, কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অবাসন, সর্বপরী মানুষের জীবন রক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি উপকূলীয় দুর্যোগ প্রবণ ৬টি জেলার ২৪ টি উপজেলায় 'জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প' (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ কাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করা হয়। যার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, স্বাবলম্বি হয়ে উঠছেন তাঁরা।

প্রকল্পের অধীনে উপকূলীয় এলাকার নির্বাচিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সহায়তা প্রদান ও তাঁদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সংরক্ষণ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় । দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র, হাট-বাজার ও নানান সেবা প্রাপ্তির কেন্দ্রসমূহে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতকির প্রভাব মোকাবেলা করতে দেয়া হয় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। দরিদ্রদের কর্মসংস্থান এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। ফলে প্রকল্পের নানান কাজে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করায় নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থিক স্বচ্ছলতা ও জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৫১২ কিলোমিটার গ্রামীণ মাটির সড়কের উন্নয়ন, ৫৫ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক উন্নয়ন, ৫৮১ মিটার ড্রেন অবকাঠামো তৈরি, ৪৫ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখনন এবং ৫০ কিলোমিটার এলাকায় বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। এসব কাজে ২৬ হাজার ২৮০ জন নারী ও ৭ হাজার ৭২০ জন পুরুষ শ্রম বিনিয়োগ করেন। অর্জিত পারিশ্রমিক দিয়ে অনেকে গরু-ছাগল, হাস-মুরগী পালন, শাকসজি ও মৎস্য চাষসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা করে পরিবারে আয় বাড়িয়েছেন।

অধ্যায়-১১

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস-- ১১২
এফআইএমএস-- ১১২
জিআইএস পোর্টাল-- ১১২
স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ -- ১১২
আইভিআইএস --- ১১২
জিআরআইএস---১১৩
রেগুলার সার্ভে মডিউল---১১৩
ডেমেজড সার্ভে মডিউল ---১১৩
অন্যান্য কার্যক্রম --১১৩

এলজিইডির ডিজিটাল সার্ভিসেস

বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিচালন ও জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান সরকারের ২০০৮ সালের ঘোষিত নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ, যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে দেশে ব্যাপকভাবে ডিজিটালাইজেশন-এর কার্যক্রম শুরু হয়। এই যাত্রার অংশ হিসেবে এলজিইডিও তার বিভিন্ন সেবায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। প্রণয়ন করা হয়েছে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ, যার মাধ্যমে এলজিইডির সকল সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ফিল্ডওয়ার্ক ইন্সপেকশন এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (এফআইএমএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- এলজিইডির যেকোনো প্রকল্পের আওতায় যেকোনো জেলার চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন তৈরি
- পরিদর্শন প্রতিবেদন তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ
- প্রতিবেদনে জিওট্যাগ আলোকচিত্র/ভিডিও সংযুক্ত করা।

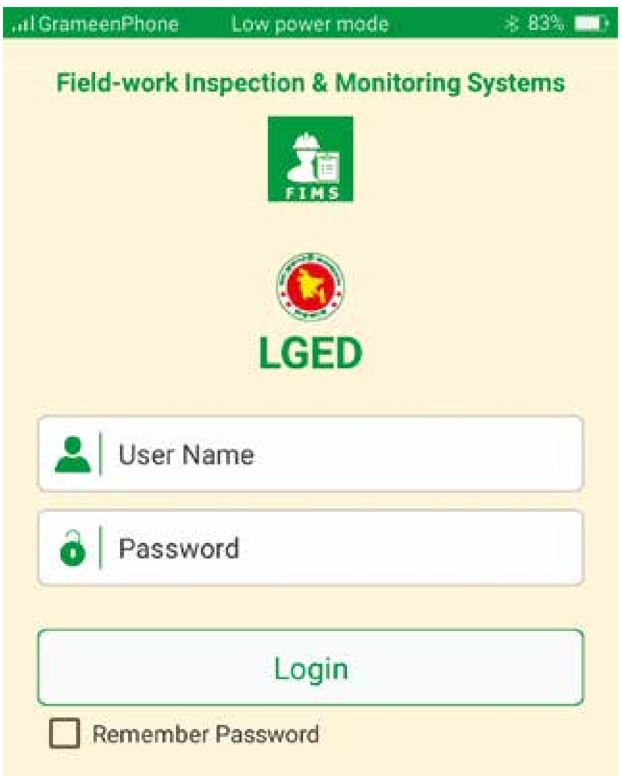

জিআইএস পোর্টাল

তথ্যকে সহজলভ্য করা এবং জনগণের কাছে জিআইএস প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে ২০১৭ সালে এলজিইডির জিআইএস পোর্টাল প্রস্তুত করা হয়। এর সাহায্যে বিভিন্ন লেয়ারে সংরক্ষিত ডাটা নির্বাচন করে চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ তৈরি করা যায়। এসব ম্যাপ এলজিইডির ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। চাহিদা অনুযায়ী ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে এসব ম্যাপ সংগ্রহ করা যায়। প্রকল্প পরিকল্পনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে পোর্টালে চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পের স্কিম তালিকা সন্নিবেশ করা হয়েছে। অ্যাপটি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় খুব সহজে সড়কের দ্বৈততা যাচাই করা যায়। এই সেবাটি অনলাইনে মরং.ষমবফ. মড়া.নফ ওয়েব এ্যাড্রেসে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, জিআইএস সেকশন থেকে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে মুদ্রিত ম্যাপও সংগ্রহ করা যায়।

স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণ

পূর্বে কোনো কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ না থাকায় নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় স্কিমের দ্বৈততা নিরূপণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য প্রকল্প কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হতো। ফলে অনেক সময় প্রয়োজন হতো, আবার প্রক্রিয়াটি নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। এখন জিআইএস পোর্টালে নিমিষেই প্রস্তাবিত স্কিম তালিকা আপলোড করে দ্বৈততা নিরূপণ করা যাবে। সশরীরে কোনো কার্যালয় ভিজিট করার প্রয়োজন হবে না।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আইডিআইএস)

এটি একটি মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবভিত্তিক ইনফরমেশন সিস্টেম। এই অ্যাপ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- এলজিইডি নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামো এর তথ্য ম্যাপের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া
- নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন অবকাঠামোর গুণগত মান সংক্রান্ত তথ্য, অভিযোগ অথবা পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ, যার মধ্যে রয়েছে-
  - ◊ সম্পাদিত কাজের আলোকচিত্র অথবা ভিডিওচিত্র, মতামত, অভিযোগ কিংবা পরামর্শ এবং অন্যান্য তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া
  - ◊ এসব তথ্য, মতামত কিংবা অভিযোগ সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকে, যা যেকোনো সময় দেখতে পাওয়া
  - ◊ নাগরিকের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া; এবং
  - ◊ নাগরিক কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রমকে রেটিং করা।

জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস)

রেগুলার সার্ভে মডিউল

চলন্ত অবস্থায় মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে সড়কের নির্ভুল সার্ভে, জিও-লোকেশনসহ ছবি তোলা ও অন্যান্য সুবিধা, যেমন- সড়কের কাঁচা পাকা অংশ ও সেতু-কালভার্টের অবস্থান সম্বলিত জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে অ্যাপ্লিকেশন (জিআরআইএস) শিরোনামে মোবাইল অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অ্যাপটি অনলাইন অফলাইন দুইভাবেই ব্যবহার করা যাবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে সহজে সড়কসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর সার্ভে করে তৎক্ষণাৎ এলজিইডির কেন্দ্রীয় জিও-ডাটাবেজ হালনাগাদ করা যাবে।

ড্যামেজড সার্ভে মডিউল

বাংলাদেশ প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, সাইক্লোনসহ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। এ সকল দুর্যোগের পর জনজীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামোসহ অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। এসকল ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিক ও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা একটি চ্যালেঞ্জ।

যেকোনো পরিকল্পনা প্রস্তুত বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণে জিআইএস প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এলজিইডি নব্বইরের দশক থেকে জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলজিইডি দেশের সকল উপজেলার ১৯ ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছে। এসকল তথ্য বিশ্লেষণ করে নানা ধরণের ম্যাপ তৈরি করা যায়, যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ম্যাপ এলজিইডির নিজস্ব কাজের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নির্বাচন কমিশনসহ অনেকেই ব্যবহার করে থাকে।

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংগ্রহ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এলজিইডি ইতোমধ্যে গ্রামীণ অবকাঠামোর জিআইএস বেইজড সার্ভের জন্য জিআরআইএস নামক অ্যাপ প্রস্তুত করেছে। এটি দ্বারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুব সহজে, অল্পসময়ে ও নির্ভুলভাবে গ্রামীণ অবকাঠামোর সার্ভে করা যায়। সম্প্রতি দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহের জন্য জিআরআইএস অ্যাপটিতে একটি মডিউল যোগ করেছে।

জিআরআইএস অ্যাপটিতে সংযোজিত মডিউলটি দ্বারা দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সহজে, দ্রুততর সময়ে ও নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা সম্ভব, অতীতে যা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে করার ফলে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হতো। এতে করে সার্ভে কার্য সহজে সম্পাদন ও সদর দপ্তরে প্রেরণ করা যাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সহজে ও নির্ভুলভাবে সংগ্রহের জন্য জিআইএস বেইজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভে (জিআরআইএস) অ্যাপে মডিউল সংযোজনের ফলে -

- মোবাইলের সাহায্যে সহজে সার্ভে সম্পাদন করে তথ্য সরাসরি সদর দপ্তরে প্রেরণ করা যাচ্ছে;
- ক্ষতিগ্রস্ত স্থানের ছবি ও ভিডিও জিও-লোকেশনসহ প্রেরণ করা যাচ্ছে যা দ্বারা ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত অবস্থা জানা সহজ হচ্ছে
- তথ্য হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার অবসান হয়েছে
- প্রেরিত তথ্য ম্যাপে ও চাহিদা মত রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে, ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণ সহজ হচ্ছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

এলজিইডির আইসিটি ইউনিটে ডিজিটাল এটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এলজিইডির সদর দপ্তর বা মাঠপর্যায়ের যেকোনো কার্যালয়ের আইসিটি সরঞ্জাম ও পরামর্শকদের তথ্য সংরক্ষণ, বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবেদন তৈরি এবং সহজে কার্যালয়সমূহের আইসিটি সরঞ্জামের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও চাহিদা নিরূপণ জন্য আইসিটি ইকুইপমেন্ট এন্ড কনসালটেন্ট ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

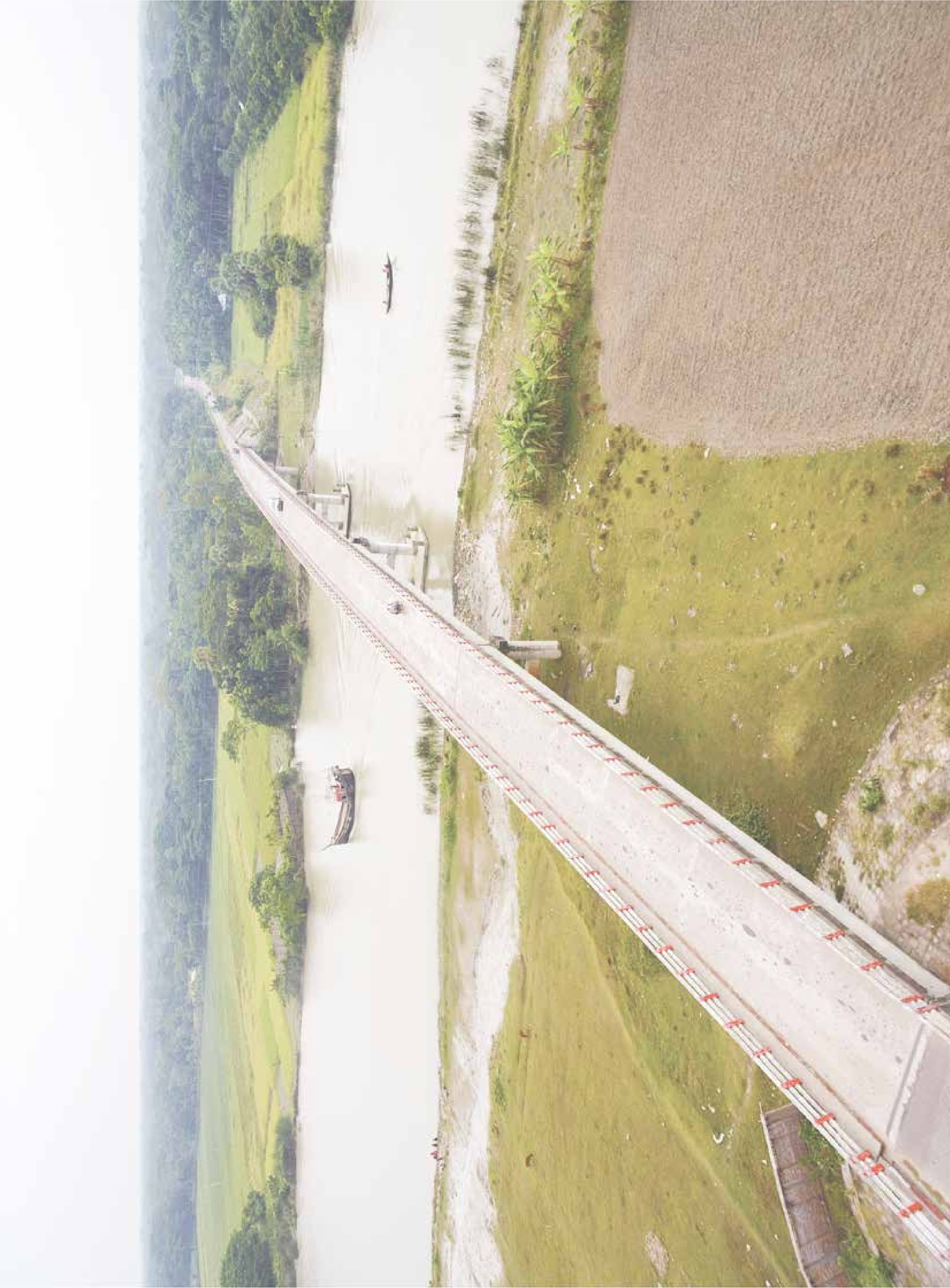

অধ্যায়-১২

সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এলজিইডি

আমার গ্রাম-আমার শহর --১১৬
"আমার গ্রাম-আমার শহর" বাস্তবায়ন সমীক্ষা ---১১৬
""আমার গ্রাম-আমার শহর"" কর্মসূচি বাস্তবায়নে - স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নির্দেশ----------------১১৮
"আমার গ্রাম-আমার শহর" কারিগরি সহায়তা প্রকল্প আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা----------------১১৮
স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর "আমার গ্রাম-আমার শহর" কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অফিস পরিদর্শন------------------------ ১১৮
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন ---১১৯

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ-নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন

বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকার হচ্ছে “আমার গ্রাম-আমার শহর” বাস্তবায়ন অর্থাৎ প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ। গ্রামের উন্নয়ন ব্যাতীত দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় “গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখপানে।” স্বাধীনতার ৫০ বছরে সরকার উন্নত দেশ গড়ার ‘ভিশন ২০৪১’ সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধা এবং দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছে। ইন্টারনেট/তথ্য প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে গ্রামের অবস্থা। ছেলেমেয়েদের উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। সুপেয় পানি এবং উন্নতমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সুস্থ বিনোদন এবং খেলাধুলার জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ বাস্তবায়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো একান্ত জরুরি। গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক অগ্রসর। এলজিইডির আওতায় দেশে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, গ্রাম সড়ক মিলে মোট প্রায় ১,২৯,০০০ কি.মি. পাকা সড়ক রয়েছে। এলজিইডির চলমান ৯০ টি পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সড়ক, সেতু, বাজার অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত আছে যা গ্রামে ক্রমশ নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করছে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। যে সব গ্রাম এখনও সড়ক যোগাযোগের বাইরে আছে, এদের তথ্য সংগ্রহ করে চলমান ডিপিপিসমূহে এসব গ্রাম সংযোগের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

গ্রাম সংযোগের পাশাপাশি ক্রমঃবর্ধিষ্ণু গ্রামীণ অর্থনীতি সঞ্চালনের জন্য গ্রামীণ সড়কসমূহ আপগ্রেডেশন/ডাবল লেন করার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ সড়কে ভারী যানবাহনের চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় রোড ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

গ্রামের কৃষিপণ্য শহরে বাজারজাতকরণের জন্য হাটে যেমন জায়গা প্রয়োজন, তেমনি শহরের ভোগ্যপণ্য গ্রামে পৌছানোর জন্যও হাটে জায়গার সংস্থান প্রয়োজন। দেশব্যাপী ২১০০ টি গ্রোথ সেন্টার এবং ১৫,৫৫৫টি গ্রামীণ হাটবাজার রয়েছে। দেশের সকল উপজেলায় আধুনিক সম্প্রসারিত হাটবাজার নির্মাণের জন্য ১৭৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

সরকারের ২০ টি মন্ত্রণালয়ের ২৬ টি সংস্থা ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথেও সম্পৃক্ত। এ সকল মন্ত্রণালয় ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২৪৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ বাস্তবায়নে সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে। বিগত অর্থবছরে এ কমিটির তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২৪৫ টি প্রকল্প পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এলজিইডির ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প উক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের দায়িত্ব পালনে স্থানীয় সরকার বিভাগকে যাবতীয় কারিগরি এবং সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

এ ছাড়াও নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং উন্নত দেশ গঠনের ‘ভিশন ২০৪১’ বাস্তবায়নে শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশের সকল গ্রামে পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার সহ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পিত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি কাজ করছে। ২০২০ সালে ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে যাতে স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট আটটি বিষয়ে রয়েছে। উক্ত বিষয়সমূহ হলো- গ্রামীণ যোগাযোগ, গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার, গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কম্যুনিটি স্পেস ও বিনোদন ব্যবস্থা, উপজেলা মাস্টার প্যান, গ্রামীণ গৃহায়ন এবং উপজেলা পরিষদ-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত এ কর্মপরিকল্পনায় উক্ত আটটি বিষয়ে দেশব্যাপী পরিকল্পিতভাবে ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ৩০ টি গাইডলাইন/ নীতিমালা তৈরি এবং ৩৬টি সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি দেশের গ্রামসমূহ ২০৪১ সালের ভিশন সামনে রেখে পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলার জন্য ১৫টি পাইলট গ্রাম উন্নয়নের একটি প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে।

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ বাস্তবায়ন সমীক্ষার সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদান করা হলো

মাস্টার প্ল্যান

উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন উন্নত দেশ গঠনের পূর্বশর্ত। দেশে উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে সক্ষমতার অভাব থাকায় প্রতিবছর ৮-১০ টির বেশি মাস্টারপ্ল্যান করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। এ ভাবে দেশের সকল উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান সমাপ্ত করতে ৩০-৪০ বছর সময় লাগতে পারে । এ প্রেক্ষিতে, মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের বর্তমান পদ্ধতি কিছুটা কাস্টমাইজ করে বছরে ৫০-১০০ টি উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সুযোগ আছে কিনা তা যাচাই এর জন্য সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে ।

অনেক উপজেলায় দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। এ সকল উপজেলায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন জরুরি। মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নে দেশের সকল উপজেলার অগ্রাধিকার নির্ণয়ের জন্য সমীক্ষা রয়েছে। আবার, মাঠ পর্যায়ে মাস্টারপ্ল্যান প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো এবং জনবল প্রয়োজন। এ সকল বিষয় নিয়ে মোট ৬টি গাইডলাইন তৈরি এবং ৪ টি সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে ।

উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি

'আমার গ্রাম-আমার শহর' বাস্তবায়নের জন্য সারাদেশে উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর না হলে, মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সেবা সম্প্রসারণ সহজ হবেনা। এ জন্য, উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে।

গ্রামীণ যোগাযোগ

বাংলাদেশে সমতল জেলার গ্রামগুলির অধিকাংশ গ্রামে কমপক্ষে গ্রাম পর্যন্ত সংযোগ রয়েছে। কিছু গ্রামে সেতুর অভাবে সরাসরি সড়ক সংযোগ নেই। এলজিইডির অধিকাংশ প্রকল্পে গ্রামের ভেতরকার সড়কসমূহ উন্নয়ন কিংবা ইতোপূর্বে নির্মিত সড়কসমূহ আপগ্রেডেশন করা হচ্ছে। হাওর-চর-পার্বত্যাঞ্চলের প্রায় ৪২০০ গ্রামে সড়ক যোগাযোগ নেই। এ সকল গ্রামগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে যা মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট সহ অন্যান্য বিষয় ও বিবেচনা করবে ।

সমতলের গ্রামগুলির সড়কের মুল চ্যালেঞ্জ হলো টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ। ভারী যানবাহন চলাচল, সড়ক বাঁধ কেটে ফেলা, মাছ চাষের পুকুরের জন্য সড়ক বাঁধ কাটা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাসহ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে উপজেলা-ইউনিয়ন পরিষদ, কম্যুনিটির অংশগ্রহণের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষা রয়েছে।

মধ্যআয়ের দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি সঞ্চালনে দেশের গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের 'কোর নেটওয়ার্ক' আপগ্রেডেশন করা এখন জরুরি। এ জন্য দেশের সকল উপজেলায় 'কোর রোড নেটওয়ার্ক'/ আপগ্রেডেশনের জন্য সড়ক নেট ওয়ার্ক চিহ্নিত করার সমীক্ষা ও এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ সকল বিষয় নিয়ে মোট ৭ টি গাইডলাইন, ৬ টি সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে ।

গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার

গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার হলো গ্রামীণ অর্থনীতির হৃদপিন্ড। ২০৪১ সালের উন্নত দেশ গড়ার ভিশন অনুযায়ী পল্লি অর্থনীতিতে অধিকতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সঞ্চার করতে হলে গ্রোথ সেন্টার-হাটবাজার সমূহের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রয়োজন ।

এ জন্য, গ্রোথ সেন্টার-হাটবাজার কেন্দ্রিক অধিকতর কর্মসংস্থান তৈরি এবং উচ্চ আয়/মধ্য আয়ের অর্থনীতি সংস্থানে সক্ষম গ্রামীণ হাট-বাজার পরিকল্পনার জন্য এ সমীক্ষা এবং গাইডলাইন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, ৮০ এর দশকে ১৪০০ এবং ৯০ এর দশকে ২১০০ গ্রোথ সেন্টার ছিল। ৯০ এর দশকের পর গ্রোথ সেন্টার/ হাট-বাজার নিয়ে আর কোন সমীক্ষা হয় নাই।

২০৪১ সালের উন্নত দেশ বাস্তবায়নে গ্রোথ সেন্টারের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা যাচাই, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং গ্রোথ সেন্টারের অবকাঠামো পরিকল্পনা নিয়ে সমীক্ষা রয়েছে ।

হাট-বাজারে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমি নেই। জমির সম্ভাব্য প্রাপ্যতা এবং পিপিপি এর ভিত্তিতে উন্নয়নের সুযোগ আছে কিনা তা কেস স্টাডি করা হবে। গ্রামীণ বাজারে ভ্যালু চেইন বিষয়ে ও গবেষণা করা হবে। দেশে কৃষি বিপণণ সম্প্রসারণে কৃষিপণ্য কালেকশন সেন্টার, বিশেষ কৃষিপণ্যের বিশেষ বাজার স্থাপনে গবেষণা, কৃষিপণ্যে ভ্যালুচেইন স্থাপন করার জন্য সমীক্ষা রয়েছে।

এ সকল বিষয় নিয়ে এলজিইডি, কৃষি বিপণণ অধিদপ্তর এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তারা একসাথে কাজ করছেন। এ সংক্রান্ত মোট ৩টি গাইডলাইন তৈরি এবং ৯টি সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে ।

কম্যুনিটি স্পেস

গ্রামে খেলার মাঠ এবং কম্যুনিটি স্পেসের তীব্র অভাব রয়েছে। স্কুলের মাঠ ছাড়া খেলার মাঠ নেই বললেই চলে। অধিকাংশ জমিতে তিন ফসল হওয়ায় জমিতেও এখন খেলা যাচ্ছেনা। স্কুলের মাঠসমূহের পরিকল্পিত ডিজাইন- উন্নয়ন করলে গ্রামে শিশুদের খেলার মাঠের সংস্থান সম্ভব । অনেক গ্রামে স্থানীয় জনগণ খেলার মাঠ, কম্যুনিটি স্পেসের জন্য জমি দানে আগ্রহী। এ সব ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নয়নে সরকারী বিনিয়োগ করার জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা প্রয়োজন।

উপজেলাগুলোতে জমির তীব্র সংকট রয়েছে । নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম, ইনডোর স্টেডিয়াম, পাবলিক লাইব্রেরী, কম্যুনিটি সেন্টার, থিয়েটার, ইয়ুথ রিক্রিয়েশন সেন্টার ইত্যাদি স্থাপনা তৈরিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সমন্বিত ডিজাইন প্রণয়ন খুবই জরুরি। এর পাশাপাশি, উপজেলায় পার্ক, পাবলিক স্পেস উন্নয়নের বিভিন্ন সুযোগ রয়েছে । যেমন বাপাউবোর খননকৃত খালের পাড়, সেতুর জন্য অধিগ্রহণকৃত জমি ইতাদি। এ সকল স্থাপনা ব্যবহার করে পাবলিক স্পেস উন্নয়নের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির সমীক্ষা রয়েছে ।

গ্রামীণ গৃহায়ন

দেশে শিল্প, গৃহায়নের ফলে কৃষিজমি কমছে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা বাড়ছে। এ অবস্থায় পরিকল্পিত গ্রামীণ গৃহায়ন ক্রমশ: প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। পরিকল্পিত গৃহায়ন হলে সড়ক, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদি সেবা সম্প্রসারণ সহজ এবং সাশ্রয়ী হয়ে যায়। জনগণের জীবনমান সহজে উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে দেশে বিভিন্ন গবেষণা এবং উদ্যোগ রয়েছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া দেশের তিনটি জেলায় (বগুড়া, রংপুর, গোপালগঞ্জ) গ্রামীণ গৃহায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল হাউজিং অথরিটি দেশের ১১ টি উপজেলা সদরে পরিকল্পিত আবাসন তৈরির জন্য পট বরাদ্দের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গ্রামে কম্প্যাক্ট হাউজিং উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা রয়েছে। এর বাস্তব প্রয়োগ, অর্থায়ন, জমির সংস্থান ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন অস্পস্টতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ/গবেষণা বিশ্লেষণ এবং গ্রাম পর্যায়ে বাস্তবানুগ পরিকল্পিত আবাসন তৈরির সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে ২ টি গাইডলাইন এবং একটি সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ পানি সরবরাহ

নির্বাচনী ইশতেহারে উন্নত পানি সরবরাহের অঙ্গীকার রয়েছে । কিন্তু দেশে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা, প্রায় দুইশ উপজেলায় আর্সেনিক এবং বরেন্দ্র এলাকায় পানির স্তর নিয়ে সমস্যা রয়েছে। হাওর, পার্বত্যাঞ্চলে স্যানিটেশন, পানি সরবরাহের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট দেশের পরিবেশের জন্য ক্রমবর্ধমান হুমকি। এ সব বিষয় নিয়ে ২ টি গাইডলাইন তৈরি এবং ৮ টি সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রামীণ বর্জ্য

দেশের প্রায় তিনশটি ইউনিয়নে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি.তে ২,৫০০ এর বেশি । ঢাকার কাছাকাছি কিছু উপজেলায় প্রায় ৪০টি ইউনিয়নে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৫,০০০-৩০,০০০। এ সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় জরুরি ভিত্তিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা উচিত। এর পাশাপাশি দেশের সকল ইউনিয়নে ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়ন করা প্রয়োজন। দেশের সকল হাট-বাজারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে যা নদী এবং পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। এ সকল বিষয় নিয়ে ১টি গাইডলাইন তৈরি এবং ৫ টি সমীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

‘‘আমার গ্রাম-আমার শহর’’ কর্মসূচি বাস্তবায়নে - স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নির্দেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দর্শন ‘‘আমার গ্রাম-আমার শহর’’ কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাদেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি। গত ২৮ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁও-এ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য কৌশল অধিদপ্তরের আয়োজনে ‘‘আমার গ্রাম- আমার শহর কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অংশীজন শৌক্ষন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জানি এ আহ্বান জানান।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আরও বলেন, গ্রামগুলোতে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন কর্মকা- পরিচালনা করতে হবে। গুচ্ছভিত্তিক গ্রাম গড়ে তুলতে হবে। একটি গ্রামের কিছু অংশকে আবাসিক এলাক, কিছু অংশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, খেলাধুলার স্থান, সুইমিংপুল, হাটবাজার, মসজিদ-মাদ্রাসাসহ অন্যান্য সুবিধা থাকবে, যেন মানুষ এক জায়গায় সুবিধাগুলো পায়। তিনি আরো বলেন, সকল অবকাঠামো পরিকল্পিতভাবে করতে হবে, এতে বিদ্যুৎ, গ্যাস পানি স্যুয়ারেজের লাইনের মতো সুবিধার ব্যবস্থাপনা সহজ হবে। মানুষকে গ্রামে রাখতে হলে আধুনিক সকল নাগরিক সুবিধা যেমন-কর্মসংস্থন, ব্যাংক-বীমা, গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ স্যানিটেশনসহ সকল ধরনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোঃ মামুন-আল রশীদ ও রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, জাইকার প্রতিনিধি হায়াকাওয়া ইয়োহো। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান।

জাতীয় কর্মশালার উদ্বোধন শেষে প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কাঠামো ও চ্যালেঞ্জ এবং সম্পদ আহরণের মাধ্যনে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে দুটি পৃথক কর্মঅধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ‘‘আমার গ্রাম-আমার শহর’’ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আবুল মনজুর মোঃ সাদেক ও প্রকল্প উপদেষ্টা ড. কাজী আনোয়োরুল হক। স্থানীয় সরকার বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ কর্মশালায় অংশ নেন।

‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা

১২ জানুয়ারি ২০২২ এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মরণ কুমার চক্রবর্তী।

সভাপতির বক্তব্যে মরণ কুমার চক্রবর্তী বলেন, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার তাগিদ দেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন বলেন, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এ অন্তর্ভুক্ত বিশেষ অঙ্গীকার ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ ভিশনারি অঙ্গীকারটি বাস্তবায়নে স্ব স্ব করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

সভায় প্রকল্পের উপদেষ্টা ড. কাজী আনোয়ারুল হক ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট, জাতীয় সমন্বয় কমিটি ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দের কার্যপরিধি, পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক আবুল মনজুর মোঃ সাদেক।

এরপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তাবৃন্দ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন। সভায় প্রকল্পের ওপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র দেখানো হয়।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অফিস পরিদর্শন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রাজধানীর আগারগাঁও-এ অবস্থিত এলজিইডি ও ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করেন। এ সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রীকে প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দিতে গ্রামভিত্তিক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা দেন। তাঁকে ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ওপর নির্মিত ভিডিওচিত্র দেখানো হয়। পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সঙ্গে আরও ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) মরণ কুমার চক্রবর্তী, মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী। ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ওপর উপস্থাপনা তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক আবুল মনজুর মোঃ সাদেক ও প্রকল্প উপদেষ্টা ড. কাজী আনোয়ারুল হক। সভায় প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন

এলজিইড উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা, নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে থাকে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ও নির্দেশিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। দেশের সব মানুষের জন্য উন্নয়ন সুবিধা নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। একইসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা, মান ও স্থায়িত্ব ধরে রেখে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাও প্রদান করেন। এলজিইডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অনুশাসনের আলোকে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিম বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০০৯ সালে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এলজিইডি সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতির মোট সংখ্যা ছিল ১৩০টি, যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি ৯৪টি এবং নির্দেশনা ৩৬টি। তন্মধ্যে ৭১টি প্রতিশ্রুতি এবং ইতোমধ্যে ৩০টি নির্দেশনা সমাপ্ত হয়েছে। যা মোট স্কীমের যথাক্রমে ৭৫.৫৩% এবং ৮৪.৩৩%।

মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতি	মন্তব্য
৯৪	৭১	২০	৩টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়েছে

মোট নির্দেশনা	বাস্তবায়িত নির্দেশনা	বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনা	মন্তব্য
৩৬	৩০	৫	১টি নির্দেশনা বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যাহার করা হয়েছে

অধ্যায়-১৩

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি ---------- ১২২
এআইআইবি---------- ১২২
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ---------- ১২২
মিশন ----------১২৩
সিআরডিপি-২ প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মিশন----------১২৩
আরটিআইপি-২ (অতিরিক্ত অর্থায়ন): বিশ্বব্যাংক মিশন সম্পন্ন ----------১২৩
সিটিইআইপি: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মিশন ----------১২৩
আরসিআইপি প্রকল্প: এডিবি মিশন সম্পন্ন---------- ১২৪
এলজিইডি পরিদর্শনে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার ট্রান্সপোর্ট প্রাকটিস মানেজার ---------- ১২৪

উন্নয়ন সহযোগী ও এলজিইডি

স্বাধীনতাত্তোরকাল থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো কাজ করছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে এলজিইডির কাজের অভিজ্ঞতা শুরু থেকেই। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠার আগে সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা) ও নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (নোরাড) এর সহায়তায় ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ মেয়াদে নিবিড় পল্লীপূর্ত কর্মসূচি (ইনটেনসিভ রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম-আইআরডব্লিউপি) বাস্তবায়িত হয়। তৎকালীন পূর্ত কর্মসূচি উইং এর মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১৯৮৫ সালে সিডা ও নোরাডের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সেক্টর প্রোগ্রাম (আরইএসপি) শীর্ষক এক কর্মসূচি হাতে নেয়। এই কর্মসূচির আওতায় দুটি প্রকল্প- পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪: অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিপি) এবং পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৫: প্রোডাকশন এন্ড এমপ্লয়মেন্ট প্রজেক্ট (পিইপি) বাস্তবায়িত হয়। এলজিইবি পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় আইডিপি এবং বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প-৫ এর আওতায় পিইপি বাস্তবায়ন করে। ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকল্পে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১৯৯০ সালে সমাপ্তির পরপরই আরইএসপি-২ এর কার্যক্রম শুরু হয়। এসময় পূর্ববর্তী চারটি জেলার সঙ্গে রাজবাড়ী ও শরিয়তপুর জেলাকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয় এবং আরইএসপি-২ এর এলজিইবি অংশে আইডিপির পাশাপাশি আর একটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার নাম ছিলো আইএসপি বা ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট প্রজেক্ট। আইএসপির আওতায় ছিল প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও ডিজাইন- এই তিনটি কম্পোনেন্ট। উল্লেখ্য, প্রথম আরইএসপিতে আইডিপি এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে আইএসপির আওতায় প্রশিক্ষণকে নিয়ে আসা হয়। ১৯৯৬ সালে আরইএসপি-২ এর সমাপ্তির পর আরইএসপি-৩ বাস্তবায়ন করা হয়, যার মেয়াদ ছিল ২০০১ সাল পর্যন্ত।

এদিকে প্রায় একই সময় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডাব্লিউএফপি) এর স্পেশাল ফুড ফর ওয়ার্কস (এসএফএফডব্লিউ) এর সহায়তায় গ্রোথ সেন্টার সংযোগকারী সড়কে মাটির কাজ ও পরবর্তীতে ওসব সড়কে ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে তৎকালীন এলজিইবি। এসব সড়ক পরবর্তীতে ফিডার সড়ক-বি হিসেবে শ্রেণিবিন্যস্ত হয় এবং সর্বশেষ সড়ক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এসব সড়ক এলজিইডির উপজেলা সড়কের মর্যাদা পেয়েছে। একই সময় কেয়ার বাংলাদেশের সহায়তায় গ্রামীণ পর্যায়ে মাটির রাস্তা ও ছোট ছোট কালভার্ট নির্মাণ করে তৎকালীন এলজিইবি।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কর্মরত সকল উন্নয়ন সহযোগীর সঙ্গে এলজিইডির রয়েছে উন্নয়ন অংশীদারিত্ব ও দীর্ঘ আস্থার সম্পর্ক। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডিতে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ২৯টি। এর মধ্যে রয়েছে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে ১৮টি, নগর উন্নয়ন সেক্টরে ৭টি এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে ৩টি প্রকল্প এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এসব প্রকল্পে ১৬টি উন্নয়ন সহযোগী অর্থায়ন করছে।

এআইআইবি

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) একটি Multilateral Development Bank যা এশিয়ার দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ২০১৫ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে। পৃথিবীর ১০৫ টি দেশ এর সদস্য যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে এলজিইডি প্রথম উদ্যোগ হিসেবে বর্তমানে Integrated Solid Waste Management Improvement Project (ISWMIP) শীর্ষক একটি Technical Assistance Project বাস্তবায়ন করছে।

ISWMIP প্রকল্পের আওতায় দেশের সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এর কাজ চলমান রয়েছে যা জুন ২০২৩ সালে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে দেশের প্রায় ৩০টি সিটি কর্পোরেশন / পৌরসভায় পরিবেশসম্মত, টেকসই ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এছাড়া AIIB বাংলাদেশে আধুনিক ও জলবায়ু পরিবর্তন ঘাতসহ শহর উন্নয়নে Smart City Development Project শীর্ষক আরেকটি প্রকল্পে সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়েছে। উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে AIIB এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের চরম দারিদ্র্য দূর করে একটি সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহিষ্ণু ও টেকসই অঞ্চল গঠনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ১৯৬৬ সালে যাত্রা শুরু করে। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ এডিবি'র সদস্য হওয়ার পর থেকে যুদ্ধ বিদ্ধস্ত অবকাঠামো উন্নয়নসহ দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি সেক্টরে এডিবি অর্থায়ন করে আসছে। এলজিইডির সঙ্গেও এডিবি'র রয়েছে দীর্ঘদিনের পথচলা।

এর শুরুটা হয়েছিল ১৯৮৮ সালের বন্যা পরবর্তী গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। এরপর থেকে পল্লি উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে প্রকল্প বাস্তবায়নে এডিবি সহায়তা দিচ্ছে। পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে প্রথম প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে। পরবর্তিতে পল্লি উন্নয়ন সেক্টরের অনেকগুলো প্রকল্পের সফল সমাপ্তি বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। নগর উন্নয়ন সেক্টরে এডিবি'র সহায়তায় প্রথম প্রকল্প শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে। বাংলাদেশের ১০টি মাঝারি শহরের (পৌরসভা) অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিলো সেকেন্ডারি টাউনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিআইডিপি)। পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে এডিবির অর্থায়নে ১৯৯৫ সালে প্রথম প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

মিশন

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও নতুন প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কয়েকটি মিশন জুম অ্যাপ এবং সরেজমিনে পরিচালিত হয়। প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করে, যা প্রকল্পসমূহের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সিআরডিপি-২: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মিশন

গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ২০২১ দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-২)-এ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর ভার্চুয়াল লোন রিভিউ মিশন পরিচালিত হয়।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রশাসনিক, কারিগরি দিক, জেন্ডার, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, অডিট, কোভিড-১৯ এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

এসময়ে প্রকল্পভুক্ত ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার মাঠপর্যায়ে গৃহীত উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি ভার্চুয়াল ট্যুর এর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়। বিশ্ব মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাব সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে।

৫ অক্টোবর ২০২১ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দিন আহমদ-এর সভাপতিত্বে র‌্যাপআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন এডিবি'র আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার এন্ড মিশন লিডার অমিত দত্ত রায়। ভার্চুয়াল এ মিশনে স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাগণও অংশ নেন।

আরটিআইপি-২ (অতিরিক্ত অর্থায়ন): বিশ্বব্যাংক মিশন সম্পন্ন

সেকেন্ড রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (অতিরিক্ত অর্থায়ন)-এর সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য গত ২০ মার্চ-০৩ এপ্রিল ২০২২ বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন মিশন পরিচালিত হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন বিশ্বব্যাংকের টাস্কটিম লিডার নাটালিয়া স্টেনকেভিচ। বাস্তবায়ন মিশন বিভিন্ন পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণ, ডকুমেন্টস রিভিউ এবং সরাসরি মাঠ পরিদর্শন করেন। করোনা মহামারির ঝুঁকি সত্ত্বেও প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে মিশন অভিমত ব্যক্ত করে। একই সঙ্গে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ব্যাপারে মিশন আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মিশন প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম, পরিবেশ, জেন্ডার, সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। নির্মিত অবকাঠামোর স্থায়িত্ব, মাঠ পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ ও চুক্তি ব্যবস্থাপনার গতি ত্বরান্বিত করতে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরে। পাশাপাশি অধিকতর জনঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি জোরদার করতে অনুরোধ করে। মিশনে আলোচনায় অংশ নেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবিব, মোঃ আলি আখতার হোসেন এবং আরটিআইপি-২-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ ছোহরাব আলীসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ।

সিটিইআইপি: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক মিশন

২১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল ২০২২ উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (সিটিইআইপি)-এর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর লোন ও গ্রান্ট রিভিউ মিশন পরিচালিত হয়। মিশন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রশাসনিক, কারিগরি দিক, জেন্ডার, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, অডিট, কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও সময়মত প্রকল্পের ক্লোজার রিপোর্ট প্রদানের বিষয়ে পর্যালোচনা করে। এ সময়ে মিশন প্রকল্পভুক্ত ছয়টি পৌরসভার (মঠবাড়িয়া, বরগুনা, আমতলী, পটুয়াখালী, ভোলা, দৌলতখান) মাল্টিপার্পাস মার্কেট, ইন্টিগ্রেটেড ল্যান্ডফিল্ড, বাস টার্মিনাল, স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার, পাবলিক টয়লেট ইত্যাদি চলমান ও নির্মিত পূর্তকাজ পরিদর্শন করে। বিশ্ব মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রভাব সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে।

১২ এপ্রিল ২০২২ স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে র‌্যাপ-আপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এডিবি-এর সিনিয়র ওয়াটার রিসোর্স অফিসার এ্যান্ড মিশন লীডার মারজানা চৌধুরী মিশনে নেতৃত্ব দেন। এ মিশনে এডিবি ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

আরসিআইপি প্রকল্প: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকমিশন সম্পন্ন

২২ মে থেকে ৪ জুলাই ২০২২ পর্যন্ত রুরাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরসিআইপি)-এ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক লোন রিভিউ মিশন সম্পন্ন হয়। মিশনে নেতৃত্ব দেন এডিবির এসোসিয়েট প্রজেক্ট অফিসার (ট্রান্সপোর্ট) অমৃত কুমার দাস। এ সময় মিশন প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনাসহ মাঠপর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শন এবং অংশীজনদের সাথে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আর্থিক অগ্রগতি, অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের সার্বিক পরিস্থিতি, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ক্রয় সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, জেন্ডার, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

মিশন প্রকল্পভুক্ত ফেনী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করে। মিশন সদস্যবৃন্দ স্থানীয় সুবিধাভোগী এবং সড়ক ব্যবহারকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। সড়কগুলো উন্নয়নের ফলে স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ সমস্যার সমাধান হওয়ায় এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেন। মিশন কক্সবাজার জেলায় জাতীয় সংসদ সদস্য সাইমুর সরওয়ার কামাল-এর সাথে বৈঠকে মিলিত হয়।

৪ জুলাই ২০২২ র‍্যাপআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরামর্শক চুক্তি ও পূর্তকাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য প্রকল্পকে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে।

মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অনুবিভাগ প্রধান (এডিবি), স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আরসিআইপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়।

পরিদর্শন

এলজিইডি পরিদর্শনে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়ার ট্রান্সপোর্ট প্রাকটিস ম্যানেজার

গত ১৮ নভেম্বর ২০২১ বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া ট্রান্সপোর্ট প্রাকটিস ম্যানেজার সৌমিক রাজ মেহনদিরাতা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) পরিদর্শন করেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান তাকে অভ্যর্থনা জানান। প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচিতি সভায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে যে সকল প্রকল্প চলমান রয়েছে তা এক উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

সভায় প্রধান প্রকৌশলী সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুসহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ, সড়ক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে সহযোগিতা কামনা করেন। সৌমিক রাজ মেহনদিরাতা বক্তৃতায় সম্পদব্যবস্থাপনা, জলবায়ুসহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, সড়ক নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতে অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের আগ্রহের কথা জানান। পরে বিশ্বব্যাংকের প্রাকটিস মানেজার এলজিইডির জিআইএস ইউনিট পরিদর্শন করেন।

অধ্যায়-১৪

এলজিইডির উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা

নিউজলেটার--১২৬
বার্ষিক প্রতিবেদন--১২৬
এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি --- ১২৭
অন্যান্য প্রকাশনা--- ১২৭
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার --- ১২৭

যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও লক্ষ্য অর্জনের তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন প্রকাশনার। এলজিইডির কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই নিউজলেটার নামে একটি প্রকাশনা করে আসছে। এছাড়া সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অর্জনের তথ্য দালিলিক আকারে প্রকাশের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এসমস্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

নিউজলেটার

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৬ সালের অক্টোবরে 'এলজিইবি নিউজলেটার' নামে প্রথমবারের মতো একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনার মাধ্যমে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের কার্যক্রমের সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে সরকারের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এলজিইডি আত্মপ্রকাশ করলে ওই বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের নিউজলেটারের নামকরণ করা হয় 'এলজিইডি নিউজলেটার'। উল্লেখ করা যেতে পারে, এলজিইডির কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সম্পৃক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি ভাষায় এসব নিউজলেটার প্রকাশিত হতো।

এদিকে পানি সম্পদ সেক্টর থেকে জুলাই, ১৯৯৯ এ 'পানি সম্পদ বার্তা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। ত্রৈমাসিক এই বুলেটিনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের খবরা-খবর প্রকাশ করা হতো। এরপর নগর উন্নয়ন সেক্টর থেকে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে 'পৌর বার্তা' নামে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করা হয়, যা পরবর্তী সংখ্যা অর্থাৎ ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নগর সংবাদ' নামে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রকাশিত হতে থাকে। ২০১৫ সালে এই তিনটি প্রকাশনা একীভূত করে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে 'এলজিইডি নিউজলেটার' নামে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হতে থাকে।

বার্ষিক প্রতিবেদন

সমাপ্ত অর্থবছরের কার্যক্রমের বিবরণী তুলে ধরতে এলজিইডি প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি, অর্জিত সাফল্য ও উদ্ভূত সমস্যা এবং তহবিল ব্যবহারে আয়-ব্যয়ের বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস থাকে। সরকার প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও রাজস্ব খাতে এলজিইডির অনুকূলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এই বরাদ্দের মাধ্যমে সারাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। একইসঙ্গে এই এডিপি বরাদ্দের মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উদ্যোগ যেমন– দারিদ্র্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল কাজের বছরভিত্তিক অগ্রগতি ও অর্জিত সাফল্য তুলে ধরতে ২০০৪ সালে প্রথম ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। শুরুতে বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলায় প্রকাশিত হলেও উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এলজিইডির কাজের সংশ্লিষ্টতার কারণে বার্ষিক প্রতিবেদন ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশ করা হয়। এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন (পিএমই) ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত হলেও ২০১৮ সালে এলজিইডি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠার পর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে এই কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছরও এলজিইডি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার থেকে ৪র্থ বারের মত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

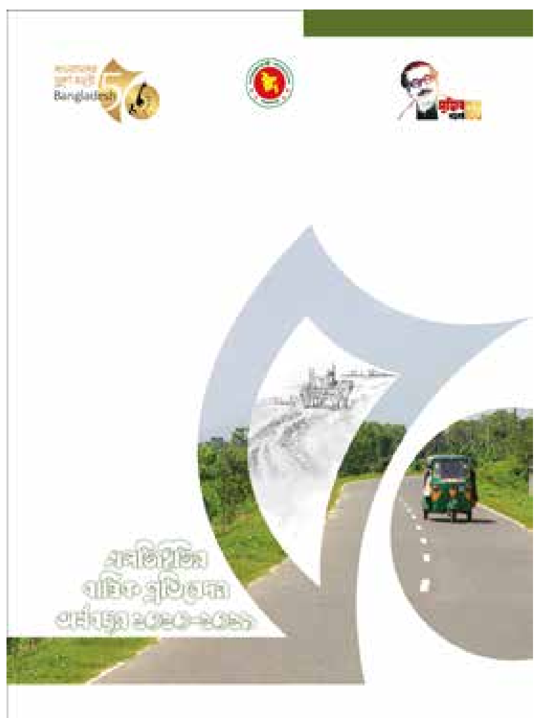

এলজিইডির প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলজিইডি নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদন করতে অর্থবছরের শুরুতে প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রকাশিত হচ্ছে। এসময় বার্ষিক প্রশিক্ষণের তথ্যাদি ক্রুসিউর আকারে প্রকাশিত হতো। এরপর ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) হিসেবে উন্নীত হওয়ার পর প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি বই আকারে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি প্রণয়ন করে।

প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জিতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত থাকে; যেমন− পাঠ্যধারার শিরোনাম, প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রেণি, পাঠ্যধারার বিষয়বস্তু, পাঠ্যধারার মেয়াদ, তারিখ ও সময়সূচি, প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা এবং বাজেট ইত্যাদি। ক্লাসরুমভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকালীন (অন-জব) প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়ে থাকে।

মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার

এলজিইডিতে সমন্বিতভাবে মিডিয়া ও প্রকাশনার কাজ বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১৮ এ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। এলজিইডি সদর দপ্তরের মূল ভবনের চতুর্থ তলায় এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এলজিইডির ত্রৈমাসিক নিউজলেটার, বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর ক্রুসিওর ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়াও উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং সমাপ্তির পর তা উদ্বোধনের সময় যেসব প্রকাশনার প্রয়োজন হয়, তা প্রস্তুতেও এই সেন্টার সহায়তা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস বিশেষত আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালন এবং বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ সেন্টার থেকে ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা সহায়তা দেওয়া হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি সম্বলিত নানা রঙের ফেস্টুন ও ব্যানার তৈরি করে তা দিয়ে এলজিইডি সদর দপ্তর সুসজ্জিত করা হয়। এলজিইডি ভবনের নিচতলায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের ওপর আকর্ষণীয় ডিজাইনে বঙ্গবন্ধুকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার জন্য ঘড়ি, জাতির পিতার জীবনভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও তা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এসব সৃষ্টিশীল ও দৃষ্টিনন্দন কাজ মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার সম্পন্ন করে।

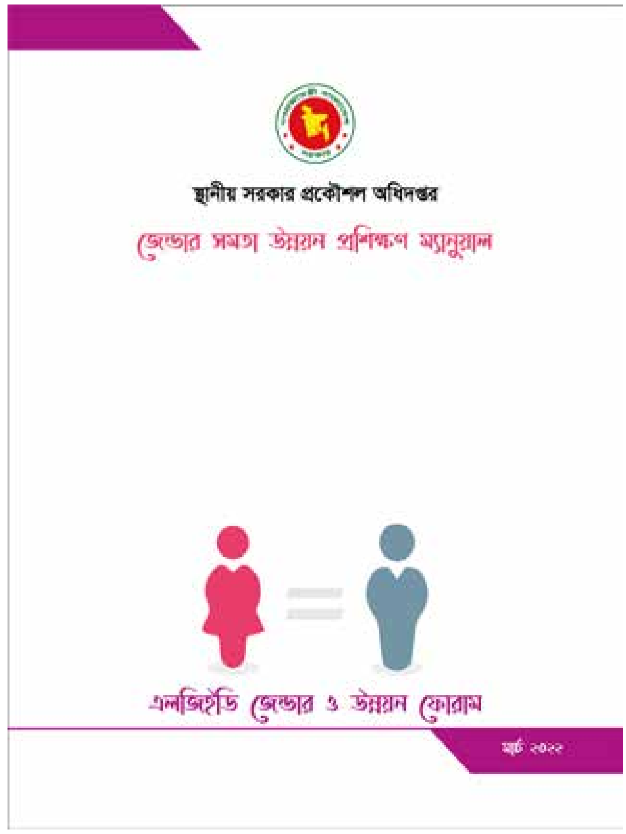

অন্যান্য প্রকাশনা

এলজিইডির বিভিন্ন ইউনিট ও প্রকল্পের পরিচিতিমূলক এবং কার্যক্রমভিত্তিক পুস্তিকা, ফ্ল্যায়ার, ক্রুসিওর ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট কাজের তথ্যকণিকা প্রকাশ ও ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডি জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের ওপর পুস্তিকা/ক্রুসিওর, ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র এবং জাতীয় উন্নয়ন মেলায় প্রচারের জন্য প্রামাণ্যচিত্র ও তথ্যকণিকা প্রকাশ করে থাকে।

অধ্যায়-১৫
বিবিধ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন---------- ১৩০
জাতীয় শোক দিবস ২০২১ ---------- ১৩০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ২০২১---------- ১৩০
শেখ রাসেল দিবস ২০২১ ---------- ১৩০
মহান বিজয় দিবস ২০২১ ----------১৩১
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ২০২২ ----------১৩২
বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী ও জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ----------১৩২
ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ----------১৩২
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২----------১৩২
১৭ মার্চ, জাতির পিতার জন্মদিন ---------- ১৩৩
২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ---------- ১৩৩
মেলায় অংশগ্রহণ ---------- ১৩৩
দুবাই এক্সপো ২০২০: স্থানীয় সরকার বিভাগের অংশগ্রহণ ---------- ১৩৩
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন ----------১৩৪
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ----------১৩৪
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহারিয়ার আলম এমপি----------১৩৪
পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান----------১৩৪
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি ----------১৩৪
স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দিন আহমদ ----------১৩৪
স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী----------১৩৪
স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মরণ কুমার চক্রবর্তী----------১৩৪
মন্ত্রী পরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম ----------১৩৪
পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মোঃ জয়নুল বারী----------১৩৪
স্বীকৃতি ও অর্জন ----------১৩৫
এপিএ বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্য----------১৩৫
আরসিআইপি প্রকল্পের এডিবি পুরস্কার অর্জন----------১৩৫
বিশ্বমহামারি করোনা ভাইরাস----------১৩৫

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

এলজিইডি প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে থাকে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এসব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, র‍্যালি, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

জাতীয় শোক দিবস ২০২১

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দিনটি আমাদের জাতীয় শোক দিবস। এলজিইডি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে জাতীয় শোক দিবস পালন করে। ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার ৪৬-তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকালে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী সদর দপ্তরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। এছাড়া, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহদাৎবরণকারীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় এলজিইডি সদর দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে কোরআনখানী ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন

বাঙলার মহান স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা দম্পতির জ্যেষ্ঠ সন্তান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭। এ মহান রাষ্ট্রনায়কের ৭৫তম জন্মদিনে এলজিইডি সদর দপ্তরে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এলজিইডি জামে মসজিদে বাদ জোহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এতে অংশ নেয়।

১৮ অক্টোবর, শেখ রাসেল দিবস ২০২১

১৮ অক্টোবর ১৯৬৪ জাতির পিতা ও বঙ্গমাতার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন। ১৯৭৫ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সে জাতির পিতার এই নিষ্পাপ শিশুপুত্রকেও বরণ করতে হয় নির্মম মৃত্যু। ঘাতকের বুলেট সেদিন শিশু রাসেলকেও ক্ষতবিক্ষত করে। জাতির পিতার এই ছোট্ট শিশুকে স্মরণ করতেই বর্তমান সরকার ১৮ অক্টোবরকে শেখ রাসেল দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এলজিইডি এবছর শেখ রাসেল এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস ২০২১

১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবসে এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এলজিইডি সদর দপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বিজয় দিবসে উপলক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে দুদিনব্যাপী বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি মেলার উদ্বোধন করেন। এছাড়া, 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষ একত্রিত হয়ে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা গড়তে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন তা যথাযথভাবে রূপায়িত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

আলোচনা শেষে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবিব-এর পরিকল্পনা, গ্রন্থণা ও নির্দেশনায় 'বিজয়ের ইতিহাস' শীর্ষক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন এলজিইডিসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহ দুদিনব্যাপি আয়োজিত এ বিজয় মেলায় অংশ নেয়।

এছাড়াও, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডি বছরব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেয়। এর অংশ হিসেবে এলজিইডি পরিবারের সন্তানদের মাঝে জাতির পিতার আদর্শ ও চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতাটি জেলা পর্যায়ে শুরু হয়ে কেন্দ্রিয় পর্যায়ে সমাপ্ত হয়। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টকে শ্রেণিভেদে ৩টি গ্রুপে ভাগ করে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। ২৯ ও ৩০ অক্টোবর ২০২১ এলজিইডি সদর দপ্তরে কেন্দ্রিয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ এলজিইডি সদর দপ্তরে বিজয়ীদেও মাঝে পুরস্কার বিরতণ করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ আয়োজনের সমাপ্তি হয় 'শাশ্বত মুজিব' শীর্ষক জাতির পিতার জীবনীভিত্তিক এক গীতিনাট্যের মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন

১০ জানুয়ারী ১৯৭২, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' । দীর্ঘ নয় মাস কারাবরণের পর তিনি এই দিনে স্বাধীন স্বদেশ ভূমির মাটিতে পা রাখেন । তাঁর এ ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে এলজিইডি শ্রদ্ধার সাথে দিনটিকে স্মরণ করে । এ উপলক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ।

বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ কর্তৃক বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

১৬ জানুয়ারি ২০২২ এলজিইডি সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ আয়োজিত বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয় ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি । তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পরে মানুষ আশা করেছিল আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু তা হয়নি । তারা আমাদের ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল, আমরা বঙ্গবন্ধুর অমর বাণী ধারণ করেছি- এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম । নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে । ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন ।

এলজিইডির সাবেক প্রধান প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন চৌধুরী এমপি বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে । স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এলজিইডির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মজিবুর রহমান সিকদার । তিনি এলজিইডির প্রকৌশলীদের ক্যাডারভুক্ত, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গ্রেড-২ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গ্রেড-৩ করার দাবী জানান ।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ

বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রক্কালে ৭ মার্চ ১৯৭১, রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির পিতা প্রদত্ত ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে । আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম । এই ভাষণের বহুমুখি তাৎপর্যের জন্য জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক ভাষণটি পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি । বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা তথা বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ প্রদানের দিনকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবছর এলজিইডি প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ।

৮মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২

২০১০ সাল থেকে এলজিইডি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে । ৮ মার্চ ২০২২ এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন– এই তিন সেক্টরে ৩ জন করে মোট ৯ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ।

এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল ' টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য ।' এলজিইডির সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেন, নারী সমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে । নারীদের সহযোগিতা ছাড়া দেশে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় । তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের প্রশংসা করেন । মন্ত্রী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে স্মরণ করে বলেন, নারীর অগ্রগামিতায় বেগম মুজিব ছিলেন পথিকৃৎ । শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশে নারী উন্নয়নের ফলেই সকলক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে । তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, জাতির পিতা নারী উন্নয়নে কাজ করেছেন । নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে অভিমত ব্যক্ত করেন ।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোঃ মহসিন বিনম্রচিত্তে স্মরণ করেন বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে । এছাড়া, গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিহত ও নির্যাতিত নারীদের । তিনি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছার ত্যাগের কথাও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ৯ জন শ্রেষ্ঠ স্বাবলম্বী নারীকে এলজিইডির সম্মাননা স্মারক ও নগদ অর্থ (১ম পুরস্কার ১২ হাজার টাকা, ২য় পুরস্কার ১১ হাজার টাকা ও ৩য় পুরস্কার ১০ হাজার টাকা) প্রদান করেন । এ বিষয়ে অধ্যায় ৯-এ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে ।

১৭ মার্চ, জাতির পিতার জন্মদিন

১৭ মার্চ ১৯২০, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে এ বছর এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবন্দ।

২৬ শে মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ ২০২২ যথাযোগ্য মার্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এলজিইডি বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করে। এদিন সকালে প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবিব। বক্তব্য রাখেন, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মজিবুর রহমান সিকদার, হাবিবুল আজিজ প্রমুখ। এছাড়া, ভার্চুয়াল সভায় এলজিইডির বিভাগীয় এবং জেলা, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশনেন।

বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ

দুবাই এক্সপো ২০২০: স্থানীয় সরকার বিভাগের অংশগ্রহণ

সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজ্যিক নগরী দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুবাই এক্সপো ২০২০। গত অক্টোবর ২০২১ তারিখে মেলাটি শুরু হয়ে ৩১ মার্চ ২০২২-এ শেষ হয়। এ মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'কানেক্টিং মাইন্ডস, ক্রিয়েটিং দ্য ফিউচার।' আন্তর্জাতিক এ প্রদর্শনীতে মানবিক চেতনা ও উদ্ভাবনী দক্ষতার সমষ্টিক অর্জনকে তুলে ধরা হয়। মেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের শিরোনাম ছিল 'টেকসই উন্নয়নের পথে অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ।' বাংলাদেশের বিগত ৫০ বছরের অর্জনসমূহের ছবি ডিজিটাল পর্দায় ভেসে ওঠে। ২৩ মার্চ ২০২২ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল এ মেলায় অংশ নেয়। তারা 'আমার গ্রাম আমার শহর কর্মসূটি' গ্রামীণ সড়কের ট্রান্সফরমেশন, জলবায়ু সহনশীল পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্মার্ট আরবান পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনারে অংশ নেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিন 'আমার গ্রাম আমার শহর' বিষয়ে পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এলজিইডিতে আগমন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বেশ কয়েকবার এলজিইডিতে আগমন করেন। তিনি গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ, মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে এলজিইডি আয়োজিত দুদিন ব্যাপি বিজয় মেলার শুভ উদ্বোধন করেন। এসময়ে তিনি বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ১০ জানুয়ারি ২০২২ এলজিইডি সদর দপ্তরে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ আয়োজিত বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত এলজিইডি ও ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আমার গ্রাম আমার শহর' কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অফিস পরিদর্শন করেন মাননীয় মন্ত্রী। এছাড়া, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে এলজিইডি আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন। এছাড়াও ২৯ মে ২০২২ মাননীয় মন্ত্রী এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এলজিইডির উন্নয়নমূলক কর্মকা-ের পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ এলজিইডি সদর দপ্তরে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহারিয়ার আলম এমপি। এলজিইডি সদর দপ্তরে রাজশাহী বিভাগে এলজিইডির আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী

১৩ মার্চ ২০২২ সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলা সম্মেলন কক্ষে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান ৪টি বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৪৩ জন বিল ব্যবহারকারী সুফলভোগী সদস্যদের হাতে বিলের মৎস্য আহরণ থেকে অর্জিত লভ্যাংশ তুলে দেন।

মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

১১ মে ২০২২ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন এমপি রাজধানীর মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিয়ম সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দিন আহমদ। তিনি ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ, মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে এলজিইডি আয়োজিত দুদিন ব্যাপি বিজয় মেলার আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত এলজিইডি ও ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আমার গ্রাম আমার শহর' কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অফিস পরিদর্শন কালীণ মাননীয় মন্ত্রীর সাথে ছিলেন। এছাড়া, ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে এলজিইডি আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব

২৯ মে ২০২২ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এলজিইডির উন্নয়নমূলক কর্মকা-ের পর্যালোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব

১২ জানুয়ারি ২০২২ এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রণীত 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্তমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মরণ কুমার চক্রবর্তী।

মন্ত্রী পরিষদ সচিব

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিয়ম সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

পরিকল্পনা বিভাগের সচিব

গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিয়ম সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মোঃ জয়নুল বারী।

স্বীকৃতি ও অর্জন

এপিএ বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্য

২০২১-২২ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে অত্র বিভাগের আওতাধীন ২০টি সংস্থার মধ্যে এলজিইডি ৩য় স্থান অর্জন করে। এ উপলক্ষ্যে ২৮ জুন ২০২২ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী সেখ মোহাম্মদ মহসিনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

আরসিআইপি প্রকল্পের এডিবি পুরস্কার অর্জন

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরসিআইপি) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ এডিবি প্রদত্ত 'প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন সিলভার এ্যাওয়ার্ড (আরএম ক্যাটাগরি) ২০২১' অর্জন করেছে। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ মিঃ কেনেচি ইয়োকোইয়াম, ডিরেক্টর জেনারেল, এডিবি স্বাক্ষরিত এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এডিবি বাংলাদেশে ৬টি সেক্টরে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ইউএস ডলারে বাস্তবায়নাধীন ৫০টি প্রকল্পের মধ্যে আরসিআইপি প্রকল্পটি কর্মসাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ (বেস্ট পারফরমেন্স) এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অর্জন করে। টেকসই পরিবেশবান্ধব ও জলবায়ুসহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ পল্লি অঞ্চলের জনজীবনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ৫টি বিভাগের ৩৪টি জেলার ১৮০টি উপজেলায় এর কাজ চলমান রয়েছে।

বিশ্বমহামারি করোনা ভাইরাস

বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ মেয়াদে এলজিইডির মোট ২৯জন কর্মকর্তা, কর্মচারি সংক্রমিত হয়েছেন। এর মধ্যে ৭জন মারা যান, ২০ জন বাসায় থেকে চিকিৎসা নেন।

জানুয়ারী-মার্চ ২০২২ মেয়াদে মোট ৫৩ জন সংক্রমিত হয়েছেন। এর মধ্যে ১১ জন বাসায় চিকিৎসা নেন এবং বাকী ৪১ জন সুস্থ হয়ে ওঠেন।

করোনায় মৃত্যুবরণকারী কর্মচারীরা হলেন, কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহেদুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলার ইলেকট্রিশিয়ান মোঃ আব্দুল আরিফ, খাগড়াছড়ি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তরের গাড়িচালক মোঃ আব্দুল কাইউম, দিনাজপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের রোলার চালক (মাস্টাররোল) মোঃ আল-আমিন, পটুয়াখালী জেলার কলাপড়া

উপজেলার নিরাপত্তা প্রহরী মোঃ খোকন মাতবর, পাবনা জেলার সদর উপজেলার নিরাপত্তা প্রহরী মোঃ ইদ্রিস আলী।

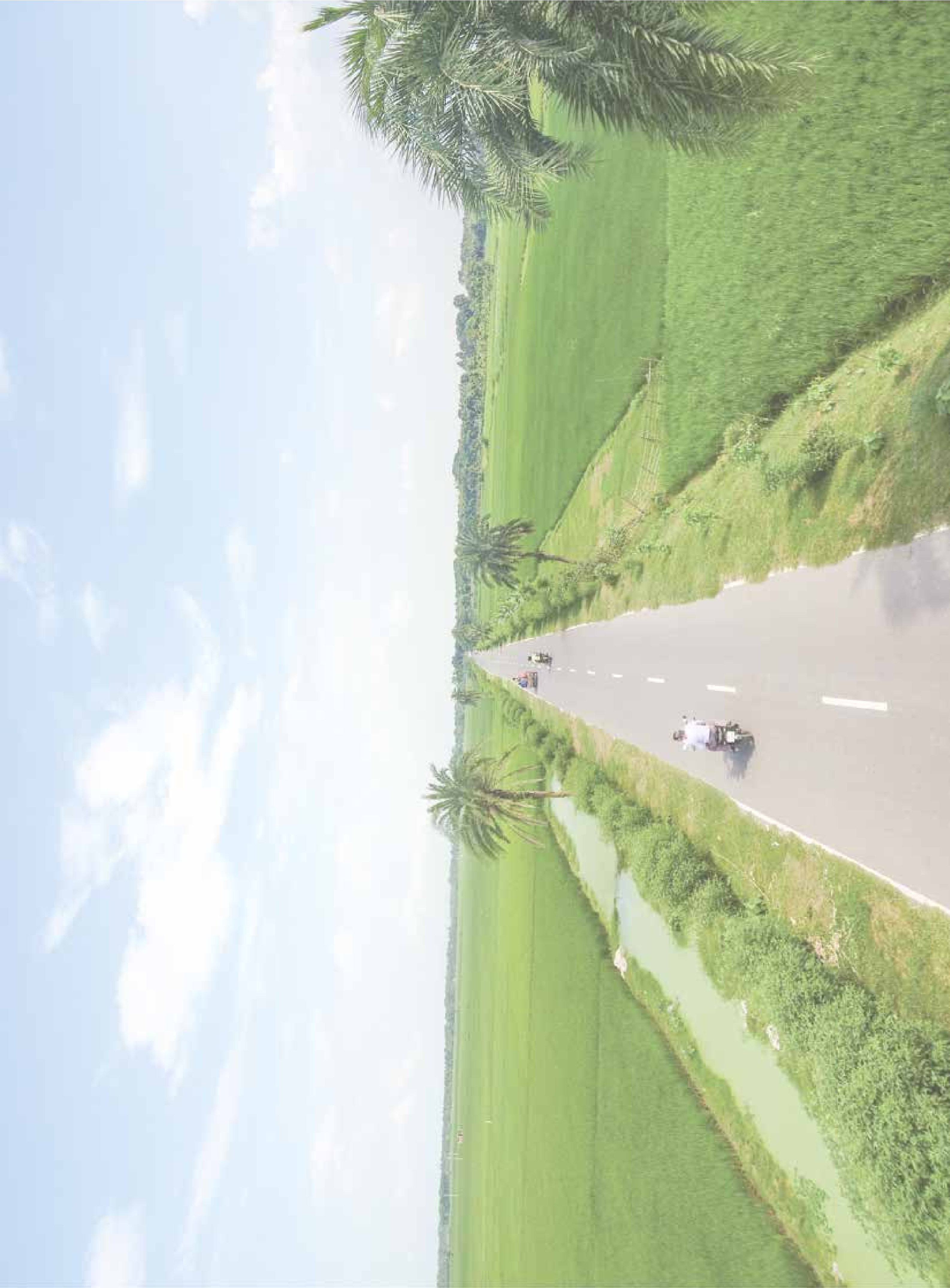

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ক: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা -------------------------------- ১৩৮
সেক্টর: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন-- ১৩৮
সেক্টর: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি --- ১৪২
সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)--১৪৩
সেক্টর: সাধারণ সরকারি সেবা --১৪৩
সেক্টর: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ --১৪৩
পরিশিষ্ট-খ: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা--------------------------------------- ১৪৪
পরিশিষ্ট গ: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের তালিকা ----------------------- ১৪৫
পরিশিষ্ট-ঘ: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা --------------------------১৪৬
পরিশিষ্ট-ঙ: সহযোগীতায় -- ১৪৭

পরিশিষ্ট ক

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
সেক্টর: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন					
বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)					
০১	"আমার গ্রাম-আমার শহর": নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কারিগরি সহায়তা প্রকল্প(১ম সংশোধিত)।	১৩০০.০০	১২৫১.৯১	১০০%	৯৬.৩০%
০২	জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৭৪০০.০০	৭৩৯৬.৮৫	১০০%	৯৯.৯৬%
০৩	নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	২৫৭.০০	২২৪.০৭	১০০%	৮৭.১৯%
০৪	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৫৯৪১.০০	৩৫৯৪০.৮০	১০০%	১০০%
০৫	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৯০০০.০০	২৮৯০২.১৫	১০০%	৯৯.৬৬%
০৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৩৯০০.০০	৩৮০৫.৯২	১০০%	৯৭.৫৯%
০৭	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪১৫.০০	৪১৪.৯৩	১০০%	৯৯.৯৮%
০৮	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (২য় সংশোধিত)।	১১৯০০.০০	১১৮৯৮.১৯	১০০%	৯৯.৯৮%
০৯	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	১৩২৭০.০০	১৩২৬১.০৯	১০০%	৯৯.৯৩%
১০	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।	৪৪০০.০০	৪৩২৩.৪৮	১০০%	৯৮.২৬%
১১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)।	৪৮৩০.০০	৪৬৭৯.৪১	১০০%	৯৬.৮৮%
১২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১৫৫২.০০	১৫৫১.৭৬	১০০%	৯৯.৯৮%
১৩	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৯৯০০.০০	৯৫৬১.৭০	৯৯.০০%	৯৬.৫৮%
১৪	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২২৫০০.০০	২২৪৪০.১৪	১০০%	৯৯.৭৩%
১৫	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)।	৪২৭১.০০	৪১৬৯.৫০	৯৯.০০%	৯৭.৬২%
১৬	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।	৭০০০.০০	৬৯৮২.৪৭	১০০%	৯৯.৭৫%
১৭	রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ (১ম সংশোধিত)।	৯৪০.০০	৯৩৯.৮৪	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৮%
১৮	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১০০০০.০০	৯৯৯৭.৪৪	১০০%	৯৯.৯৭%
১৯	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৯২৩৬.০০	৯২৩৫.৫৭	১০০%	১০০%
২০	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৭৮০০.০০	১৭৭৯৮.৭৪	১০০%	৯৯.৯৯%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
২১	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৫৭০.০০	২৫৬৩.৪৫	১০০%	৯৯.৭৫%
২২	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।	১৯১৫৮.০০	১৯১৪৭.৩৬	১০০%	৯৯.৯৪%
২৩	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)।	১৩৫০০.০০	১৩৪৯৭.৮৭	১০০%	৯৯.৯৮%
২৪	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৭১০০.০০	২৭০৫২.৫৮	৯৯.৮৩%	৯৯.৮৩%
২৫	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা (১ম সংশোধিত)।	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	১০০%	১০০%
২৬	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৮৫০০.০০	৮৪৩৮.৩০	১০০%	৯৯.২৭%
২৭	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২১৮০০.০০	২১৭৯৯.৮৪	১০০%	১০০%
২৮	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।	২১০০০.০০	২০৮৯৫.১৪	১০০%	৯৯.৫০%
২৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)।	২০৫০০.০০	২০৪৯৯.৪১	১০০%	১০০%
৩০	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।	২৯০০০.০০	২৮৮৫৭.৩৮	১০০%	৯৯.৫১%
৩১	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৪০২৪.০০	৩৪০১৬.৮২	১০০%	৯৯.৯৮%
৩২	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১৬৩১৫.০০	১৬২৯০.০০	১০০%	৯৯.৮৫%
৩৩	বন্যা ও দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৫১০০.০০	৩৫০৯৮.৩৫	১০০%	১০০%
৩৪	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৩২০০০.০০	৩১৯৯৩.৯৮	১০০%	৯৯.৯৮%
৩৫	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩৫০০.০০	৩৪৯৬.৮৩	১০০%	৯৯.৯১%
৩৬	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১০৬২৫.০০	১০৬১৮.২৭	১০০%	৯৯.৯৪%
৩৭	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৩৯৯৩.০০	১৩৯৮৮.৮৭	১০০%	৯৯.৯৭%
৩৮	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৮০০০.০০	৭৯৫০.০০	১০০%	৯৯.৩৮%
৩৯	তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	২২৬১৬.০০	২২৬০১.৬৮	১০০%	৯৯.৯৪%
৪০	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প।	৩৯৭০০.০০	৩৯৬৪২.৩৭	৯৯.৯৩%	৯৯.৮৫%
৪১	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)।	১০৫০০.০০	১০৪৯৭.৯০	১০০%	৯৯.৯৮%
৪২	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১৫১০.০০	১০৭১.৫৭	৭৫.০০%	৭০.৯৬%
৪৩	এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।	১৫৯২.০০	১২১৪.৪৫	৭৮.০০%	৭৬.২৮%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
৪৪	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪০০০০.০০	৩৯৯৯৯.০৯	১০০%	৯৯.৯৯%
৪৫	সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩১৩.০০	৩১২.৮৩	১০০%	৯৯.৯৫%
৪৬	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-৩।	৪২৫৩০.০০	৪২৫২৯.৫৬	১০০%	১০০%
৪৭	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	৩১০০০.০০	৩০৯৪২.২৮	১০০%	৯৯.৮১%
৪৮	বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	২০০.০০	১৯৬.০০	৯৯.০০%	৯৮.০০%
৪৯	চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	১৫৬.০০	১৫৬.০০	১০০%	১০০%
৫০	পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।	১৫১৩.০০	১৫১২.৬৬	১০০%	৯৯.৯৮%
৫১	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।	৭১৭০৫.০০	৭১৬৩৫.৭০	৯৯.৯০%	৯৯.৯০%
৫২	ঘূর্ণিঝড় আম্পান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প।	৩৫০০০.০০	৩৪৬৮২.৭১	১০০%	৯৯.০৯%
৫৩	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	৩৩৭৪.০০	৩৩৭১.৮৬	১০০%	৯৯.৯৪%
৫৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প।	৭১০.০০	৭০৯.৯৪	১০০%	৯৯.৯৯%
৫৫	পিরোজপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৬২১৯.০০	৬২১৯.০০	১০০%	১০০%
৫৬	নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১১০০.০০	১০৯৯.৮৬	১০০%	৯৯.৯৯%
৫৭	মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প।	১০৮৯.০০	১০৮৮.৯৪	১০০%	৯৯.৯৯%
৫৮	গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন।	১৪.০০	১৩.৯৬	১০০%	৯৯.৭১%
৫৯	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৩৫৮.০০	১৩৫৩.০৭	১০০%	৯৯.৬৪%
৬০	রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	৭০.০০	৬৯.৮৪	১০০%	৯৯.৭৭%
৬১	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	৭০.০০	৬৫.৬৯	৯৮.০০%	৯৩.৮৪%
৬২	এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন।	৪০.০০	৩৭.৭২	৯৭.০০%	৯৪.৩০%
৬৩	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	৭.০০	৬.৯২	৯৯.০০%	৯৮.৮৬%
৬৪	হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৭.০০	৬.৯৯৭	১০০%	৯৯.৯৬%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প					
৬৫	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬৫২৭.০০	৬৪৩৬.৬০	১০০%	৯৮.৬১%
৬৬	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২৯০০.০০	২৭৬২.৯৮	৯৬.৩৩%	৯৫.২৮%
৬৭	রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (৩য় সংশোধিত)।	৫২০০০.০০	৪২১৩৬.৮৬	৯৭.০০%	৮১.০৩%
৬৮	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)।	৪৭২১.০০	৪৭২১.০০	১০০%	১০০%
৬৯	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(২য় সংশোধিত)	১৪০০০.০০	১৩৯৯৯.৮০	১০০%	১০০%
৭০	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১০৬৬৮.০০	১০৩৬০.২০	৯৮.০০%	৯৭.১১%
৭১	বহুমূখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৫০০০০.০০	৪৯৭০৮.২১	১০০%	৯৯.৪২%
৭২	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৮০০০.০০	৬৫৬৭.৪৩	৯০.০০%	৮২.০৯%
৭৩	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প ।	২৮৬০.০০	২১৪৮.৯০	৭৮.৩৩%	৭৫.১৪%
৭৪	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প ।	১০৮২৪.০০	১০৮২৪.০০	১০০%	১০০%
৭৫	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।	১১৯৯৯৯.০০	১১৮২৫৮.৯১	১০০%	৯৮.৫৫%
৭৬	বাংলাদেশ: এমাজেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)।	৪৮৯০.০০	৪৬২৩.৫৭	১০০%	৯৪.৫৫%
৭৭	ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেইন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট)।	৩৫৬৫.০০	৩১৯৯.৭০	৯৪.০০%	৮৯.৭৫%
৭৮	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৪৮০০.০০	২৪৬৯৫.৩৪	১০০%	৯৯.৫৮%
৭৯	পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)।	৩৩৪০.০০	৩৩২৭.৬৭	১০০%	৯৯.৬৩%
৮০	গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস)।	৩৮৩৮৫.০০	৩৬২০৫.৫৭	৯৪.৫০%	৯৪.৩২%
কারিগারী সহায়তা প্রকল্প					
৮১	ইনস্টিটিউশনালাইজিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি প্রাকটিসেস ইন লোকাল গভার্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (১ম সংশোধিত)।	৫১৪.০০	৫১৩.৪০	১০০%	৯৯.৮৮%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
	সেক্টর: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি				
	বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)				
৮২	টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	১০০০.০০	৯৯৯.৯২	১০০%	৯৯.৯৯%
৮৩	নোয়াখালী পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ।	১২০০.০০	১১৯৯.৪৫	১০০%	৯৯.৯৫%
৮৪	বসুরহাট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	৫০.০০	৪৯.০০	৯৯.০০%	৯৮.০০%
৮৫	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	৫৯৭.০০	৫৯৬.৯৮	১০০%	১০০%
৮৬	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	৩০০১.০০	৩০০০.৯০	১০০%	১০০%
৮৭	শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	৪৯৯.০০	৪৯৮.৯৬	১০০%	৯৯.৯৯%
৮৮	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।	১৯২০.০০	১৮৪৪.৮৯	১০০%	৯৬.০৯%
৮৯	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ।	৫৭০২৫.০০	৫৭০১৯.২৪	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%
৯০	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮৮৭.০০	৮৮২.৩০	৯৯.৪৭%	৯৯.৪৭%
৯১	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	১৬২১৩.০০	১৬২১১.৯৫	১০০%	৯৯.৯৯%
৯২	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	১৪৯৬৭.০০	১৪৯৬২.৮১	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৭%
৯৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প ।	২৭০.০০	২৬৯.৫৪	১০০%	৯৯.৮৩%
৯৪	কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	২০০০.০০	১৯৯৪.২৯	১০০%	৯৯.৭১%
৯৫	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	৩০০০.০০	২৯৬৯.৩৫	৯৯.০০%	৯৮.৯৮%
৯৬	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	১৬৭০.০০	১৬৬২.১০	১০০%	৯৯.৫৩%
৯৭	টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	৫০০০.০০	৪৯৭৯.৮৮	১০০%	৯৯.৬০%
৯৮	ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প ।	১৫৮.০০	১৫২.১৬	৯৭.০০%	৯৬.৩০%
৯৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প ।	৬৪৪.০০	৬৪৩.৭৫	১০০%	৯৯.৯৬%
১০০	সুনামগঞ্জ পৌরসভার সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প ।	৩৩৪২.০০	২২২৮.৪৯	৯২.০০%	৬৬.৬৮%
১০১	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।	১৫২৪.০০	১৫২৩.৯৯	১০০%	১০০%
১০২	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন ।	১০০০.০০	৯৭৭.৯২	১০০%	৯৭.৭৯%
১০৩	মেহেরপুর জেলাধীন ২টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	৭০০.০০	৪.০০	১০.০০%	০.৫৭%
১০৪	পটুয়াখালী পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্তকরণসহ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	৯০০.০০	৯০০.০০	১০০%	১০০%
১০৫	পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প ।	৩০.০০	২৯.২৩	৯৮.০০%	৯৭.৪৩%
১০৬	ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	৭২৮.০০	৭২৭.৮৫	১০০%	৯৯.৯৮%

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প					
১০৭	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৯৪৮৭.০০	৮৬৬৩.৬০	১০০%	৯১.৩২%
১০৮	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)।	৪৩৮১৫.০০	৪১০০৭.৩৯	১০০%	৯৩.৫৯%
১০৯	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	৩৬৩০৭.০০	২৯৭১৯.৬৬	৮৭.৬৮%	৮১.৮৬%
১১০	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	৫০০০০.০০	৪৩৬৩৭.৭৮	৯০.০০%	৮৭.২৮%
১১১	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২০৩৭৫.০০	১৭৩৪৯.২০	১০০%	৮৫.১৫%
১১২	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প।	৩৭০০০.০০	৩৬৯৭৮.৮৪	১০০%	৯৯.৯৪%
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প					
১১৩	টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স প্রজেক্ট অন ইন্ট্রিগ্রেটেড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আইএসডব্লিউএমআইপি)।	১৫০.০০	১৫০.০০	১০০%	১০০%
সেক্টর: কৃষি (সাব-সেক্টর: সেচ)					
বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন (জিওবি)					
১১৪	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৬০০০.০০	৫৯৯৭.০৮	১০০%	৯৯.৯৫%
১১৫	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	১১০৭১.০০	১১০৬৯.১৪	১০০%	৯৯.৯৮%
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প					
১১৬	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১৭৫০০.০০	১৬৮৭৭.১১	৯৯.০০%	৯৬.৪৪%
সেক্টর: সাধারণ সরকারি সেবা					
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প					
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প					
১১৭	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	৫২০.০০	৫০৬.৭৫	১০০%	৯৭.৪৫%
সেক্টর: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ					
বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীর যৌথ অর্থায়ন প্রকল্প					
১১৮	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)।	১৩৩২.০০	৪৬০.২৪	৪৫.০০%	৩৪.৫৫%

পরিশিষ্ট-খ

২০২১-২০২২ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রম	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান
০১	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)।
০২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)।
০৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
০৪	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
০৫	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
০৬	পিরোজপুর জেলার নেসারাবাদ উপজেলা হেডকোয়ার্টার হতে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ভায়া নাজিরপুর রাস্তা ও সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।
০৭	নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত।
০৮	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)।
০৯	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
১০	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
১১	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)।
১২	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	
১৩	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
১৪	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)।
১৫	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
১৬	নত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
১৭	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
১৮	কেশবপুর-সাগরদাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।
১৯	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
২০	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)।

পরিশিষ্ট গ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্র.	প্রকল্পের নাম	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত	আর্থিক
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ				
০১	চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১২১১৯০.১৪	১১৩৪৯২.১০	৯৪%	৯৩.৬৫%
০২	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়)	৮২০৩০.৬০	৬৫৫৬২.৩১	৮০.০০%	৭৯.৯২%
০৩	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৪)	২৮২৮৬৫.০০	২৩২৩৫৮.৭৮	৯৭.০০%	৮২.১৪%
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়				
০৪	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৬৫০০.০০	৬৪৮৩.৩৫	১০০%	৯৯.৭৪%
০৫	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৪০০০.০০	৩৯৯৬.২১	১০০%	৯৯.৯১%
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়				
০৬	"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর এর এ্যাপ্রোচ সড়ক প্রশস্তকরণ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৩৫.০০	৮৯১.০০	৮৫%	৭৯%
	ভূমি মন্ত্রণালয়				
০৭	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প।	১৫০০০.০০	১৩১৫৬.০০	৯২%	৮৮%
	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ				
০৮	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় অডিটরিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক কর্মসূচির (চচঘই) আওতায় অডিটরিয়াম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ।	১৬০.০০	১৬০.০০	১০০%	১০০%
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়				
০৯	মাগুরা ডায়বেটিক হাসপাাতাল নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	২০৪.০০	২০১.০০	১০০%	১০০%
১০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়বেটিক হাসপাাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।	৯৬১.০০	৯৬১.০০	১০০%	১০০%
১১	সুনামগঞ্জ ডায়বেটিক হাসপাাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৫৩৫.০০	৫৩৫.০০	১০০%	১০০%
১২	কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলায় "জালাল উদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল" শীর্ষক ডায়বেটিক হাসপাাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।	৬৩২.০০	৪৭২.০০	৮৫%	৭৫%
১৩	"মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ" প্রকল্প	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়				
১৪	জয়িতা- কালীগঞ্জ মহিলা বিপনী কেন্দ্র, গাজীপুর	৯৬.০০	৯৬.০০	১০০%	১০০%
১৫	"কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ"।	১৪৮.০০	১৪৮.০০	১০০%	১০০%
	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়				
১৬	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার আদর্শ নগরে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক কর্মসূচী।	৩৬২.০০	৩৬২.০০	১০০%	১০০%
	পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়				
১৭	"রেশম প্রযুক্তি উন্নয়ন, বিস্তার ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।	২৭০.০০	২৭০.০০	১০০%	১০০%

পরিশিষ্ট-ঘ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প সাহায্য	উন্নয়ন সহযোগী
	সেক্টর: স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন			
	বিনিয়োগ প্রকল্প			
০১	মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প।	৩৮৫০.০০		
০২	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	১০৯০০০.০০		
০৩	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	৪২০০.০০		
০৪	এনআইএলজি ভবন সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা ভবন) শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদন।	২৮৭.২০		
০৫	হাওর এলাকার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: সুনামগঞ্জ জেলা।	৩৪৯০০০.০০		
০৬	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	২৬৯৩৪৩.৪৯		
০৭	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প।	১০৮২০০.০০		
০৮	পল্লি সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৪০৫০০০.০০		
০৯	ঝিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৫০০০০.০০		
১০	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৪০০০০.০০		
	সেক্টর: গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি			
	বিনিয়োগ প্রকল্প			
১১	পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	১১৪১৫২.১১		
১২	Local Government COVID-19 Response & Recovery Project.	২৫৫৫২৫.০০	২৫৪৪০০.০০	WB
১৩	Urban Development and City Governance Project'.	৩৩৯৭৮০.৫১	২২১৫৫৫.৭০	JICA
	কারিগরি প্রকল্প			
১৪	Technical Assistance Project on Integrated Solid Waste Management Infrastructure Improvement Project.	১৯২৭.০০	১৬৯৭.০০	AIIB
	সেক্টর: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ			
	বিনিয়োগ প্রকল্প			
১৫	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)।	১০৬৮৪.৮২	৭২৪৯.৮৫	IFAD

পরিশিষ্ট-৬

সহযোগীতায়

মোঃ মেহেদী হাসান খান
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, পিএমএন্ডই ইউনিট

মোঃ তানভীর রশীদ
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, আইসিটি ইউনিট

সার্থক হালদার
সহকারী প্রকৌশলী, আইআরআইডিপি-৩

শারমীন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী পিএমএন্ডই ইউনিট

ইফতেখার উদ্দিন কাওসার
মাল্টিমিডিয়া প্রফেশনাল

মোঃ খালেকুজ্জামান শামীম
কম্পিউটার অপারেটর

মোঃ ফয়সাল ভুইয়া
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.lged.gov.bd